43

ক্ষীরোদপ্রসাদ

ভীষ্ম

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

সপ্তম সংস্করণ

ভাদ্র—১৩৫৪

উৎসর্গ

যাঁহার সদিচ্ছা, প্রেরণায় ও আশীর্ব্বাদে এই পুস্তক রচিত

হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজি

মহারাজকে ইহা উৎসর্গীকৃত হইল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, পরশুরাম, শান্তনু, শাল্ব, দুর্য্যোধন,

দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, বিদুর, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল,

সহদেব, শিখণ্ডী, ধৌম্য, বিচিত্রবীর্য্য, কাশীরাজ, দ্রুপদ, বিরাট,

অকৃতব্রণ, বৃক, নারদ, ব্যাস, দশার্ণরাজ, সুনন্দ,

বৃদ্ধতাপস, দাসরাজ, ব্রাহ্মণবেশী বসু,

দৌবারিক, বসুগণ, রাজগণ,

সভাসদ্‌গণ, দূতগণ

ইত্যাদি

স্ত্রী

গঙ্গা, দ্যুতি, সত্যবতী, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, দাসরাণী,

বসুপত্নীগণ, বন্দিনীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ

ইত্যাদি

ভূমিকালিপি

শ্রীকৃষ্ণ ... ... শ্রীসত্য পাঠক
বলরাম ... ... শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী
পরশুরাম ... ... শ্রীসন্তোষ দাস
দুর্য্যোধন ... ... শ্রীচন্দ্রশেখর দে
কর্ণ ... ... শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অর্জ্জুন ... ... শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
ধৌম্য ... ... শ্রীউমাপদ বোস
কাশীরাজ ... ... শ্রীরবি রায়চৌধুরী
নারদ ... ... শ্রীরবি রায়চৌধুরী
ব্রাহ্মণবেশী বসু ... ... শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী
মহাদেব ... ... শ্রীপশুপতি রক্ষিত
শান্তনু ... ... শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
শাল্ব ... ... শ্রীচন্দ্রশেখর দে
দুঃশাসন ... ... শ্রীবলাই গড়াই
বিদুর ... ... শ্রীপতিতপাবন মুখার্জ্জি
শিখণ্ডী ... ... শ্রীমতী ফিরোজাবালা
বিচিত্রবীর্য্য ... ... শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
অকৃতব্রণ ... ... শ্রীমুরারী মুখার্জ্জি
দাসরাজ ... ... শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত
১ম বসু ... ... শ্রীপশুপতি রক্ষিত
গঙ্গা ... ... শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
সত্যবতী ... ... শ্রীমতী বন্দনা দেবী
দ্যুতি ... ... শ্রীমতী বীণা
অম্বা ... ... শ্রীমতী ফিরোজাবালা

ভীষ্ম—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

প্রথম অভিনয়

মিনার্ভা থিয়েটার

ষ্টার থিয়েটারে নব পর্য্যায়ে প্রথম অভিনয়

বৃহস্পতিবার, ১০ই আগষ্ট, ১৯৫০ সাল

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসলিলকুমার মিত্র

নাট্যাচার্য্য ও পরিচালক—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এম. এ.

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা-দৃশ্য

বসুগণ ও বসুপত্নীগণ

গীত

জাগো ধবল-তরঙ্গমালিনী।
জাগো শরণ্যে জহ্নু কন্যে পূত-শ্যামতটশালিনী।
শঙ্কর মৌলি-বিহারিণি বিমলে
দূর প্রচারি দুষ্কৃতহারি, শুভ-ঝঙ্কারি সলিলে
পুণ্য-তরঙ্গে করুণাপাঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
এস গঙ্গে, এস কুলদায়িনী কল্লোলিনী।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত শ্রীপদে
সুখদে শুভদে মুক্তিদ-নীরদে—
এস মন্দাকিনী এস মন্দাকিনী—পুণ্যদেশবিশেষ বিলাসিনী।

১ম ব। উঠ মা জাহ্নবী, জাগো, ভীতার্ত্ত সন্তান
সমবেত মোরা তব তীরে। ব্রহ্মশাপ
বিমোচিতে ধরাবিলাসিনী, একদিন

সগর-সন্তান-ভস্মে তরঙ্গ ঢালিয়া
মুক্তি দিয়াছিলে, সলিলে ত্রিতাপ-হর।
ব্রহ্মশাপে অঙ্গ জর জর, অষ্ট ভ্রাতা
কাতর অন্তর, তোমারে স্মরি মা দেবি,
সুরাসুর নরের জননী!

১ম ব-প। ভীতা মোরা
পতির বিপদে। জাগো সতী, এস সতী—
সতীর মর্য্যাদা রক্ষা, বিধির বিধানে
ভার, কল্পারম্ভ হ'তে, পড়েছে তোমার
শিরে। কল্পারম্ভ হ'তে সত্যের আহ্বানে
চিন্ময় সে নারায়ণ গলিয়া গলিয়া,
বিশ্বপ্রেমে শ্রীমূর্ত্তি ঢালিয়া, রচেছেন
যে অপূর্ব্ব মধুর সংসার, মধু তুমি
তার। তোমার মহিমা, তব স্রষ্টা নাহি
জানে, বিষ্ণু বসে ধ্যানে, শিব মত্ত গানে,—
জটা কল কল, ভাসিছে বাকল নিত্য
নয়নের ধারে, তবু ধরিতে না পারে,
হে জননী, বেদত্রয়ী ধারার প্রতিমা!
পতি দুঃখে ম্রিয়মাণা মোরা। রক্ষা কর
দ্রবময়ি!

গঙ্গার আবির্ভাব

গঙ্গা। কে কাঁদে করুণ-কণ্ঠে তীরে?

১ম ব-প। নন্দিনী নন্দন মোরা—বিপন্ন তোমার
তীরে। কৃপা দৃষ্টি কর ভাগীরথি!

গঙ্গা। এ কি।
বসুগণ? এ কি সর্ব্বভুবন ঈশ্বর!

তোমরা বিপন্ন ! দারুণ বিস্ময় কথা
শুনালে আমারে। নিজ নিজ শক্তি সাথে
হে জাগ্রত জগতজীবন, দ্রবময়ী
জ্ঞানে, রহস্য কর না মোরে !

১ম ব। এ কি মাতা !
রহস্য করিব কারে ? যাঁর পূত-তটে
দেবতা অজ্ঞাত গুহ্য অসত্যের কথা
ব্যোমভেদী পাপমূর্ত্তি ধরে, মন্দাকিনি,
তাঁরে মোরা রহস্য করিব ?

১ম ব-প। মা, মা, একে
মর্ম্ম-যাতনায় ব্যথিত সন্তান, তুমি
সে ব্যথায় হানিও না বাণ।

গঙ্গা। অপরাধ
ক্ষম লোকেশ্বর ! বিশ্ব-গৃহে অষ্ট দিক-
দ্বারে, অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারিরূপে জগতের
বিপদ করিছ দূর। তোমরা বিপন্ন !
দেখেও যে বসু আমি বিশ্বাসিতে নারি !

১ম ব। দারুণ বিপন্ন মাতা, ব্রহ্মশাপে জীর্ণ
কলেবর !

গঙ্গা। ব্রহ্মশাপ ! কোন্ অপরাধে ?

১ম ব। সুমেরু অচল পাশে হয় মহাতপা
আপবের পবিত্র আশ্রম। দরশিয়া,
নিজ নিজ পত্নী সাথে অষ্টবসু মোরা
গিয়াছিনু ভ্রমণাভিলাষে। মৃগপক্ষী
আকুলিত, সর্ব্ব-ঋতু-পুষ্পসমাবৃত
সে অপূর্ব্ব দেবের বাঞ্ছিত স্থান, দেবি !

কিন্তু মাগো, কর্ম্মফলে ইচ্ছামৃত্যু লয়ে
আমারে ভ্রমিতে হবে অবনী মণ্ডলে।

গঙ্গা। মোর কূলে কেন এলে বুঝেছি আভাসে।
নারী মূর্ত্তি ধ'রে, নরলোকে মোরে, তোমা
সবে জঠরে ধরিতে হবে।

১ম ব। তোমা বিনা
হে বিশ্বপূজিতা মাতা, আর কার গর্ভে
লব স্থান?

গঙ্গা। ভাগ্যবতী আমি যে রমণী,
হব অষ্টবসুর জননী। বল, কোথা
যাব, মর্ত্ত্যভূমে কাহারে বরিব?

১ম ব-প। এ কি
কথা সতী! তুমি জান কেবা তব পতি?
তুষার বরণ দেহ, অবতংসে চারু
শশীকলা, রত্ন-কম্প-দেহ সমুজ্জ্বল,
ঢল ঢল অঙ্গে তার তরঙ্গ বিকল
তুমি সদা — তুমি কারে করিবে বরণ
তুমি জান, পুত্র কিবা নীলের জননী!

গঙ্গা। নিশ্চিন্ত হও হে বসুগণ! শঙ্করের
অংশে জাত মহাভীষ রাজা, ব্রহ্মশাপে
ধরাতলে শান্তনুর রূপে অবতার!
দেব কার্য্য করিতে সাধন, আমি গঙ্গা
শান্তনুরে করিব বরণ। শুন সবে,
জন্মমাত্র সপ্তপুত্রে দিব বিসর্জ্জন।
অষ্টম নন্দনে শুধু পালিব যতনে।

১ম ব-প। জয় হ'ক। দেবরাজ্যে বাজিল দুন্দুভি।

সুরভি পবন বহে। আকুল জলদ,
উল্লাসে নয়ন-নীরে সিক্ত করে তব
কলেবরে—বসুগণ মুক্ত হ'ল আজি।

গঙ্গা, সপ্তবসু ও সপ্তবসু-পত্নীগণের প্রস্থান

১ম ব। ভৌম-নরকের ভোগ ব্যবস্থা আমার—
দেব-দেহ প্রবেশিবে মৃত্তিকা পিঞ্জরে।
হে বিধি করুণা কর, স্মরণে শিহরে
অঙ্গ মোর—বড়ই হতেছি ভীত আমি—
এক কর্ম্ম বিনাশিতে, কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম, বায়ুর ফুৎকারে
কোথা হ'তে কোথা যাব উড়ে—কে রোধিবে
গতি মোর—কেবা দিবে আশ্রয় আমারে?

১ম ব-প। প্রাণনাথ! দাসী যাবে সাথে।

১ম ব। তুমি যাবে?
সর্ব্বনাশী, দেবরাজ্যে প্রলুব্ধ করিয়া
দেবত্ব ঘুচালি মোর, শিরোপরে ঢেলে
দিলি কলঙ্কের ডালি, লজ্জাহীনা নারী,
সঙ্গে যাবি বলিলি কেমনে?

১ম ব-প। নারী হ'তে
জন্মে পাপ, নারী হ'তে পুনঃ তার ক্ষয়—
দুর্দ্দশা দিয়েছি আমি, দুর্দ্দশা ঘুচাব
তব, কর না সংশয়। নাথ, কর ক্ষমা,
সঙ্গে লহ মোরে।

১ম ব। সঙ্গে লব? শুন দ্যুতি,
প্রতিজ্ঞা আমার। যতদিন ধরামাঝে
করিব বিহার, নারীরে লব না সঙ্গী

জীবনের পথে। যাও, যতদিন নাহি
ফিরি স্বরাজ্যে আমার—বিরহে বিশ্রাম
লও, ভুঞ্জ কর্ম্মফল অভাগিনী এবে!

প্রস্থান

১ম ব-প। যাও প্রভু! যেথা রও, তুমি মম গতি।
আমা হতে যদি তব স্বর্গের বিচ্যুতি,
আমি ছায়ারূপে, তব সাথে, সুদীর্ঘ সে
কর্ম্মপথে করিব ভ্রমণ।

দ্যুতির গীত

মরম ভাঙা কথা কয়ো না।
করমের লেখা পীড়িছে মরমে,
আর পীড়া তারে দিয়ো না।
সঙ্গে যেতে মানা যাব না সাথে,
বাধা কি হে সখা চলিতে সে পথে—
গোপনে দেখিতে গোপনে কাঁদিতে—
তুমি শুধু ফিরে চেয়ো না।

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গা-গর্ভ

রাম ও ভীষ্ম

রাম। ধনুর্ব্বেদ সমস্তই শিখানু তোমারে।
আমার ভাণ্ডারে
যেখানে যা কিছু ছিল অপূর্ব্ব রতন,
করিয়া স্মরণ, আহরণ করি আমি
তোমারে করিনু দান।
এখন যদ্যপি তুমি কর অভিলাষ
ত্রিলোক করিতে পার জয়।
জগতে নির্ভয়, তুমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী।
ভাগ্যদোষে, যদি কভু গুরুশিষ্যে হয়
মহারণ—শুন পুত্র, জয়ী হবে তুমি।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু।
জ্ঞানহীন আমি বনচারী,
নরমূর্ত্তি প্রথম নেহারি তব মুখে।
তোমারি আদেশে, জাহ্নবীর শুভ্র জলে
নিজরূপে প্রতিবিম্ব হেরি,
বুঝেছি মানব আমি।
নরজ্ঞান পেনু তোমা হ'তে।
অস্ত্রজ্ঞান তোমার কৃপায়,
বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তুমি হে জাগালে।
শুনিলাম আশীষ বচন—
বর্ণে বর্ণে করুণার ধারা বরিষণ।

তবু শুনি অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি—
বল গুরু, বল মোরে,
গুরু শিষ্যে কেন হবে রণ ?

রাম। কেন হবে, কে বলিবে ? সাধ্য আছে কার ?
মোহভরা ধরণীর এ অজ্ঞেয় লীলা
বিধি নিজে বুঝিতে না পারে।
বিধাতা রচেছে বিশ্ব,
ধরা চলে বিধির বিধানে,
তথাপি যদ্যপি বিধি নরদেহ ধরে,
ভাগ্যদোষে ধরায় বিচরে,
সাধ্য নাই বলে পুত্র কি অদৃষ্ট তার।
লোকমুখে শুনি আমি বিষ্ণু অবতার।
ভক্তিভরে নরে
বিষ্ণুজ্ঞানে পূজেছে আমারে।
সেই আমি আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী,
নিজ হস্তে কাটিয়াছি জননীর শির।

ভীষ্ম। এ কি বিপ্র, কি কথা বলিলে ?
এ সংসারে কিছু নাহি জানি।
দেবতা জননী—একমাত্র দেখিয়াছি তাঁরে !
জননী আমার ধ্যান,
জননী আমার জ্ঞান—জাগ্রত স্বপনে
একমাত্র মাতৃদেবী সঙ্গিনী আমার।
হেন মাতা—মূর্ত্তি করুণার—
তুমি হন্তা তাঁর।
বন্ধু ধ'রে কলুষিত করে,
অজ্ঞান জানিয়া মোরে বিদ্যা দিলে দান !

এ বিদ্যা লব না আমি—
যা কিছু শিখেছি তব পাশে,
বিপ্রাধম ! এই দণ্ডে লহ ফিরাইয়া ।
কোথায় তুমি মা আমার ? বড়ই বিপন্ন আমি
না লয়ে তোমার অনুমতি
দারুণ দুর্গতি—দেখে যাও
গুরুক্রোধ অগ্নিসম জ্বলিছে অন্তরে ।

রাম । সত্য কথা বলিনু তোমারে ।
জ্যোতির্ম্ময় হেরিয়া বদন
ভেবেছিনু সত্য পাবে এখানে আদর ।
সত্য কথা শুনে প্রাণে যদি জাগেরে যন্ত্রণা—
এই দণ্ডে বিদ্যা মোর ফিরে দে আমারে ।
সম্মুখে জাহ্নবী জল,—চল চল—
আজি দেখি পূর্ণোল্লাসে ভরা ।
লহ ত্বরা, কর আচমন,
শিক্ষা মোর করহ অর্পণ—
চলে যাই অন্য দেশে—

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা । কর কি, কর কি তুমি অবোধ সন্তান ?
আপনি করুণা করি, গুরুরূপ ধরি,
যে মহাত্মা সম্মুখে তোমার,
তিনি বিষ্ণু অবতার—
আজন্ম অপাপ-বিদ্ধ দেহী নারায়ণ ।

ভীষ্ম । স্বর্গাদপি গরীয়সী
জননীরে বধেছে যে জন, তারে তুমি বল নারায়ণ !

গঙ্গা । কে বধেছে—কাহারে বধেছে ?

শুদ্ধমাত্র মুহূর্ত্তের লীলা—
একমাত্র পিতৃভক্তি কারণ তাহার।
মুহূর্ত্তের স্বপ্ন আবরণ। পুত্রের ভক্তির টানে
মুহূর্ত্তে জীবনে মাতা ফিরিল আবার।
ত্রিভুবনে কেহ না জানিল।
তপোধন সত্য যদি করিত গোপন
বিচিত্র চরিত্র তাঁর
চিরদিন রহিত হে অজ্ঞাত তোমার।
কিন্তু পুত্র, অসত্যে হইলে প্রতিষ্ঠিত,
যদিও ভকতি তব রহিত অটল,
শিক্ষা তব হইত নিষ্ফল।
ক্ষম ঋষি সম্ভানে আমার।
সংসার-প্রবেশ-মুখে প্রথমে সে পেয়েছে তোমারে।
কৃপাময়! যদ্যপি করেছ কৃপা—
সে কৃপার অপূর্ব্ব মহিমা
বালকে বুঝিতে দাও, ব্রহ্মবাদী ঋষি।

ভীষ্ম। বুঝিয়াছি, ক্ষম ঋষিরাজ!
ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বশেষে সত্য দিলে দান।
বেদে সত্য সনাতন গান।
একমাত্র সত্য অস্ত্র মোহের সংহারে।
একমাত্র সত্য অস্ত্র—সত্য মোর সার।

রাম। জন্মিলাম তোমার সন্তানে
যাও বীর, লহ জানতার!
আজি হ'তে ত্রিভুবনে তব অধিকার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ তোমার ইঙ্গিতে
আজি হ'তে তব পদে করিবে প্রণতি!

ভীষ্ম। প্রণাম চরণে গুরুদেব!

রাম। করি আশীর্ব্বাদ, জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী সম
দীপ্তদেহে ভ্রম তুমি বিশাল সংসারে।
হও বৎস, আপনার আপনি তুলনা।
আকাশে যেমন বজ্র,
সিন্ধুজলে বাড়ব-অনল
প্রকৃতির গুপ্তগৃহে সঞ্চিত রহস্য মত
অসীম অনন্ত কাল ধ'রে
লোক-চক্ষে করিতেছে লীলা,
সেই মত তব নাম, মানবের স্মৃতি-সরোবরে
চির শুভ্র কমল-শোভায়
অনন্ত সৌরভে, বীর, রহুক ফুটিয়া।

ভীষ্ম। আশীষ করিনু সার
সত্য হ'ক বচ আমার। শুন গুরু,
তোমার সমক্ষে আমি করিলাম পণ,
এ জীবনে রণে
করিব না কভু আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

রাম। প্রণমি চরণে মাতঃ
লও কার করে, সঁপে দি' তোমারে
তোমারি সঞ্চিত রত্নভার।

গঙ্গা। লহ মোর নমস্কার ঋষি। এস পুত্র।
যাঁহার বাঞ্ছিত ধন তুমি,
সেই তব পুণ্যময় পিতার শ্রীকরে
তোমারে করিব সমর্পণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা

পরশুরাম

রাম। পতিতপাবনী গঙ্গে! দে মা, সন্তানকে এইবার মুক্তি দে! একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছি। অপরাধী, নিরপরাধ—যুবা, বৃদ্ধ, শিশু—কাউকেও প্রাণে রাখিনি। তাদের মাতা, পত্নীর জ্বলন্ত নিশ্বাস আজও পর্য্যন্ত আমার দেহ দগ্ধ করছে। জাহ্নবী! তোর সন্তানকে সর্ব্ববিদ্যা দান ক'রে আমি ক্ষত্রিয়নাশের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। তবে আর কেন মা, শান্তিবারিরূপে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে আমাকে সে চিন্তার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি দে।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। হাঁগা, তুমি কে? বলতে পার, ক'দিন ধ'রে থাকছে থাকছে গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? একবার ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিকক্ষণ পরে প্রবল বেগে বান আসছে। এমন ধারাটা কেন হচ্ছে বলতে পার গা?

রাম। তুমি কে মা?

সত্য। আমি দাশরাজকন্যা সত্যবতী। আমার গায়ে মাছের গন্ধ ব'লে লোকে আমায় মৎস্যগন্ধা বলে।

রাম। তুই সত্যবতী—মা, মা—অধম সন্তানের নমস্কার নিবি?

সত্য। ও কি বল, বাবাঠাকুর, আমি শূদ্রাণী। আমাকে রক্ষা কর। কি সর্ব্বনাশের কথা বললে—পদধূলি দাও—রক্ষা কর।

রাম। তুই শূদ্রাণী? সে কি রে বেটী? তুই যে নারায়ণের জননী।

সত্য। আমি কুমারী, এ কথা বললে যে গাল দেওয়া হয় ঠাকুর?

রাম। বলেছি—ঠিক বলেছি। তুই মা, তোকে কি আমি তামাসা করছি?

সত্য। তা তুমিই ত নারায়ণ।

রাম। তা তোর যখন আমি সন্তান, তখন আমি নারায়ণ বই কি।

সত্য। তা যা হ'ক্, ও কথা আর বল না।

রাম। কেন মা, তোর কি সন্তানের কথা মনে নেই ?

সত্য। ওগো সে স্বপ্ন—আমার ভয় করছে—স্বপ্নে আমার এক সন্তান হয়েছিল !

রাম। ভয় কি মা ! যাঁর নাম স্মরণে ভব-ভয় দূর হ'য়ে যায়, তুমি তাঁর মা। তোমা হ'তে জগৎ চরিতার্থ হয়েছে ! তোমার ভয় কি ?

সত্য। না না—ভয় করে ! আমার বাপ মা আছে। তারা মূর্খ। এসব কথা কিছু বুঝবে না। একথা শুনলে, আমাকে মেরে ফেলবে।

রাম। আমার এ গুহ্য কথা তুমি ভিন্ন আর কেউ জানতে পারবে না।

সত্য। সে যদি স্বপ্ন না হবে, তা'হলে আমার গায়ে মাছের গন্ধ ঘুচল না কেন ? ঋষি বলেছিলে তোমার গায়ে পদ্মের গন্ধ হবে। কিন্তু কই বাবাঠাকুর, আজও ত তা হল না !

রাম। ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত স্থান কাল না হ'লে, তার সত্যতার উপলব্ধি হয় না। মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্ম গন্ধের আঘ্রাণ পাচ্ছি !

সত্য। তাই ত করুণাময় এ কি করলে ! এক নিশ্বাসে আমার দেহ থেকে কুৎসিত মাছের গন্ধ দূর ক'রে দিলে।

রাম। আমি কিছু করিনি মা ! এ মধুরতা তোমার ভিতরে সুপ্ত ছিল, আমি কেবল জাগিয়ে দিয়েছি। শোন মা, জগতে অভয়বাণী প্রচার ক'র্‌বার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তাঁর মা। আপাততঃ, অলক্ষ্যে তিনি তোমার সহায়।

সত্য। তাকে যে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর।

রাম। তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে তা তুমি ভুলে গিয়েছ। আশীর্বাদ করি, আজ হ'তে আবার সে মন্ত্র তোমার ভিতরে জাগরূক হ'ক।

সত্য। জেগেছে—জেগেছে—মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সোণার ছবি ভেসে উঠেছে। গুরু, গুরু! অনুমতি কর—আমার সন্তানকে একবার আহ্বান করি।

রাম। না, এখন নয়। মায়াবশে, নিজের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রতে কখন তাকে ডেকো না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুঝবে, তখনই তাকে এই মন্ত্রে স্মরণ করবে। বেদব্যাস জননি! তুমি জান না,—তুমি অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

সত্য। কে তুমি গুরু—দয়া ক'রে কোথা থেকে এলে? এসে, মূর্খ দাশ-কন্যাকে কৃপা ক'রলে! কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে মমতার ভাণ্ডার খুলে দিলে?

রাম। সময়ে জানতে পারবে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিতে পারলুম না। আমি দেবকার্য্যে এ দেশে এসেছিলুম—কার্য্য শেষ ক'রে আশ্রমে ফিরে চ'লেছি। মা, আমি চললুম।

প্রস্থান

সত্য। তাইত—গঙ্গা শুকিয়ে যায় কেন, একথা ত বাবা-ঠাকুরের কাছে জানা হ'ল না! ওই আবার বান আসছে—ওই তীরবেগে জল-ছোটার শব্দ উঠেছে।

পশ্চাৎ হইতে শান্তনুর প্রবেশ

শা। সর্ব্বনাশি, স্বামিঘাতিনি, নিষ্ঠুরে—এত অভিমান? (সত্যবতীর স্কন্ধে হস্ত দান) এমন কি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলুম প্রাণেশ্বরি, যে, যোল বৎসর—না, না—কে তুমি?

সত্য। তুমি কে গা?

শা। আমি? আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের শিখরে ব'সেও সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন। সুন্দরী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পত্নী-ভ্রমে স্পর্শ ক'রেছি।

সত্য। তোমার স্ত্রী কোথায়?

শা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না! ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁকে কোনও এক বিশেষ কারণে তিরস্কার ক'রেছিলুম, সেই জন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। ষোল বৎসর পরে আমার বোধ হ'ল আমি যেন তাকে দেখতে পেয়েছি। এক দেবকান্তি বালক গঙ্গাস্রোতকে রুদ্ধ ক'রে নদীগর্ভে শরচালনা শিক্ষা ক'রছিল। একটি রমণী তীরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখছিলেন! আমি কাছে যেতে না যেতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত বাঁধা জল বানের মত নীচের দিকে ছুটে এল। আমি আর এগুতে পারলুম না। এমন সময় তোমার অঙ্গসৌরভে সহসা দিগন্ত আমোদিত হয়ে উঠল। সেই সৌরভে প্রলুব্ধ হ'য়ে, আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, আমার স্ত্রী মনে ক'রে তোমার গায়ে হাত দিয়েছি। পাগল মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর।

সত্য। তুমি গর্হিত কাজ করনি—আমি কুমারী।

শা। কুমারী! আমাকে বিবাহ ক'রতে চাও?

সত্য। আমি বিবাহ ক'রতে চাইলেই বা তুমি বিবাহ ক'রবে কি ক'রে? এই ত তুমি ব'ললে তোমার স্ত্রী আছে। আর আমি দেখছি তুমি তার শোকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ।

শা। তা বেড়াচ্ছি!

সত্য। তবে? তুমি বিবাহের কথা বললে কি ক'রে? এই বুঝি তোমার শোকের পরিণাম?

শা। যথার্থই আমি শোকার্ত। কিন্তু, সুন্দরি, আমি যে তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছি।

সত্য। আমি জেলের মেয়ে, আমার আবার মর্য্যাদা কি?

শা। জেলের মেয়ে!—তাই ত। তাহলে তোমার কি ক'রতে পারি?

সত্য। কি করতে চাও?

শা। তোমার মনোমত পাত্রকে যদি বিবাহ কর, আমি সাহায্য ক'রতে চাই।

সত্য। কে তুমি ?

শা। আমি হস্তিনার রাজা।

সত্য। এখন দেখছি যথার্থ-ই তুমি পাগল হ'য়েছ! হাঁ রাজা, তুমি যা'কে প্রাণেশ্বরী বলেছ, অন্যে আবার তাকে প্রাণেশ্বরী বলবে ?

শা। তুমি দুষ্কুলে স্ত্রীরত্ন—আমি তোমাকে—পত্নী বলে গ্রহণ ক'রলুম।

সত্য। তা হ'লে আমার বাপ মাকে খবর দি ?

শা। দাও, তোমার পিতাকে নিয়ে এস। আজ আমি পূর্ব্বপত্নীর আশা পরিত্যাগ ক'রলুম।

সত্যবতীর প্রস্থান

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। কি রাজা আমাকে চিনতে পারেন ?

শা। হ্যাঁ হ্যাঁ—কে আপনি ?

গঙ্গা। এই তুচ্ছ ষোল বৎসরের অদর্শন—এরই মধ্যে আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন ? মহারাজ! এই কি আপনার প্রেমের গভীরতা—ভালবাসার টান ?

শা। হ্যাঁ হ্যাঁ! রাণি! এতদিন পরে? কি ক'রলুম—কি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেললুম!

গঙ্গা। প'ড় না—প'ড় না—কিছু করনি রাজা। আমি অন্তরাল থেকে সব দেখেছি—তোমাদের প্রেমালাপ শুনেছি। তুমি ভালই ক'রেছ মহারাজ। এতদিন যে তুমি আমার অপেক্ষা ক'রেছ, আমার বিরহে জর্জ্জরিত হ'য়েও আমাকে স্মরণে রেখেছ—এই তোমার মহত্ত্ব। তুমি নিঃসঙ্কোচে ওই রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। আমি সুখী বৈ দুঃখিত হ'ব না।

শা। আর তুমি ? আমার সর্ব্বকল্পনার অধিষ্ঠাত্রী—তুমি কি ক'রবে ? এ হতভাগ্যকে ধরা দিয়ে আবার পরিত্যাগ ক'রবে ?

গঙ্গা। রাজা, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। আমি দেবকার্য্য সাধনের জন্য তোমাকে স্বামিত্বে বরণ ক'রেছিলুম।

শা। কে তুমি ?

গঙ্গা। আমি মহর্ষিগণ-সেবিতা জহ্নুতনয়া, গঙ্গা। তোমার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবসু! আপব বশিষ্ঠের শাপে তাঁরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। বসুদের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলুম, জন্মগ্রহণ ক'র্‌বামাত্র তাঁদের মানবজন্ম থেকে মুক্ত কর্‌ব। এই জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাঁদের আমি জলে নিক্ষেপ ক'রেছিলুম।

শা। দেবি! তবে কি আমি পুত্রহীন ?

গঙ্গা। কিন্তু মহারাজ, তোমাকে শোকার্ত্ত দেখে, আমি তাঁদের কাছে এক পুত্র ভিক্ষা ক'রেছিলুম। তাঁরা দয়ার্দ্র হয়ে তোমাকে এক পুত্র দান ক'রেছেন। এই নাও মহারাজ, (অন্তরাল হইতে ভীষ্মকে আনয়ন পূর্ব্বক) অষ্টবসুর অংশে জাত গঙ্গাদত্ত এই উপহার গ্রহণ কর। হে পুত্রকাম! এই পুত্র লাভ ক'রে তুমি আজ পুত্রবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লে। গাঙ্গেয়! ইনিই তোমার পিতা—রাজর্ষিগণ পূজিত, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত সত্যবাদী শান্তনু। দেবকার্য্য-সাধনের জন্য আমি এতকাল তোমাকে পিতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত রেখেছিলুম। তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বার পূর্ব্বে তুমি শুনে রাখ, তোমার এ দেহ ভগবানের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হয়েছে! যাও, অগ্রসর হও—তোমার পিতার পদধূলি গ্রহণ কর।

ভীষ্ম। পিতঃ! অজ্ঞান অবোধ আমি,
পিতৃমহত্বের মর্ম্ম নহি অবগত।
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে করে গান
পিতা মহা হইতে মহান্,
জগতে জঙ্গমমূর্ত্তি বিভু নারায়ণ।
উচ্চতার একাদর্শ বিরাট আকাশ
তোমার চরণ প্রান্তে শির করে নত।
শত আচার্য্যের সম গুরুত্ব তোমার,

তুমি হে দেবতা দেবতার।
বাক্য মুখে নাহি আসে,
শক্তিহীন প্রবল উল্লাসে,
অভয় চরণে মোরে দাও হে শরণ।
গতি স্থিতি এই মোর সার।

শা। বক্ষে এস—হৃদয়ের ধন।

গঙ্গা। বল রাজা, ঋণমুক্ত আমি—

শান্তনুর চক্ষে বহে ধার

শা। ঋণমুক্ত তুমি!
তব ঋণ জন্মে জন্মে শুধিতে নারিব!
প্রতিদণ্ডে উত্তপ্ত নিশ্বাসে
তোমার স্নেহের কথা স্মরণ করিব।
যাও দেবি, যাও—
ক্ষুদ্র আমি, সাধ্য নাহি ধরিতে তোমারে।
কিন্তু স্মৃতি কেমনে মুছিব?
অপূর্ব্ব করুণা তব, মধুময় প্রেমের বন্ধন
হে জাহ্নবী কেমনে ভুলিব?

গঙ্গা। কেঁদ না কেঁদ না স্বামি,
দেবকার্য্য করহ স্মরণ।
মৃত্তিকা-পিঞ্জর মাঝে আবদ্ধ এ প্রাণ
ভুলে গেছে মুক্তির সে মুক্তকণ্ঠে গান।
ভাঙ্গে বক্ষ তরঙ্গ প্রহারে।
এস নাথ, জাহ্নবীর তীরে, পুত্রে করে ধ'রে।
স্বামিপুত্র সম্মুখে রাখিয়া,
গঙ্গা দিবে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

নন্দিনীগণের সঙ্গীত

পুণ্য প্রবাহিনী এখানে বহিছে,
পুণ্য কাহিনী আকাশে ছুটিছে,
বিশাল ভুবনে গ'য়েছে গান।
পুরুরাজ-কাহিনী মন্দ্রিত মেদিনী
পণ্ড-জরাধর জনক-চরণ পর
আপন যৌবন করিল দান।
সেই কুলে জাত তুমি দেবব্রত
হে শান্তনু-সুত জগত প্রাণ!
যশোরশ্মি দূরে, আবার সাগরে
করুক তোমারে হে মহান্, মহান্ হইতে মহীয়ান্।

অকৃতব্রণ, ভীষ্ম, শান্তনু, সুনন্দ ও সভাসদগণ

শা। শুন সর্ব্ব পুরবাসী!
সর্ব্বগুণাকর পুত্র পেয়েছি যখন,
ক'রেছি মনন, রাজ্যভার দিব তার শিরে,
বানপ্রস্থে গমন করিব।
বহুদিন হ'তে পুত্রহারা, চলে গেছে দারা—
শোকে তাপে হইয়া জর্জ্জর নিরন্তর
জীবন ছিল হে মোর ব্যাধির আগার।
শান্তি আশে ভ্রমিব কাননে।
যথা জ্যেষ্ঠ দেবাপি মহান

রাজ্য মোরে ক'রে দান
নিরজনে যোগানন্দে আছেন মগন,
সেথা তাঁর শ্রীচরণে লইব শরণ।
পৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরোহিত, সখা,
আদেশ করুণ মোরে।

অ। শুভ ইচ্ছা মহারাজ।
বাধা দিতে ব্রাহ্মণের নাহি অধিকার।
কার্ত্তিকেয় সদৃশ কুমার—
শুনিলাম সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত তাহার।
গুরু মোর মহাতেজা জামদগ্ন্য রাম,
নামের স্মরণে যাঁর পূর্ণ মনস্কাম,
ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী করিলা কুমারে।
রাজ্যভার যোগ্য মহাজন তোমার নন্দন—
ইথে কারো নাহিক সংশয়। তবু মনে লয়,
সংসার প্রবেশ মুখে
দুরূহ এ রাজ্যভার কুমারের শিরে
নহে রাজা স্নেহ নিদর্শন—শান্তির কারণ।

শা। কিবা মত সচিব প্রধান?

সু। এক-মত মতিমান।
মনোব্যথা বুঝেছি রাজন্।
জায়া যাঁর সুরতরঙ্গিণী
শান্তিরূপে হৃদিমধ্যে লভেছিলা স্থান,
গৃহ আজি তাঁর চক্ষে শ্মশান সমান।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা যুক্তি মত নয়।
কিন্তু প্রভু অনুজীবি মোরা—

নিত্য কত বাঞ্ছা জাগে মনে।
সলিলের বিম্ব সম, নানা বর্ণ ধরে তারা,
উঠে, জাগে, আবার মিলায়—
কিন্তু প্রভু! ফল লাভ বিধির ইচ্ছায়।
মম অভিপ্রায়—
কিছুদিন দেবব্রতে শিক্ষা ক'রে দান
বাণপ্রস্থে করুন প্রয়াণ।

শা। করিতে নারিনু অঙ্গীকার—
বিধির ইচ্ছায় যদি
গতি স্থিতি সংযত আমার—
অঙ্গীকার কেমনে করিব?
এবে ধর করে সচিব প্রধান,
জাহ্নবীর স্নেহভরা মধুময় দান।
ষোড়শ বরষ রাণী অতি সযতনে
রেখেছিল অঞ্চলে বাঁধিয়া—
ধর করে—ধর মতিমান্!

স। আসুন কুমার, পুরুবংশ প্রতিনিধিরূপে
আপনারে করি আবাহন।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌ। মহারাজ! এক জেলে আর জেলেনী একটা মেয়েকে সঙ্গে ক'রে দোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

শা। সচিব! তোমার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি। বিধাতার ইচ্ছা না হ'লে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। রাণীর অনুসন্ধানে বনে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে দৈবাধীন হ'য়ে কাল এক কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে অঙ্গীকার করেছি। তারপর এই পুত্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। সেই বুঝি এসেছে।

দৌ। মহারাজ! তাঁর গা থেকে এক আশ্চর্য্য গন্ধ বার হচ্ছে!

শা। তাঁকে সম্ভ্রমের সহিত নিয়ে এস। দৌবারিকের প্রস্থান

সচিব! বাধ্য হ'য়ে আরও কিছুকালের জন্য দেখছি আমাকে সংসারে আবদ্ধ হ'তে হ'লো। সুতরাং তোমরা কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার বন্দোবস্ত কর।

অ। অপেক্ষা করুন মহারাজ, ভবিষ্যৎ রাজ্ঞীর সভাপ্রবেশের অপেক্ষা করুন। এই ত বুঝলেন, সমস্তই দৈবাধীন। বা! বা! একি বিচিত্র নারী মহারাজ! দেহের সদ্‌গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

দাশরাজ, দাশরাণী ও সত্যবতীর প্রবেশ

দা রাজা। কিরে রাজা, তুই আমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌বি ব'লে তাকে ফেলে চলে এলি?

শা। দেবব্রত! তোমার বিমাতাকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে এস।

ভীষ্ম। এস মা! নগর-প্রবেশমুখে মায়ের অভাব অনুভব ক'রে আমি প্রবল অশান্তি অনুভব ক'রছিলুম। বিধাতা আমার মনোবেদনা বুঝে ভিন্নরূপের আবরণে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে জগদম্বিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান ক'রছেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি। সর্ব্বকল্যাণময়ী, শরণ্যে! আমি তোমার পাদমূলে মস্তক অবনত ক'রছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও।

দা রাণী। বা রে রাজা, এ যে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা কয় রে—এ যে মনটা একদমে ভুলিয়ে দিলেক রে!

দা রাজ। থাম্‌—ন্যাকা মাগী—দাঁড়া! এ কে রে রাজা?

শা। আমার পুত্র।

দা রাজ। ওই! শুন্‌লি মাগী—আমোদ ক'র্‌ছিলি কি? রাজার ছেলে রইছে। তুই কাকে মেয়ে দিচ্ছিলি? এ মেয়ে কি তোর পাটরাণী হবে? রাজা রাজড়ায় যেমন দুদশটা কি রাখে না, এও সেই রকম বিয়ে।

দা রাণী। তইত রে! তা হ'লে সাঙা বল—বিয়ে নয়।

শা। না ধীবর, ভয় ক'র না। আমার প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ ক'রেছেন। সুতরাং তোমার কন্যাই পাটরাণী হবেন। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, আর দার-পরিগ্রহ ক'র্‌ব না।

দা রাজ। আমার বেটীর যে ছেলে হবে, তার কি হবে?

শা। তার সম্বন্ধে কি ক'র্‌তে হবে বল?

দা রাজ। তাকে রাজা ক'র্‌তে হবে।

শা। তা কেমন ক'রে ক'র্‌ব ধীবর? আমার সর্ব্বাগুণালঙ্কৃত কার্ত্তিকেয়তুল্য জ্যেষ্ঠপুত্র তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দা রাজ। তা নয়—যদি আমার মেয়েকে নিতে চাস্, তা হ'লে এই সব প্রজায় সাক্ষাতে বল্—আমার মেয়ের ছেলেকে রাজা ক'র্‌তে হবে।

শা। তা আমি জীবন থাক্‌তে ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

দা রাজ। তবে আমার মেয়েকে ছুঁলি কেন রাজা? আমাদের কি মান-মর্য্যাদা নেই?

শা। স্পর্শ ক'রেছি ব'লেই ত আমি বিবাহের অংগীকার ক'রেছি?

দা রাজ। এত দয়া কেন দেখালি রাজা? আমার বেটীর কি বিয়ে হ'ত নি।

শা। শোন ধীবর! আমি যে অবস্থায় তোমার কন্যার অঙ্গস্পর্শ ক'রেছি, তা তোমার কন্যা অবগত আছে। তখন আমি পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলুম না। এখন যখন পুত্র পেয়েছি, তখন তোমাকে যা' বলি তা শোন। যদি আমাকে তোমার কন্যাদানে অভিরুচি থাকে, ত দাও। আমি তোমার কন্যাকে রাজ্যেশ্বরীর সমস্ত মর্য্যাদা দান ক'র্‌ব। তাঁর পুত্রেরাও রাজকুমারের সমস্ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হবে; কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমানে তাদের সিংহাসনদানের অঙ্গীকার ক'র্‌তে ধর্ম্মতঃ আমি অশক্ত।

দা রাজ। না রাজা, দিতে পার্‌বে না। যদি এই সকলের সমুখে দিব্যি গেলে ব'ল্‌তে পারিস্, আমার বেটীর ছেলে ছাড়া আর কাউকেও রাজ্য দিবি নি, তা'হলে বেটীকে তোর হাতে দিতে পারি।

শা। সুন্দরি! আমাকে ক্ষমা কর! এ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পণে আমি আবদ্ধ হ'তে পারলুম না। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলুম, ধর্ম্মের নামে আমি তা হ'তে মুক্ত হলুম।

দা রাণী। ও হতচ্ছাড়ী! কর্‌লিক্‌ কি? নিজের মান ত আগেই খুইয়েছিস্‌—এখন আমাদেরও শুদ্ধ নষ্ট কর্‌লি

দা রাজ। শোন্‌ বেটী—শোন্‌—আমার জাত কুটুম আছে। তারা যদি এ খবর শোনে যে রাজা তোর গায়ে হাত দিয়ে, তোকে বিয়ে কর্‌ব ব'লে শেষে তোকে ত্যাগ ক'রেছে, আর এ কথা জেনে আমি তোকে ঘরে নিয়েছি, তাহ'লে সকলে আমাকে একঘরে ক'র্‌বে—কেউ আর আমায় ঘরে নিবেক্‌ নি! তাই বলি, এখন থেকে তুই আপনার পথ দেখ্‌। আর আমার বাড়ীতে মাথা গলাস্‌নি। নে—আয় রাণী, চলিয়ে আয়।

ভীষ্ম। ধীবর যেও না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তোমার কি হবে মা?

সত্য। কি যে হ'ল, তা এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কি হবে, তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

ভীষ্ম। আমি যদি মা রাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করি?

সত্য। এমন অধর্ম্মের কথা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব। তুমি মা বলে আমার কাছে এলে! যে আগ্রহে তুমি আমাকে মা ব'লেছ—আর সেই নামের সঙ্গে আর যে একটা কি নাম জড়িয়ে দিয়েছ—তাতে তোমাতে আর আমার গর্ভের সন্তানে ত প্রভেদ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি কেমন করে তোমাকে ব'লব, তুমি আমার গর্ভের সন্তানের জন্য রাজ্য ছেড়ে দাও?

ভীষ্ম। তুমি আমার মা'ই বটে। শুন দাশরাজ—আর আপনারা পুরবাসী, আপনারা সকলে শুনুন। এই জননীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে, সেই সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী। আমি তার জন্য রাজ্যের সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ ক'র্‌লুম।

শা। একি ক'র্‌লে—একি ক'র্‌লে প্রাণাধিক?

গ। এ কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে রাজকুমার ?

ভীষ্ম। এস মা, এইবার আমার সঙ্গে এস।

দা রাণী। বা—বা ! এ যে চমৎকার ছেলে রে—ফস্‌ করে রাজ্যটাই ছেড়ে দিলেক।

দা রাজ। চমৎকার বই কি রাণি !—এই মানুষের মত মানুষ বটে। তবে একটু থাপকে কর, একটু দাঁড়া। যা ব'ল্লি—তা তারীই ব'ল্লি ! তবে কি জানিস বাপ্‌, মায়া—মায়া—তুইত রাজ্য ছেড়ে দিলি—কিন্তু তোর ছেলে ? সে বেটা যদি মাঝখান থেকে বেঁকে বসে ?

ভীষ্ম। দাশরাজ ! আমি ত বিবাহ করিনি !

দা রাজ। হবে ত—আর বিয়ে ক'র্‌লেই দু'পাঁচটা ছেলেও হবে ত—

দা রাণী। ওরে রাজা—আর কাজ নেই—ওরে বুঝতে পেরেছি—কাজ সে—এমন কথা আমি কখনও শুনিনি—এক নিশ্বাসে রাজ্য ছেড়ে দিলেক্‌রে ! ওরে আমার গা কাঁপছে—আর নয়।

দা রাজ। তুই থাম্‌—যদি সে ছেলে আমার নাতীর গলাটা ধ'রে সিংহাসন থেকে ফেলে দেয় ?

গ। লয়ে যাও—অন্ধ আমি শূন্য চারিধার।
লয়ে যাও, কে আছ কোথায় ?
ধরে লয়ে যাও দেবব্রতে ! এ কি হ'ল ?
এ কি ইচ্ছা মর্ম্মভেদী তোমার বিধাতা ?

ভীষ্ম। স্থির হও অন্তর আমার !
বসেছে ব্যাকুল ওই দেবতা গগনে,
রবি-শশী স্থিরনেত্রে চাহে ভব পানে।
ঘেরে আছে নীরবা প্রকৃতি,
বায়ু স্তব্ধ গতি—পদতলে নিস্তব্ধ ধরণী।
নিশ্বাস করিয়া বন্ধ
এস সত্য-ধারা-রূপা জননী জাহ্নবী !

হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তিরূপে পশ মা আমার।
অটল কর মা মোরে প্রতিজ্ঞা পালনে ।
শুন দাশ, প্রতিজ্ঞা আমার—
আজি হ'তে করিলাম ব্রহ্মচর্য্য সার।
আজি হ'তে ধরণীর সমস্ত রমণী
আমার জননী। আজি হ'তে পুরুবংশে
যে হইবে রাজা, আমি তাঁর প্রজা!
আকাশ-বিহারী শুন অশরীরী!
আমি তাঁর রাজ্যরক্ষী চির অস্ত্রধারী।

নেপথ্যে। ধন্য ধন্য শান্তনুনন্দন।

সকলে। ধন্য তুমি পুরুষ মহান্!

নেপথ্যে। হে গাঙ্গেয়!
প্রতিজ্ঞা ভীষণ! দেবগণ সে কারণ
তোমারে করিল আজি ভীষ্ম নাম দান।

শা। বিচিত্র কুমার! কার্য্য শেষ—
কিছুমাত্র নাহি বলিবার।
বর দিনু, আজি হ'তে ইচ্ছা-মৃত্যু তুমি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

অম্বা, শাল্ব ও সখীগণ

অম্বা। সখি, অতিথি আজ বিদায় গ্রহণ কর্‌বেন। তোরা সকলে তাঁর উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা ক'র।

সখীগণের গীত

এস রণজয়ী, এস রণজয়ী, সু-স্বাগত পুরুষবর,
জয় রণজয়ী, জয় রণজয়ী,
কোন্ বনে ছিল তোমার ঘর,
আসিলে, দেখিলে, জিনিলে, লভিলে
সাধিলে সকল মনের পণ।
বাঁধিলে সবে মমতাপাশ,
বিদায়ের বেলা কাঁদালে সাথ।
তোমার গমনে কাঁদিছে মন,
এত কি কঠোর হৃদয় তব?

শাল্ব। অম্বা! তোমার রূপ-গুণের কথা শুনে, তোমাকে শুধু দেখ্‌বার জন্য তোমাদের গৃহে অতিথি হ'য়েছিলুম। আমার শ্রম সার্থক হ'য়েছে। আমি আতিথ্য গ্রহণ ক'র্তে এসে, তোমার এই কোমল কর ভিক্ষা পেয়েছি।

অম্বা। আমারও আতিথ্য সার্থক হয়েছে। আমি আপনার নাম, রূপ ও গুণগ্রামের কথা শুনে, বহুদিন থেকে আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম।

শাল্ব। আমিও হয়েছিলুম। লোকমুখে শুনতুম, অপূর্ব্ব রূপ-জ্যোতিতে অরণ্য আলোকিত করতে ধনুর্ব্বাণ করে তুমি মৃগয়া কর্‌তে যাও। এ বীরনারী দর্শনের লোভ আমি পরিত্যাগ কর্‌তে পারিনি। এসে আমার নয়ন মন চরিতার্থ হয়েছে। এখন চল রাজকুমারি, তোমার বৃদ্ধ পিতার কাছে গিয়ে, তাঁর সমক্ষে তোমার পাণি প্রার্থনা করি।

অম্বা। যদি পিতা দানে অমত করেন?

শাল্ব। পাণিগ্রহণের সাহস না থাক্‌লে আমি এখানে আসিনি, কর দিয়ে তোমার কর স্পর্শ করিনি। কুলে, শীলে, শক্তিতে আমি কাশী-রাজের চেয়ে কোনমতে ন্যূন নই। আমি তোমার কর প্রার্থনা কর্‌লে তোমার পিতা কোনমতে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে সাহস কর্‌বেন না। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে এস।

অম্বা। আর যেতে হবে না, ওই পিতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আস্‌ছেন।

কাশীরাজের প্রবেশ

কা রা। অম্বা। (শাল্ব কর্ত্তৃক অম্বার হস্তত্যাগ)

অম্বা। মহারাজ!

কা রা। অতিথির সম্যক সম্বর্দ্ধনা করেছ?

অম্বা। যথাসাধ্য করেছি।

কা রা। যথাসাধ্য কেন অম্বা, বল সাধ্যের অতিরিক্ত ক'রেছ। অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে এলে অন্ন-পানাদিতে তুষ্ট কর্‌তে হয়। এই হ'চ্ছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি শাস্ত্রাদেশের পারে চ'লে গিয়েছ। অতিথিকে পাণিদান ক'রেছ।

শাল্ব। মহারাজ! তাতে আপনার কন্যার কোনও অপরাধ নেই অপরাধ এই হতভাগ্য অতিথির।

কা রা। যারই অপরাধ হ'ক, আমি বৃদ্ধ কিন্তু বিপন্ন।

শাল্ব। আপনার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি।

কা রা। আমিও আপনার অন্তরের কথা বুঝেছি। আপনি এখনি আমাকে ব'লবেন, আমি শাল্বরাজ—আমি যখন আপনার কন্যার হাতে হাত দিয়েছি, তখন আপনার বিপন্ন হবার কোনও কারণ নেই।

শাল্ব। আপনি কি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ করেন?

কা রা। একথা ব'ললে আপনিও কি আমার কথায় শ্রদ্ধা করবেন?

শাল্ব। না, তা কর'ব না। বরং একথা যে দণ্ডে আপনার মুখ থেকে বেরুবে, সেই দণ্ডেই আমি আপনাকে মতিহীন বাতুল ব'লে অশ্রদ্ধা ক'রব এবং আপনার রাজ্যের সমস্ত রথীকে সমরে আহ্বান ক'রে, আমি সবার সমক্ষে বলপূর্ব্বক অম্বাকে নিয়ে নিজরাজ্যে রাজ্যেশ্বরীর আসনে স্থান দেব।

কা রা। এতই যদি তোমার বলের অহঙ্কার শাল্বরাজ, তাহ'লে আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে আমার কন্যার কর ধারণ করলে কেন?

শাল্ব। জানি, কাশীরাজ এমন হীনবুদ্ধি ন'ন যে, আমি তাঁর কন্যার কর প্রার্থনা ক'রলে, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রবেন। শাল্বরাজকে কন্যাদান ক'রলে কাশীরাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হবে। এই বিশ্বাসে আমি অম্বার কর গ্রহণ ক'রেছি।

কা রা। অম্বা!

অম্বা। মহারাজ!

কা রা। তুমি আমার অনূঢ়া যুবতী কন্যা। তথাপি তোমাকে এই যুবক ছদ্মবেশী অতিথির সেবার ভার কেন দিয়েছিলুম তা জান?

অম্বা। এই মাত্র জানতুম, আপনি অশক্ত ব'লে আমাকে অতিথি সেবার অধিকার প্রদান ক'রেছেন। এ ছাড়া যদি আপনার অন্য কোনও অভিপ্রায় থাকে, তা আমি জানি না।

কা রা। তা জান না?

অম্বা। এই যে ব'ল্লুম পিতা।

কা রা। ভাল, তা না জান, কিন্তু এটা ত জান, তোমার অপর দুই ভগিনী অন্তঃপুরচারিণী, কিন্তু তুমি পুত্রের ন্যায় জনসংঘের মধ্যে বিচরণ ক'রবার অধিকার পেয়েছ।

অম্বা। তা জানি, কিন্তু কেন, তা জানি না।

কা রা। যদি না জান, তবে শোন। আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুপ্ত প্রণয়ীও একথা শুনুন। আমি পুত্রহীন ব'লে, সস্ত্রীক বিশ্বনাথের আরাধনা ক'রেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথ আমাকে পুত্র না দিয়ে তিন কন্যা দান করেন। আমার রাজ্যরক্ষার জন্য আমি তোমাকে পুত্রভাবে পালন ক'রে এসেছি, পুত্রোচিত শিক্ষা দিয়েছি। তাই তোমার চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য আমি তোমার উপর এই অতিথি সৎকারের ভার দিয়েছিলুম।

অম্বা। বড়ই ভুল ক'রেছিলেন মহারাজ! মহেশ্বর যখন আপনাকে পুত্র দেন নি, তখনই আপনার বোঝা উচিত ছিল, আপনার কন্যা পুরুষ-হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রতে পারে না। আপনার বোঝা উচিত ছিল, যতই আমাকে আপনি পুরুষের ন্যায় প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন না, তথাপি আমি নারী। পুরুষশ্রেষ্ঠ এই নরপতির প্রেমাভাষ প্রাপ্ত হ'য়ে আমার নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে।

কা রা। তা বেশ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে নিরাশ হ'য়ে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অভাব অনুভব ক'রে, আমারও প্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে—অর্থাৎ কণ্ঠায় এসেছে!

শাল্ব। সে এদিকেও এসেছে, ওদিকেও এসেছে। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ, এখন কন্যার এই কর-প্রার্থীর উপর আশীর্ব্বাদ করুন।

কা রা। করপ্রার্থী নও শাল্বরাজ, তুমি করগ্রাহী। এ সাহস তোমার কেন হ'য়েছে বল্‌বো? তুমি জান, আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তোমাকে কন্যা-দানের অনিচ্ছা থা'কলেও বাধা দিতে পারব না।

শাল্ব। বাধা দিবার কি ইচ্ছা আছে

কা রা। মনে মনে আছে বই কি।

শাল্ব। বেশ, তা হ'লে আপনার দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই রাজা। আমি আপনার কন্যাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এখানে রেখে যাচ্ছি! যদি আমাকে কন্যাদান অনভিপ্রেত হয়, তা হ'লে ইতিমধ্যে যে কোন রথীকে এনে আপনি বাধা দেবার চেষ্টা করুন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।

কা রা। আপনিও শুনুন শাল্বরাজ! আমি আমার এই কন্যাকে পুত্রিকা ক'রে রাখব ব'লে অভিলাষ করেছিলুম। অর্থাৎ আমি এই কন্যাকে এই মর্ম্মে দান ক'রব মনে করেছিলুম যে, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হবে সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। সে পুত্রের উপর আমার জামাতার কোনও অধিকার থা'কবে না। আপনি এই মর্ম্মে এই কন্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন কি শাল্বরাজ?

শাল্ব। অস্ত্র খঙ্গ কাপুরুষ ভিন্ন অন্যে কেহই এরূপ মর্ম্মে আপনার কন্যা গ্রহণ ক'রবে না।

অম্বা। আত্মহত্যা ক'রব, সেও ভাল, তথাপি আমিও এরূপ ঘৃণিত মর্ম্মে আত্মদান ক'রব না।

কা রা। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমার অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অপর দু'টি কন্যা আছে। যদি বিবাহ দিই, তা হ'লে তিনটি কন্যারই এক সঙ্গে বিবাহ দেব। আমি অগ্রেই হস্তিনাপুরের রাজা ভীষ্মের কাছে এই মর্ম্মে দূত পাঠিয়েছি। এখন ভীষ্ম যদি অম্বার পাণিগ্রহণেই ইচ্ছা করেন, তা হ'লে কি হবে শাল্বরাজ?

শাল্ব। ভীষ্ম! সে কে? ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজা, এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে? ভীষ্ম? সেটা ত কাপুরুষ, নপুংসক। কাপুরুষ বলে সে ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ ক'রেছে। ক্লীব ব'লে সে বিবাহ ক'রবে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। পুরুষ হ'লে কখন কি

এরূপ প্রতিজ্ঞা করে? শান্তনুর মৃত্যুর পরেও তাঁর রাজ্যগ্রহণ ক'র্‌তে সাহস করেনি। হস্তিনাপুরের প্রকৃত রাজা এখন বিচিত্রবীর্য্য—ভীষ্ম তার আশ্রিত ভৃত্য। (হাস্য) রাজা, বয়সের সঙ্গে কি আপনার এতই বুদ্ধি লোপ পেয়েছে যে, আপনি বেছে বেছে একটা ক্লীবকে জামাতৃপদে বরণ ক'র্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন?

অম্বা। পিতা! করুণা ক'রে এই মহাত্মার হাতে আমাকে অর্পণ করুন।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! ভীষ্মের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রেছি। তাই শুনে তিনি বলেছেন যে, আপনি যদি কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লেই তিনি আসতে পারেন। নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি আপনার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন না।

কা রা। শাল্বরাজ! বিধাতা আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি একেবারে তিন কন্যাকেই বীর্য্যশুল্কা ক'রে স্বয়ংবরা ক'র্‌ব!

অম্বা। রাজা! আমি জানি আপনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। সুতরাং আমিও বীর্য্যশুল্কা হবার গৌরবলোভ ত্যাগ করতে পা'র্‌ছি না।

শাল্ব। এ ত আনন্দেরই কথা অম্বা! তবে এ বীরত্বের পরীক্ষায় তোমরা দুটি ভগিনী তোমার সপত্নীরূপে পরিণীতা হবে। তা'হলে আসি মহারাজ! আমি আর এক মুহূর্ত্তে অগণ্য রাজন্যপূর্ণ কাশীরাজের সভায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হব।

অম্বা। মহারাজ! আমি সে শুভদিনের অপেক্ষায় রইলুম, যে দিন প্রভাকর-পত্নী ছায়ার ন্যায় আমি রাজসভা থেকে বরেণ্য প্রভুর অনুগামিনী হব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

দ্যুতির গীত

আমারে কাঁদায়ে চলে গেছে—চলে গেছে সে।
(ওগো) আমারি করম দোষে ;
সে পথে চলিতে মানা,
সঙ্গে যাওয়া হ'লো না,
সাথে গেছে চোখের ধারা দূর প্রবাসে।
তটিনী-রূপ ধ'রে কাঁদিছে অবিরাম—
এস হে ফিরে এস স্বদেশে গুণধাম !
তোমারি পদছবি আকুল বুকে ধরি
উদাস হয়ে ফিরি আপন দেশে,
যেথা তোমারি সে আছে বসে পথেরি পাশে।

ভীষ্ম। থাকে থাকে জাগে স্বপ্নকথা !
সংসারের কোলাহল করি অতিক্রম
অতি মৃদু মঙ্গল-ঝঙ্কার, থাকে থাকে ধীরে
আঘাত করে সে এই দেহ পুরদ্বারে।
বলে "আমি সঙ্গে যাব ক'রেছিনু পণ,
অভিলাষে সঙ্গে সঙ্গে করি আগমন।
কিন্তু তব প্রতিজ্ঞা দারুণ
বেড়াজালে ঘিরে তোমা করিছে ভ্রমণ ;
অতিক্রমি', পাদপদ্ম পরশিতে নারি।
হে প্রভু ! হে হৃদয়-ঈশ্বর !
দূর হ'তে দেখি আমি,
দূর হ'তে করি নমস্কার।

দূর হ'তে চক্ষুজল নিত্য স্রোতরূপে
অলক্ষ্যে তোমার পদে ঢালি উপহার।
তুলে লও একবিন্দু, ধর হে হৃদয়ে
আকুল হিয়ার দান—
ক'র নাকো তার অপমান। শুন নাথ!
কল্পারম্ভ হ'তে আমি আশ্রিত তোমার।"
কেবা বলে, কেন বলে?
আমি ব্রহ্মচারী—
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
ক্ষণমাত্র যেই লই নিদ্রার আশ্রয়—
মুহূর্ত্তে ধরণী ছেড়ে যেই আমি চলি স্বপ্ন-দেশে,
অমনি সে করুণা সংগীতে
ছেয়ে যায় সমস্ত গগন।
স্বপ্ন-জগতের সেই সুধাময়ী ধারা
মুহূর্ত্তে অন্তরে মোর
কোন দূরান্তরে লয়ে যায় ভাসাইয়া!
কেন যায়? কেবা যায় লয়ে?
স্বপ্নরাজ্যে কেবা তুমি এত শক্তিধরা—
হিমালয় সদৃশ এ অটল হৃদয়
নিমেষে টলায়ে দাও তুমি?
হে মনোজ্ঞ সঙ্গীতরূপিণী! শুন মম বাণী—
আমি আকুমার ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
সত্য মোর একান্ত আশ্রয়
সত্য বলে জগতে নির্ভয় আমি।
শুন দেবী—যেথা থাক, করহ শ্রবণ, মম পণ—

আজি হ'তে যতদিন রব ধরাতলে
আঁখি হ'তে নির্ব্বাসিত করিনু স্বপনে।
সমাধির জ্ঞান মাত্র আজি হ'তে
আশ্রয় আমার।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। এ কি প্রতিজ্ঞা ক'রলে পুত্র!

ভীষ্ম। কে ও—মা? তুমি? এ কি আমি সত্যই তোমাকে দেখছি—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি?

গঙ্গা। না পুত্র, আর ত তুমি স্বপ্ন দেখবে না। সত্যই তুমি আমাকে দেখছ।

ভীষ্ম। মা! নবপরিচিত পিতৃদেব সমক্ষে স্বহস্তে আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ক'রেছি। তোমাকে দীপ্তচক্ষে আমি বিসর্জ্জন হ'তে দেখেছি। তুমি কেমন ক'রে আবার এলে মা?

গঙ্গা। তোমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাকে এখানে এনেছে। এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি স্বপ্নকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রলে। আর নিদ্রা তোমার চোখের পলক স্পর্শ ক'রতে পা'রবে না। চিরবিনিদ্র যোগিরাজ! তোমার স্বপ্নকে আশ্রয় ক'রে, স্বপ্নরাজ্যের কত অধিবাসী জীবন ধারণ ক'রে আছে, তা'তো তুমি জান না। আমিও তাদের মধ্যে এক জন। বিষ্ণুচরণে উদ্ভূত হ'য়ে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস ক'রে, ধূর্জ্জটীর জটায় নৃত্য ক'রেও আমি সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ ক'রতে পারিনি। তাই, স্বপ্নাদিষ্ট তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে মাঝে মাঝে আমি চিত্তের তৃপ্তি সাধন ক'রতুম। আজ তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে দেখি, তুমি চিরজাগরণ-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তাই আমাকেও বাধ্য হ'য়ে এই জাগ্রতের রাজ্যে আসতে হ'য়েছে।

ভীষ্ম। মা! যদি জানেন, তাহ'লে অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমার

স্বপ্নাবস্থায় ক্ষীণ করুণকণ্ঠে কে রমণী নিত্য আমার কাছে এসে ক্রন্দন করে!

গঙ্গা। জানি, কিন্তু ব'লব না। আর তুমিও কখনও তা জানবার অভিলাষ ক'র না। ইচ্ছামৃত্যু যোগিবর, তা জানলে, যে জন্য তোমার কাছে এসেছি, সে কার্য্য সিদ্ধি হবে না। তোমার মানবজীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র তোমার মৃত্যু ইচ্ছা হ'বে।

ভীষ্ম। বেশ মা, আর জিজ্ঞাসা ক'রব না। এখন, কি জন্য অধম পুত্রের কাছে এসেছেন বলুন?

গঙ্গা। তুমি আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা ক'রেছ। তোমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের সঙ্গে দ্বৈরথ-যুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়সেই প্রাণ দিয়েছে। এইজন্য তোমার পিতৃপুরুষ পিণ্ডলোপ ভয়ে আবার ব্যাকুল হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। তাই বিচিত্রবীর্য্য ত বর্ত্তমান। একটু প্রাপ্তবয়স্ক হ'লেই আমি তার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

গঙ্গা। তা ক'রতে পার। কিন্তু যে সুযোগে তুমি তোমার ভ্রাতার বিবাহ দেবে, সে শুভ সুযোগ যদি তার জীবদ্দশায় আর উপস্থিত না হয়? তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, কন্যা বীর্য্যশুল্কা না হ'লে তাকে পৌরবগৃহে আনবে না।

ভীষ্ম। না মা, তা আনব না। এতে যদি বংশলোপে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ হয়, তার আর প্রতিকার নেই।

গঙ্গা। কিন্তু সেই শুভ সুযোগ এসেছে। আমি সেই সংবাদই তোমাকে দিতে এসেছি। তুমি জান, কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য তোমার কাছে ভাট পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্ম। জানি।

গঙ্গা। তাঁরই তিন কন্যা স্বয়ংবরা।

ভীষ্ম। কই, তাতো আমি জানি না!

গঙ্গা। কোন শক্তিমান নরপতি নিজে সেই কন্যাত্রয়কে গ্রহণ ক'রবার

অভিলাষে কৌশলে তোমার কাছ থেকে এ সংবাদ গোপন ক'রেছেন। আজ এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি কাশীরাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা না কর, তাহ'লে কোনও মতে সময়ে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হ'তে পারবে না।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা জননী, এই মুহূর্ত্তেই আমি কাশীরাজ্য অভিমুখে যাত্রা ক'রব।

ত্যজ নিদ্রা, জাগো যোদ্ধগণ!
ঘন-অন্ধকার-ভেদি রণ নিমন্ত্রণ।
অট্টহাসি হাসে ওই সমররঙ্গিণী।
বাজাও দামামা ভেরী,
শঙ্খরবে পূরাও গগন।
মুহূর্ত্ত ভিতরে রণসজ্জা প'রে
পুরদ্বারে সমবেত হও সব রথী।
পলের বিলম্বে কার্য্য নষ্ট হয়ে যাবে।
নমি আমি চরণে জননি
আশীষ করহ মোরে দান। আমি ভাগ্যবান—
এখনো মা স্নেহবশে অধম সন্তানে
রেখেছ অমৃতপূর্ণ ছায়া আবরণে।

গঙ্গা। যে চিরমঙ্গলময়, মোরে
ইন্দ্রতুল্য সন্তানের করেছেন মাতা,
সেই সিদ্ধিদাতা ভগবান্
করুন তোমার পুত্র মঙ্গল বিধান।

গঙ্গার প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা

শাম্ব, রাজগণ ও কাশীরাজ

কা রা। সমাগত রাজন্যবর্গ, আমি আপনাদের কাছে যা নিবেদন ক'রছি, তা আপনারা অবহিত হ'য়ে শ্রবণ করুন। ভগবান শঙ্করের বরে আমি বৃদ্ধ বয়সে তিন কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। কিন্তু লাভ করবার পর থেকেই আমি চিন্তাভারে আক্রান্ত। আমি একে বৃদ্ধ, তার উপর রোগে একান্ত অশক্ত। তিনটি কন্যাকে উপযুক্ত বরে সমর্পণ না ক'রতে পা'রলে আমার যে কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ ত্রুটি হবে, এই ভেবে আমি রোগশয্যায় প'ড়ে ব্যাকুল হ'য়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে স্থির ক'রেছিলুম, যেই আমি রোগমুক্ত হব, অমনি যোগ্য কুল থেকে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে, কন্যাগুলিকে সম্প্রদান ক'রব। এই ভেবে, আমার যোগ্যকুল মনে ক'রে, হস্তিনারাজের কাছে আমি প্রথমেই দূত প্রেরণ করি। হস্তিনাপতি ভীষ্ম—

শাম্ব। ভুল—ভুল—মহারাজ আপনি ভুল বলছেন—ভীষ্ম হস্তিনাপতি নয়।

সকলে। না, না—ভুল—ভুল—আপনার বিরাট ভুল।

শাম্ব। হস্তিনাপতি—বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম তার একজন ভৃত্যমাত্র।

১ম রা। সামান্য ভৃত্য—মন্ত্রীও নয়, সেনাপতিও নয়, অমাত্যও নয়—সামান্য ভৃত্য।

সকলে। মাইনে পায় না।

কা রা। যাক, অত সংবাদ রাখবার আমার অবসর হয়নি। ভীষ্ম দূতমুখে আমার প্রস্তাব শুনে ব'লেছিলেন, আমি যদি কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা করি, তবেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে পারেন, নতুবা ভিক্ষাস্বরূপে তিনি কন্যা গ্রহণের ইচ্ছা করেন না।

সকলে। ভণ্ড—ভণ্ড—প্রচণ্ড ভণ্ড—সে জানে কেউ তাকে নিমন্ত্রণ ক'রবে না।

কা রা। তা তিনি যাই হ'ন, তাঁর কথা মত তাঁর বীরত্বে বিশ্বাস ক'রে, আমি কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা ক'রেছি এবং যিনি যিনি আমার কুলের উপযুক্ত বংশগৌরবে গরীয়ান্, সেই সেই নৃপতিকে নিমন্ত্রণ ক'রেছি। কিন্তু যার কথায় একার্য্য ক'রেছি, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আজিকার সভায় উপস্থিত।

শাল্ব। যাদের বুকে বল আছে, যারা যথার্থই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান রাখে, তারা আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে নি। যে বীরপুরুষ পিতৃকর্ত্তৃক রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, পিতার মৃত্যুর পরেও রাজ্যগ্রহণ ক'রতে সাহসী না হ'য়ে যে, সিংহাসনে একটা বালককে বসিয়ে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে যে এই স্বয়ংবর সভায়—এ বীরমণ্ডলীর মাঝে—কখনও উপস্থিত হবে না, এ আপনার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।

কা রা। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনারা সকলে একবাক্যে বলুন। আপনারা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে আমার কন্যাগুলিকে যে ভাবে সম্প্রদান ক'রতে বলেন, আমি সেই ভাবেই সম্প্রদান ক'রতে প্রস্তুত আছি।

১ম রা। তাহ'লে কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন। তাদের না দেখ্‌লে আমরা মীমাংসা ক'রতে পা'রব না।

শাল্ব। তাদেরও অভিপ্রায় জানা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। কাশীরাজ! রাজগণের অভিপ্রায় মত অগ্রে আপনার কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন।

সকলে। সর্ব্ববাদি-সম্মত। কন্যা আনয়ন—কন্যা আনয়ন করুন।

কা রা। বেত্রধারিণি! কন্যাগণকে সভামধ্যে আনয়ন কর।

সখীগণপরিবৃতা অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকার প্রবেশ

শাল্ব। (স্বগত) বা! বা! এ তিন কন্যাই যে অপূর্ব্ব সুন্দরী! এর একটিরও লোভ আমি সংবরণ ক'রতে পারছি না। ভীষ্ম কি, তার শক্তি কিরূপ—আমি জানি না। সেইজন্য তার পত্র আমি চুরি করেছি।

কিন্তু এই কটা রাজাকেই আমি ফুৎকারে দিগন্তে উড়িয়ে দিতে পারি। আমি এ সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পারব না। আমি এ মেষগুলোকে সমরে পরাস্ত ক'রে তিন কন্যাই গ্রহণ ক'রব।

কা রা। কি ক'রব, এইবারে আপনারা অনুমতি করুণ।

১ম রা। স্বয়ংবর—স্বয়ংবর—তিনকন্যার প্রত্যেককে স্ব স্ব মনোমত পতি নির্ব্বাচনে আদেশ করুন।

২য় রা। না, না মহারাজ, কুলশীল—কুলশীল। যে কুলশীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে, তাকেই কন্যাদান করুন।

৩য় রা। না মহারাজ, বিজ্ঞতা—বিজ্ঞতা। বয়সে অথবা জ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে দান করুন। আপনার কন্যাগুলি সুখে থাকবে।

অবশিষ্ট সকলে—শিক্ষা—শিক্ষা—ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল

শান্ত। স্থির হও কাপুরুষগণ। তোমাদের পুরুষত্বের মর্ম্ম তোমাদের উত্তরেই প্রতিপন্ন হয়েছে। শুনুন কাশীরাজ, আপনি যে মর্ম্মে কন্যাদান ক'রবার জন্য আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, আমি তা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আপনার কন্যাকে গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করি না। আমি একমাত্র শক্তির সাহায্যে আপনার কন্যাগণকে গ্রহণ ক'রব।

অম্বা। শুনেছ রাজন্যগণ!

ক্ষত্রিয় রমণী ব'লে যেই নারী করে অভিমান,
স্বামীর বীরত্ব গর্ব্ব একমাত্র অলঙ্কার তার।
বীরত্ব স্বামীর রূপ, বীরত্ব যৌবন,
বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের গরিমা।
বীরত্ব-বিহীন যেবা—
সে অভাগ্য, মদনের মূর্ত্তি যদি ধরে,
সে অপূর্ব্ব দেবরূপ
বীরাঙ্গনা চক্ষে ধরে মর্কটের শোভা।
শুন সবে মম আবেদন,

সমরে বিজয়ী হ'য়ে যেবা মোরে করিবে গ্রহণ
আমি তাঁর নারী। তাঁহার চরণ স্মরি
আগে হ'তে তাঁর পদে করি আমি নতি।

শাল্ব। ধন্য তুমি নরেন্দ্র-নন্দিনী! বীর্য্যশুল্কে—
আমি তব পাণি লাভে করি আবেদন।
সমরে-আহ্বান করি'
কেবা কোথা আছে শক্তিধারী!
সাধ্য থাকে, দাও এসে বাধা।
আমি কাশীরাজ-কন্যালাভে
করিলাম বাহুর প্রসার।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। যদ্যপি মৃত্যুর ভয় না থাকে তোমার
কর রাজা বাহুর প্রসার।
নহে, এই দণ্ডে ক্ষুদ্র বাহু কর আকুঞ্চন।
বিস্ময়ে চেও না মুখপানে।
ক্ষত্রবীর প্রতিদ্বন্দ্বী সনে
অস্ত্রে অস্ত্রে কর পরিচয়। ধর অস্ত্র মহাশয়,
এখনি হউক স্থির রাজন্য-সম্মুখে
রমণীর অঙ্গস্পর্শে যোগ্য-বীর কেবা।

সকলে। ঠিক হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে
—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে ধরেছে!

অম্বা। একি এ বিচিত্র বিধি-লীলা!
দেবকান্তি তীব্রজ্যোতিষ্মান্,
কোথা হ'তে—কে ইনি মহান্?
পীনবক্ষ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীর,
গজেন্দ্র-বিক্রম, সিংহগতি—

রূপ-সিন্ধু-শিরে উচ্চ তরঙ্গের মত,
যুবতী হৃদয়তটে করিতে আঘাত
কোথা হ'তে কে এল এ পুরুষ-প্রধান
কোথা শাল্ব—কোথা মোর পণ?
কোথা তুমি মকর-কেতন?
শরক্ষেপ কোথা তীব্র তব?
দেখ চেয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা আমি নারী।
বুঝিতে না পারি, কোথা মোর ধাম,
কিবা—কিবা—কি হবে আমার পরিণাম।

ভীষ্ম। এ কি রাজা, স্থাণু মত কি হেতু নিথর?
কর্ত্তব্য করহে স্থির।
শুনে বীর্য্যপণ—বিনা নিমন্ত্রণ,
আসিয়াছি কন্যা আমি করিতে গ্রহণ।
থাকে সাধ্য বাধা দাও মোরে।
নহে, হেঁটমুণ্ডে যুবতীরে করিয়া প্রণতি,
দ্রুতগতি সভাস্থল কর পরিহার।

শাল্ব। বাতুল করিয়া জ্ঞান,
উত্তরে বুঝিয়া অপমান, রে অভাগ্য,
নীরবে দেখিতেছিনু মত্ততা তোমার।
দেখিলাম, মৃত্যুপিপাসায়,—পতঙ্গের প্রায়
কোথা হ'তে এলি তুই অনলের মুখে।
আর মূর্খ মতিহীন, এ দম্ভ অসহ্য মোর—
এখনি মিটাই তোর মৃত্যুর পিপাসা।

যুদ্ধ, শাল্বের পরাজয় ও পলায়ন

অম্বা। এ কি হ'ল!
মুহূর্ত্তে সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল!

ভীষ্ম। শুন কাশীরাজ, আমি ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন
বীর্য্যপণে তব কন্যা করিনু গ্রহণ!
শুন সর্ব্ব সভাস্থ নৃপতি,
বাধা দিতে যদি থাকে মতি,
সমরে আহ্বান করি সবে
একক, দ্বৈরথ রণে,
অথবা সম্মিলিত শক্তি একত্রীকরণে—
যে উপায়ে, যে কৌশলে,
বাধা দিতে থাকে অভিলাষ,
এস এস সবারে করিনু নিমন্ত্রণ।

অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রস্থান

১ম রাজা। একসঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি? এস ভাই সকলে মিলে আমরা ভীষ্মকে আক্রমণ করি।

সকলে। একসঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি—মার্—মার্—মার্।

রাজগণের প্রস্থান

(নেপথ্যে) পালা—পালা—আর যুদ্ধে কাজ নেই, পালা।

কাশী। ধন্য আমি, বীরশ্রেষ্ঠ জামাতা আমার।
কই শাল্ব—কোথা শাল্ব—
কোথা তুমি—কোথা মহাবীর?
যুদ্ধ দেখে বীরবর্গ,
সঙ্গোপনে প্রেমের আলাপ—
কোথা শাল্ব, কোথা হে রাজন্?
হর কন্যা—সে যে ওই হস্তিনার পথে!
কই শাল্ব? ওই শাল্ব! ভীষ্মের সুতীব্র স্বরে
লম্ফে লম্ফে পলায়নে বাল্যলীলা করে।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ

সত্য। পুরদ্বারে দাও পূর্ণ ঘট,
সমস্ত তোরণ আজি সাজাও পল্লবে।
আসে ক্লান্ত রণজয়ী, এস পুরনারী;
সারি সারি, পথ-পার্শ্বে রহ দাঁড়াইয়া;
আনন্দে বাজাও শঙ্খ, কর জয়-গান,
গৃহে গৃহে উল্লাসের তুল প্রতিধ্বনি

বিচিত্র। কোথা আর্য্য গিয়াছিল মাতা?

সত্য। তোমার গৌরবলক্ষ্মী আনিতে সন্তান।
ধরামাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ তুমি!
শৈশবে পেয়েছ রাজ্য,
সতত দেবতা রক্ষী তার।
তবে, আজ গৌরব তোমার আসে ভারে ভার।
নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যজি শুন হে বালক,
আজি, বিনা যুদ্ধে সার্ব্বভৌম বিশ্বজয়ী তুমি।

বিচিত্র। কেমনে মা, বুঝিতে না পারি!
বিনা যুদ্ধে বিশ্বজয়? বড়ই বিস্ময়।
সঙ্গে সঙ্গে ভয় হৃদে জাগে,
এও কি কখন হয়? এ বুঝি স্বপ্নের খেলা।
বল মা, এ স্বপ্নকথা নয়।

সত্য। না পুত্র, এ স্বপ্নকথা নয়।
দুকে চক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি আমি।

সে দৃশ্য স্বপন মনে ক'রে
কত দিন উঠেছি শিহরি ;
মনে করি দেখি যাহা, সে বুঝি তা নয়।
ত্রিভুবনে কে শুনেছে কবে—
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য নিজ অধিকার
অবহেলে করি পরিহার,
বিশ্ব-জয়-শক্তি লয়ে
কে ক'বে রে বালকের ভৃত্যরূপে ফিরে ?
বিশ্ব-বিমোহন-রূপে
দেবদেহ করি আবরণ
ফলমূলাশনে করে জীবন ধারণ ?
জগতে জননী সর্ব্বনারী, জ্ঞানে ঋষি,
আচরণে বাল-ব্রহ্মচারী !
সব সত্য—কিন্তু বুঝি এটা স্বপ্নকথা—
রে বালক ! আমি তার মাতা !
নররাজ সন্তান আমার !
ওই শুন, বাজিল দুন্দুভি।
এস বৎস, যাই আগুসারি,
গৃহে প্রবেশিছে মোর বিজয়ী সন্তান।

মঙ্গলঘট ও শঙ্খ লইয়া পুরবাসিনীগণের প্রবেশ
অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রবেশ

গীত

সার্থক বসুধাধিপ হে জাহ্নবী-জীবন
হে কৌরব-কুল-গৌরব শত্রুদল-শাসন।
তোমার তুলনা তুমি হে।
তোমার চরণ বন্দিয়া শরণ লভে ভারতভূমি হে।

নিজ দর্পণে তোমারই দৃপ্ত
ধরেছে নয়নে বিশাল বিশ্ব ;
তুমি রাজা তার—তুমিই তোমার,
তব হিয়া তব আসন।

ভীষ্ম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে কাশীরাজ গৃহে স্বয়ংবর-সভায় সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, রাজার এই তিনকন্যাকে জয়শ্রী-স্বরূপ বহন ক'রে এনেছি। মা, ভাই বিচিত্রবীর্য্যের বধূরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। (বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি) গ্রহণ কর রাজা, এরা তোমার ধর্ম্মপত্নী। আমি তোমার প্রজা—এই তিন রত্ন আমি তোমাকে উপহার প্রদান ক'র্‌ছি।

বিচিত্র। হাঁ মা, আমি গ্রহণ ক'র্‌ব ? দাদা ব'ল্‌ছেন উপহার—আবার ব'ল্‌ছেন প্রজা। দাদা এ কথা কেন ব'ল্‌ছেন মা ? আমি দাদাকে বই আর ত কাউকে জানি না। তুমি ব'লেছ, দাদা আমার গুরু—তবে প্রজা কেন ব'ল্‌ছেন মা ?

সত্য। তোমার জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারী—তুমি তার পরম প্রিয়—একমাত্র স্নেহের ধন--তাই তিনি তোমাকে আদর ক'র্‌তে নিজেকে প্রজা ব'ল্‌ছেন—আর এই আশীর্ব্বাদী তিনটি ফুলকে উপহার ব'লেছেন। জ্যেষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রে তাঁর আদেশ পালন কর। বৎস! এর পূর্ব্বেই তোমাকে ব'ল্‌ছিলুম, গুরুর আশীর্ব্বাদে বিনাযুদ্ধে তুমি আজ বিশ্বজয়ী। হ'লে

ভীষ্ম। সমস্ত পরাস্ত নৃপতি কর-স্বরূপ এই তিন কন্যা তোমার কাছে প্রেরণ ক'রেছেন! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্‌! আমি কেবলমাত্র তোমার বিজয়লক্ষ্মীর বাহক।

হন্দ্র ও অমাত্যগণের প্রবেশ

সকলে। জয়, ভীষ্মের জয়— জয় হস্তিনাপতির জয়।

ভীষ্ম। মন্ত্রিবর! সত্বর রাজার বিবাহের আয়োজন করুন! সমস্ত রাজ্যমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করুন। দেশে দেশে রাজাদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।

সুনন্দ। যথা আজ্ঞা। অমাত্যবর্গ! আপনারা সব এখন থেকেই প্রস্তুত হন। আমি এখনি আপনাদের মধ্যে যার যে কার্য্য, নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

অম্বা। (স্বগত) এ কি প্রতারণা! এ কি এ লাঞ্ছনা!
এই ক্ষুদ্র শিশু,—
যারে দেখে স্নেহ হৃদে জাগে,
তার ক্ষুদ্র কর ধ'রে
আমারে করিতে হ'বে প্রেম আলাপন?
ছি ছি—ঘৃণা! স্মরণে লজ্জায় মরি;
অপ্রেমিক ব্রহ্মচারী—
নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়া গোপন
প্রতারণা ক'রে, আমারে হরিল স্বয়ংবরে!
এ কি স্বপ্ন ও দিগন্তে শঙ্কর?

সত্য। এস মা! আমার সঙ্গে এস—পুরনারীরা তোমাদিগকে বরণ ক'রে ঘরে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছেন। এ কি মা! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অম্বা। আয় বজ্র—কোথা বজ্র?
চূর্ণ কর্ মস্তক আমার পৃথিবীর অভ্যন্তরে
কোথা আছ হে অনল বিশ্বদগ্ধকারী?
একবার শিখা তুল নরণীর শিরে;
জ্ঞান-গর্ব্ব, অহঙ্কার, অস্তিত্ব আমার,—
সমস্ত পুড়াও চিরতরে। বিলোপ করুক দেব
দীপ্ত বক্ষে এ প্রচণ্ড অপমান জ্বালা।

সত্য। এ কি মা! তুমি কাঁদ্‌ছ? ভীষ্ম! এ বালিকা রোদন ক'রছে কেন? জিজ্ঞাসা কর।

ভীষ্ম। কেন বালা, তুমি রোদন ক'রছ?

অকৃতব্রণের প্রবেশ

অম্বা। হে ভীষ্ম! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ ক'রে তার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ ক'রেছি। তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ ক'রেছেন। আমি আর অন্য পুরুষকে প্রার্থনা করি না। আপনি বুদ্ধিবলে সম্যক্ অবধারণ ক'রে যা কর্ত্তব্য, তার অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। বেশ! এ কথা শাল্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বলনি কেন? যখন রাজাদের সমরে আহ্বান ক'রে তোমাকে রথে তুলি, তখনই বা তুমি নীরব রইলে?

অকৃত। সে কি বিজ্ঞপ্রধান গাঙ্গেয়! বালিকাকে এ প্রশ্ন ক'রতে তোমার অধিকার নেই। বালিকা যা প্রার্থনা ক'রছে, শুধু তুমি সেই সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ—আমি বিপন্ন। আপনি, মাতা ও মন্ত্রী,—আপনারা বিচার ক'রে আমার হ'য়ে উত্তর দিন।

অম্বা। শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা ক'রছেন। অতএব আমাকে তাঁর সন্নিধানে গমন ক'রতে অনুমতি করুন। এইমাত্র শুনলুম—আপনি ব্রহ্মচারী। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

অকৃত। হে গাঙ্গেয়! আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী। অতএব আর কাল বিলম্ব না ক'রে এ বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সুনন্দ। বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সত্য। ভীষ্ম! তুমি এই সাধুদের বাক্য রক্ষা কর। বালিকাকে পরিত্যাগ ক'রে সকলের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ভীষ্ম। প্রভু! আপনিই তবে এই বালিকার রক্ষী হ'য়ে শাল্বরাজের হস্তে একে প্রত্যর্পণ করুন।

সত্য। এস মা! পৌরবকুলবধূ—আমি তোমাদের দু'জনকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ

শাল্ব ও বৃক

বৃক। ওর জন্য চিন্তা ক'রো না। রাজধানীতে চল, আমি নিজে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে তোমার জন্য দু'শো রাজকুমারী রাজধানীতে এনে উপস্থিত করছি!

শাল্ব। না, চিন্তা কিসের? চিন্তা ক'র্‌ব কেন? যুদ্ধ ক'র্‌তে আমার তেমন অভিরুচিই হ'ল না।

বৃক। কেন হবে! এ কি সমানে সমানে যুদ্ধ যে, একেবারে বাহবাস্ফোটন ক'রে লড়াই লাগিয়ে দিলুম? তার পর কচাৎ ক'রে মাথাটি না কেটে, হাতটিতে বেশ ক'রে না রক্ত মাখিয়ে, সেই হাতে প্রাণেশ্বরীর কেশাকর্ষণ না ক'রে একেবারে ঘরে এনে মন্ত্রপড়া সুরু করে দিলুম? এ একটা রাজার অন্নদাস—ক্লীব—কোথা থেকে কি একটা বুজরুকি শিখে এসেছে! হুট ক'রে কোথা থেকে চোরের মত এল, আর ছুঁড়ীটাকে চোখের সুমুখ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। খাপের অস্ত্র খাপে রইল, আর মনের দুঃখ মনে রইল—বাকি রইল যে প্রাণ, সেইটিই কেবল ফাঁকতালে বেঁচে গেল।

শাল্ব। যখন শুনলুম—ভীষ্ম রাজা নয়—সত্যি ব'ল্‌ছি ভাই, তখন আমার হাত আর কিছুতেই উঠলো না!

বৃক। এতক্ষণ ভীষ্ম নিশ্চয়ই হস্তিনায় পৌঁছেছে—আর, আমাদের পথে যেতে, তার মুখ দেখতে হবে না। দুর্গা—দুর্গা—যার নাম শুনলে যাত্রাভঙ্গ, তার সঙ্গে লড়াই? চ'লে এস—চ'লে এস। ও সখা! দেখ দেখি কি যেন, কি যেন, কে যেন—এই দিকে আস্‌ছে না?

শাল্ব। তাই ত হে! এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক সুন্দরী রমণী আস্‌ছে।

বক। মহারাজ! ভারী শুভ সুযোগ—ত্যাগ ক'রো না। হরণ কর।

শাল্ব। হরণ ক'রব কিরে মূর্খ! ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণী হয়?

বক। আঃ! ভ্যালা আপদ! ওদিকে ভীষ্ম; এদিকে ব্রাহ্মণ—তা' হ'লে তোমার আর বিয়ে হ'ল না মহারাজ! এ হরণেরই দিন এসেছে—ও বামুনও বোধ হয় ছুঁড়ীটাকে কোথা থেকে হরণ ক'রে আনছে।

শাল্ব। তাইত! একি? একি!—অম্বা?

বক। (স্বগত) এই অম্বা! ও বাবা—হঠাৎ এখানে অম্বা আসে কেন?

শাল্ব। ও সখা—সখা! এটা কি রকম হ'ল?

বক। মহারাজ! আর কেন? পিছনে ফিরে একটু ঘন ঘন পা চালিয়ে—অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাকে চোঁচা দৌড় বলে, তাই ক'রে এই বনের দিকে—বুঝেছ—আর লোকালয় বড় আমাদের সুবিধে হচ্চে না—বুঝেছ? যখন অম্বা আসছেন—তখন পশ্চাতে সিং নাড়তে নাড়তে হাম্বাও আসছেন—বুঝেছ?

(নেপথ্যে) অকৃত। শাল্বরাজ! যেয়ো না—মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর।

বক। মহারাজ! আমার প্রাতঃকালিক পীড়া হয়েছে! বুঝেছ—

প্রস্থান

অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ

অকৃত। কেমন মা? ইনিই ত শাল্বরাজ?

অম্বা। ইনিই শাল্বরাজ।

অকৃত। তা হলে আমি এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ ক'রতে পারি?

অম্বা। আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করবেন না?

অকৃত। না, আমি বিজয়ী পক্ষের লোক। আমাকে দেখলে তোমার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রাজার সঙ্কোচ হবে। এ অবস্থায় আমার থাকা ত নীতিসঙ্গত নয়।

অম্বা। তবে আসুন—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অকৃত। তোমার মঙ্গল হক।

প্রস্থান

অম্বা। মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন ক'রেছি।

শাল্ব। আমার উদ্দেশে কেন অম্বা? ভীষ্ম ত তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল?

অম্বা। নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনের কথা শুনে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।

শাল্ব। তা' ভালই ক'রেছেন। তা'—তুমি এখন কি করতে চাও? গৃহে ফি'রে যেতে চাও? বল, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

অম্বা। পথ দেখিয়ে দেবেন কি মহারাজ? আমি আপনাকে বরণ করতে এসেছি।

শাল্ব। তা' কেমন করে হবে? বার বার কি রমণীর বরণ হয় অম্বা? আমি তোমাকে কেমন করে গ্রহণ করব? তুমি অন্যপূর্ব্বা—এক রাজা ইতিপূর্ব্বে তোমার পাণিগ্রহণ ক'রেছেন। তুমি তারই কাছে পুনরায় গমন কর।

অম্বা। তিনি আমার পাণিগ্রহণ করেন নি। মহারাজ! ভীষ্ম ব্রহ্মচারী। পাছে তিনি কর গ্রহণ করেন, এই ভয়ে আমি তাঁর রথারোহণ ক'রেছিলাম।'

শাল্ব। বেশ ক'রেছ—এখন ঘরে যাও। শাল্বরাজ কি ভিক্ষুক, যে একজন অতি হীন পরান্নভোজীর আঘ্রাত ফুল কুড়িয়ে নাকের কাছে ধ'রবে?

অম্বা। দোহাই মহারাজ, এই ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগে আমাকে অপমানিত করবেন না।

শাল্ব। তুমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে অপমানিত করছ, রাজকুমারি! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার রাজধানী গমনে বাধা দিচ্ছ। নিষেধবাক্য

কাণে তুল্‌ছ না। তুমি যে সমস্ত কথা ব'ল্‌ছ, আমার তা' প্রতারণা ব'লে বোধ হচ্ছে।

অম্বা। আমি মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে আমি ধ্যান করি নাই। আমি আত্মাকে স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আমি অন্যপূর্ব্বা নই! শাল্বরাজ! আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা ক'র্‌ছি, আমাকে গ্রহণ করুন!

শাল্ব। যাও, যাও—অনঙ্গ-শর-পীড়িতা নির্লজ্জা ভিচারিণী! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ ক'রে অন্য পুরুষকে ভজনা কর।

অম্বা। এই বটে, এই মোর যোগ্য অভিধান!

সত্যই পাষণ্ড যদি দেখে ভিচারিণী,

তবে আর তারা কেন কুল-কলনার?

শাল্বের পথরোধকরণ

শাল্ব। কি নারী! রোধিলে কেন পথ?

এখনো কি মিষ্টবাক্য শুনিবার আছে প্রয়োজন?

অম্বা। শুনিব না, শুনাইব তোরে!

শাল্বরাজ আর তুই নহিস্ পূজিত!

ঘৃণিত তস্কর!

অশক্ত দুর্ব্বল যুবে কাশী-নরেশ্বরে

অতিথির আবরণে অঙ্গ ঢেকেছিলি।

এই কর-চুরি-অভিলাষে

পশেছিলি তাঁহার আবাসে।

অতিথি দেবতা-জ্ঞানে

পূজেছিনু বিনতি-বচনে।

অতিথিরে ভিক্ষা দিতে

করেছিনু কর প্রসারণ,—

মুখে তোর করি নাই চরণ-প্রহার।

এখনো নয়নে তোর কামালপ্সা তীব্রতের আগে।
কত অনুরাগে তুই—ঘৃণিত পৌরুষত্বহীন!
এই কুল-ললনার প্রেম যেচেছিলি।
ভীষ্ম-ভয়ে আজি ভীরু ত্যজিলি আমারে!
ধিক্ তোর বলবীর্য্যে, ধিক্ তোর মনে!
তোর রাজ্যে, তোর প্রেমে, তোর বংশে, তোর নামে,
দেখ্ শাল্ব, এই আমি করি পদাঘাত!

শাল্ব। তবে রে পাপিষ্ঠা কামাতুরা
কুলটা লালসাদৃপ্তা নারী—

অকৃতব্রণের প্রবেশ

অকৃত। সাবধান শক্তিহীন রাজা!
মদমত্ত নরাধম!
ললনার অঙ্গে কর-পরশের আগে
ভীষ্মের প্রচণ্ড তেজ করহ স্মরণ।

শাল্বের পলায়ন

অম্বা। মৃত্যু—মৃত্যু—কেন দ্বিজ বাঁচাতে আসিলে?
সমস্ত দেখেছ তুমি,
সমস্ত অপমান-কথা শুনিয়াছ তুমি।
দেখে শুনে কেন দ্বিজ,
অভাগীরে বাঁচাতে আসিলে?
ভিক্ষা দাও—হে তপস্বী করুণ-হৃদয়!
জীবন প্রচণ্ড বহ্নি—
দগ্ধ করে এ দেহের প্রতি পরমাণু।
মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—
হে ব্রাহ্মণ! মৃত্যু দাও মোরে।

অকৃত। মা জননী, মৃত্যু কেন দিব ?
জীবন জীবের বন্ধু—যোগ্য ব্যবহারে
ছিন্ন করে কর্ম্মের বন্ধন।
যেয়ো না, যেয়ো না ক্ষিপ্তা,
মরণে ক'র না আবাহন।
মৃত্যু তোরে শান্তি নাহি দিবে।

অম্বা। পায়ে ধরি, পথ রোধ ক'র না ব্রাহ্মণ।

অকৃত। বৃথা অনুনয়, কিছুতে দিব না যেতে বালা !

বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ

বৃ তা। একি দ্বিজাধম। তুমি এই অবলাকে পথের মাঝে একাকিনী দেখে অত্যাচার ক'রছ ? দূরপসর—দূরপসর।

অম্বা। না—না—মহাত্মা—মহাত্মা—তিরস্কার ক'রবেন না। ইনি এক দুর্বৃত্তের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা ক'রেছেন।

বৃ তা। তবে ত বড়ই অপরাধ ক'রেছি। ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন।

অকৃত। আমি অনুগত শিষ্য। ঋষিবর ! আমি আপনার বাক্য বেদবচন ব'লেই গ্রহণ ক'রেছি।—এখন এই অত্যাচারিতাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিতে পারেন ?

বৃ তা। কে তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছে মা ?

অম্বা। যদি প্রতীকারে প্রতিশ্রুত হন, কন্যাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন, তবে বলি।

বৃ তা। তোমার কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে শত্রু প্রবল।

অম্বা। অত্যন্ত প্রবল। নইলে ঋষির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে উদ্যতা হ'য়েছি কেন ? আপনারা ভিন্ন আর কেউ তাকে দমন ক'রতে পা'রবে না—আমার এ মর্ম্মভেদী অপমানের শোধ দিতে পা'রবে না।

বৃ, তা। আমরা দুর্ব্বল ফলমূলাশী সন্ন্যাসী—আমরা কি প্রতীকার ক'র্‌ব জননী ?

অম্বা। ও কথা ব'ল্‌বেন না ; আপনাদের তপস্যার বলেই চন্দ্র সূর্য্য এবং তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে যার কক্ষে অবস্থিত হ'য়ে আলোক প্রদান ক'র্‌ছে। নইলে তারা এত দিন কক্ষচ্যুত হ'য়ে যেত। আপনারা সমস্ত সন্ন্যাসী মিলেও একটা অত্যাচারী রাজাকে দমন ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না।

বৃ, তা। সহসা আমি উত্তর দিতে পার্‌লুম না। আমি ও আমার সঙ্গী তাপসগণ সকলে মিলে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। স্থির হও।

অম্বা। এই আশ্বাস-বাক্যই আমার প্রধান ও প্রথম আশ্রয়।

বৃ, তা। অদূরেই আমার আশ্রম, তুমি সেইখানে গমন কর। আমি তাপসদের সংবাদ প্রদান করি।

বৃদ্ধ তাপসের প্রস্থান

অম্বা। করুণাময়! এইবারে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বলুন—এইবারে আমি সুরক্ষিতা হ'য়েছি।

অকৃত। রাজকুমারী! তোমার কথা শুনে মনে আমার একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। এ ত শাল্বরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের তোমার অভিপ্রায় নয়।

অম্বা। যে কাপুরুষ অবলার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে অগ্রসর হয়, সে ত আপনার আচরণে আপনিই বিধ্বস্ত। আমিই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি। তার জন্য তপস্বীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বার প্রয়োজন কি? ভীষ্মই আমার এই বিপদের নিদান। যুদ্ধ দ্বারাই হ'ক, কি তপঃ প্রভাবেই হ'ক, ভীষ্মকে এর প্রতিফল প্রদান ক'র্‌বে।

অকৃত। তোমার যুদ্ধ, সে ত রহস্যের কথা! এই ক্ষুদ্র জীবনে তুমি এমন কি তপস্যা ক'র্‌বে যে, ভীষ্মের তপঃ প্রভাবের তুল্য হবে?

অম্বা। পৃথিবীতে যে কোন রাজা তাকে শিক্ষা দিতে পারবে, আমি তারই শরণাগত হব।

অকৃত। পৃথিবীর সমস্ত রাজা একত্র হ'লেও ভীষ্মের কোনও ক্ষতি ক'র্‌তে পার্‌বে না। ভীষ্মের রথে যখন তুমি আরোহণ ক'রেছ, তখন নিজেও তা' কতক বুঝতে পেরেছ।

অম্বা। ভীষ্মানুচর ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি এখনি আমাকে পরিত্যাগ কর।

অকৃত। না, পরিত্যাগ ক'র্‌ব না। অভাগিনী! তোমার অবস্থা দেখে আমি ব্যাকুল হ'য়েছি। ভীষ্ম আমাকে তোমার রক্ষীরূপে তোমার সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। তোমার এ দারুণ দুরবস্থা দেখে তোমাকে ত পরিত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌ব না।

অম্বা। আপনি আমার সঙ্গে থেকে কি ক'র্‌বেন?

অকৃত। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

অম্বা। (হাস্য) যাও ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ!

অকৃত। যদি তোমাকে কেউ আশ্রয় দানের সাহায্য ক'র্‌তে পারে, সে আমি। আর যেখানে যাও কাশীরাজ-নন্দিনী, মনোতাপে দলিতা কালনাগিনীর মত তুমি কেবল আপনার বিষে আপনিই দগ্ধ হবে।

অম্বা। বলেন কি। দোহাই প্রভু, অনুমতি করুন। আমি এ কথা বিশ্বাস করি! নইলে পা'র্‌ছি না। ভীষ্মানুচর ব্রাহ্মণ! আপনি ত কোন মতে ভীষ্মের সমকক্ষ ন'ন।

অকৃত। শুধু আমি কেন রাজকুমারী! এ বিশ্বের মধ্যে একব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ভীষ্মের সমকক্ষ যোদ্ধা নাই।

অম্বা। কে তিনি?

অকৃত। তিনি আমার গুরু, এক-বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়-কারী জামদগ্ন্য রাম।

অম্বা। দোহাই প্রভু! রাম কোথা ব'লে দিন্। আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অকৃত। সেই অভিপ্রায়েই ত তোমাকে ব'ল্লুম রাজকুমারী! চল তাপসের আশ্রমে তোমাকে রেখে আসি! তুমি তাঁদের কাছে আর কিছু প্রার্থনা ক'র না, শুধু ভার্গবের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন কর। যাতে সহজে তুমি তাঁর আশ্রয় পাও, তারও উপায় আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষি—তিনি যদি তোমাকে আশ্রয় দেন, তবেই তোমার মঙ্গল! নইলে ত্রিভুবনে তোমার আর স্থান নাই। এস, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম

পরশুরাম ও তাপসকুমারগণ

গীত

যেথা যব বিজন যবে প্রথম জাগিল রবি।
জাগিয়া উঠিল প্রথম ঋষি সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী।
ওই পারে ছিল বনিতা তারা, এ পারে নীরব ধরা,
নিস্তব্ধ ছিল নীল-জোছনা মত সাম-গাথা,
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য ধ্বনিতে পূরিল বিশাল ভূ,
হ'লো যে জগৎ-জীবন বল, অমনে বসিল হবি।
তাসে সোমরসে সাম্গান, প্রকৃতি ধাকিল হবি।

১ম তা কু। দয়াময়! দেখুন, দেখুন—একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতন আপনার আশ্রমের দিকে ছুটে আস্ছে।

রাম। ভাবিত হ', এ যে দেখ্ছি বিপন্না! হয়ত কোন দুর্বৃত্ত এই রমণীকে আক্রমণ ক'র্তে এসেছে।

নেপথ্যে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—রাম! রক্ষা কর—নরদেহধারী নারায়ণ!

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। রক্ষা কর হে ভার্গব!
অত্যাচারে প্রপীড়িতা আমি।
নহে, অগ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ
আহুতি দাও এ অভাগীরে!

রাম। কে তুমি?

অম্বা। ভুবনে বান্ধবহীনা আমি,
অত্যাচারে নিষ্পেষিতা আমি!
দুরাত্মার বিষবাণে জর্জ্জরিতা আমি।

রাম। কে তোমার ওপর অত্যাচার ক'রেছে?

অম্বা। আগে বলুন প্রভু, আশ্রয় দিলেন?

১ম ভ। সে আর ব'লতে হয় না। ভার্গবের পাদপদ্মে যে দণ্ডে এসে প'ড়েছ, সেই দণ্ডেই আশ্রয় পেয়েছ।

রাম। কে তুমি? কার কন্যা? ব্যাকুলা না হয়ে আমার কাছে তোমার মনোবেদনা প্রকাশ কর।

অম্বা। আমি কাশীরাজ-কন্যা অম্বা। আমার পিতা আমাকে ও আমার দুই ভগিনীকে বীর্য্যশুল্কা স্বয়ংবরা করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি শাল্বরাজকে মনে মনে বরণ করি। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকেই সভামধ্য হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে আমার মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তাই শুনে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন। আমি শাল্বের কাছে গমন ক'র্‌লে, অন্যপূর্ব্বা ব'লে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন। এই উভয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে আমি বান্ধবহীনা হ'য়ে ক্ষিতিতলে বিচরণ ক'র্‌ছি।

রাম। বড়ই দুঃখের কথা রাজকুমারী! তবে আমাকে কি ক'রতে হবে বল। যদি শাল্বরাজের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা' হ'লে বল। আমি শাল্বরাজকে আদেশ করি। সে তোমাকে গ্রহণ করুক। যদি ভীষ্মের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা'হ'লেও বল, আমি ভীষ্মকে আদেশ করি।

অম্বা। ভীরু শাল্ব আপনার আদেশে আমাকে গ্রহণ ক'রতে পারে, কিন্তু ভীষ্ম যদি আপনার আদেশ মান্য না করে?

রাম। তুমি কি মনে ক'রছ, ভীষ্ম আমার কথা রা'খবে না?

অম্বা। মনে করা কি ভগবন্, সে নিশ্চিত রাখবে না। ভীষ্ম দুষ্ট দাম্ভিক সমরবিজয়ী।

রাম। হুঁ, তোমার অভিপ্রায় আমি যুদ্ধ করি?

অম্বা। ভগবন্! এই ভীষ্মই আমার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ! তিনি তাঁর এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতার জন্য আমাকে হরণ ক'রেছিলেন। ভীষ্ম প্রতারক, তাঁকে সংহার করুন।

রাম। কিন্তু মা! বেদবিদ্‌গণের আদেশ-ব্যতিরেকে আমি যে অস্ত্র ধরি না। আমি পূর্ব্বে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করে এই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম।

অম্বা। সেই সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞাও ত ক'রেছিলেন প্রভু যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী হয়, আপনি তাকে বিনাশ ক'রবেন। যদি কেহ ভীত হ'য়ে শরণাপন্ন হয়, আপনি জীবন থাক্‌তে তাকে পরিত্যাগ ক'রবেন না। আর যে ব্যক্তি সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় ক'রবে আপনি তাকেও বিনাশ ক'রবেন।

রাম। এ গুহ্য কথা তোমাকে কে ব'ললে!

অম্বা। আপনার প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ হোত্রবাহন। তিনি আশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই আজ আপনাকে পেয়েছি। আমি আপনার শরণার্থিনী—ভীষ্ম সমাগত ক্ষত্রিয়বিজয়ী—এবং তিনি ব্রহ্মদ্বেষী কি না, সে পরিচয়ও আপনি অচিরে প্রাপ্ত হবেন।

রাম। নিশ্চিন্ত হও রাজনন্দিনী! অকৃতব্রণ যখন তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আমারও আশ্রয় পেয়েছ—জেনে রাখ। এখন কেবল একবার বেদবিদ্‌গণের অনুমতির অপেক্ষা।

তাপসগণের প্রবেশ

তা। ভগবন্‌ ভার্গব! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। এই যুবতী ইতিপূর্ব্বে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। এঁর অভিযোগ আদ্যোপান্ত শুনে, বিচার বিতর্ক ক'রে, আমরা স্থির ক'রেছি যে, ভীষ্মই রমণীর একমাত্র দুঃখের কারণ। তিনি ব্রহ্মচারী হ'য়ে স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ ক'রেছেন, এবং যুবতীকে গ্রহণ ক'রে অপরের হস্তে প্রদান ক'রেছেন। এতে তাঁর কপটতা হ'য়েছে। আপনি এই রমণীকে গ্রহণ ক'র্‌তে ভীষ্মের প্রতি আদেশ করুন।

রাম। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য!

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

ভীষ্ম ও অকৃতব্রণ

অকৃত। গাঙ্গেয়! আমি তোমার বধের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

ভীষ্ম। কি ক'রে প্রভু?

অকৃত। অভাগিনী কাশীরাজ-নন্দিনীর আর কেউ নাই দেখে, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।

ভীষ্ম। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন?

অকৃত। সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মচারী! তুমি আমাকে বালিকার সঙ্গে তার রক্ষিরূপে প্রেরণ ক'রেছিলে কেন? শাল্বরাজের কাছে তাকে নিয়ে গেলুম। পাপিষ্ঠ তাকে কটুবাক্যে লাঞ্ছিত ক'রে দূর ক'রে দিলে। এমন কি, তার কোমল শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত ক'র্‌তে উদ্যত হ'ল! কি করি, তোমার নাম নিয়ে আমি পাষণ্ডের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা ক'রেছি।

ভীষ্ম। মহাত্মন্! সে ত আপনার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্যই হ'য়েছে।

অকৃত। কিন্তু উদ্ধার ক'রে দেখি, তার কেউ নেই। সে শাল্বকে হারালে, তোমাকে হারালে, পিতাকে হারালে। এক মুহূর্ত্তে গর্ব্বিনী রাজনন্দিনী নীচ ভিখারিণী অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। যুবতী দেখ্‌তে দেখ্‌তে উন্মাদিনী। কমলদল-কোমল পাণিতল দিয়ে আমার পাদস্পর্শ ক'রে অভাগিনী অবিরল বাষ্পজল বর্ষণ ক'র্‌তে লাগল, আর মৃত্যু কামনা ক'র্‌তে লাগল। তার সে মর্ম্মভেদী অবস্থা দেখে, আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লুম না। গাঙ্গেয়! আমি ভবিষ্যৎ আর লক্ষ্য না ক'রে, তোমার প্রীতি বিস্মৃত হ'য়ে, বালিকাকে আশ্রয় প্রদান কর'লুম্।

ভীষ্ম। পিতৃসখা! আপনি আমার প্রতি স্নেহ কখনই বিস্মৃত হ'তে পারেন না। আমি পিতার কাছে শুনেছি, আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসই একদিন পৌরব বংশকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা ক'রেছে। আপনারই ভক্তির টানে ত্রিপথগামী জননী জাহ্নবী পৌরবের কুলবধূরূপে অবতীর্ণা হ'য়েছিলেন। স্নেহবশেই আপনি গুরু রামের সমীপে গমন না ক'রে আমাদের গৃহে মঙ্গলময় পুরোহিত রূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশেই বালিকাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, বালিকা আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়নি।

অকৃত। সে কি ভীষ্ম, আমি যে নিজে উপযাচক হ'য়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। বালিকা বরং আমাকে তোমার অনুগত ও দুর্ব্বল বুঝে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে চায় নি।

ভীষ্ম। আপনি একটু সেই অবস্থা স্মরণ ক'রে দেখুন।

অকৃত। তাইত' এ তুমি কি ব'লচ?

ভীষ্ম। অম্বা যদি আপনার আশ্রয় পে'ত, তা' হ'লে যুগপ্রলয় উপস্থিত হ'ত। আমি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তুম না। সেই অন্যাভিলাষিণী রমণীকে গ্রহণ ক'রে বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান ক'র্‌তুম! আপনি বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখুন।

অকৃত। না, অভাগিনী আমার আশ্রয় ত গ্রহণ করেনি!

ভীষ্ম। সে আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না।

অকৃত। কেন গাঙ্গেয়?

ভীষ্ম। কেন? তবে শুনুন ব্রাহ্মণ। আমার গুহ্য কথা শ্রবণ করুন। আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রে ব'সে আছি। আমি সেই উভয় মূর্ত্তিকে এক রথে দে'খব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকরণ শস্ত্র-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব! সত্যের পথ রুদ্ধ হ'লে আর ত তাঁরা এখানে আ'স্‌তে পার্‌তেন না! আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হ'য়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা ক'র্‌ছি।

অকৃত। কিন্তু আমি যে তাঁকে গুরু রামের আশ্রয় গ্রহণ ক'রবার উপায় ক'রে দিয়েছি। সে কি আশ্রয় পাবে না?

ভীষ্ম। আশ্রয় পেলেও আমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বার পর, আপনার আদেশে সে যদি জামদগ্ন্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে যেত, তা হ'লে আমার ভয়ের কারণ ছিল। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, ব্রাহ্মণ, আমি নিরাপদ।

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সু। মহারাজ। ঋষি জামদগ্ন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন।

ভীষ্ম। কত দূরে মন্ত্রী? (পরশুরামের আগমন) আসুন ভগবন্‌—দাসের গৃহ পবিত্র করুন! আমার পরম সৌভাগ্য, রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য—রাজগৃহে আপনার পদধূলি পতিত হ'ল।

অকৃত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঘনাবরণে সৌম্য বদনকান্তি আচ্ছাদন ক'রে গুরু ভীষ্মের কাছে আগমন ক'র্‌ছেন—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আবরণে মুখকমল আবৃত ক'রে শান্তনুনন্দনও গুরুকে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছেন! তাই ত, করুণায় আর্দ্র হ'য়ে আমি পৃথিবীতে কি ভীষণ ঘটনার সূচনা ক'র্‌লুম!

সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ

সকলের রামকে প্রণাম করণ ও পাত অর্ঘ্য প্রদান

সত্য। দয়াময়! এই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মচারী ভীষ্ম—আর এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র হস্তিনাপতি বিচিত্রবীর্য্য! আমার এই পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন!

রাম। এই তোমার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য? এঁরই জন্য কি, রাজমাতা, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে এনেছেন?

সত্য। আমি রমণী—আমি ত এর যথাযথ উত্তর দিতে পা'র্‌ব না প্রভু! আমার পুত্র সম্মুখে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাম। তা' হ'লে মা তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন কর। আমাদের কথোপকথন শোন্‌বার তুমি অধিকারিণী নও।

সত্য। প্রভু! দাসেদের উপর ক্রোধ ক'র্‌বেন না। আমরা আপনার আশ্রিত।

রাম। কেউ কারও আশ্রিত নয় মা! আশ্রয় এক—তার নাম সত্য। রাজা যেমন প্রজার আশ্রয়—প্রজাও তেমনি রাজার আশ্রয়। আবার রাজা প্রজা রাজ্য—সমস্তই সেই এক সত্যকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যের অপলাপ হ'লেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সত্য। প্রভু! আমার পুত্রের কোনও অপরাধ নেই। তিনি সত্যাশ্রয়ী। সত্যাশ্রয়ী ব'লেই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রেছেন, রাজ্যত্যাগে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন!

রাম। সেই জন্যই কি তিনি কাশীরাজের কন্যার উপর অধিকার স্থাপন ক'রতে গিয়েছিলেন? আমিও ত আ-কুমার ব্রহ্মচারী রাণী! কিন্তু নারী সম্বন্ধে বিসংবাদ ঘটতে পারে এমন ব্যাপারে আমি কখনও লিপ্ত হইনি!

ভী। মা! ঋষির আদেশ পালন করুন। আর এখানে মুহূর্ত্তের জন্য থা'ক্‌বেন না।

সত্য। আমি থা'ক্‌ব না, বল কি সুনন্দ! আমার জীবন-মরণ নিয়ে এই প্রশ্ন—আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌ব? ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মর্ষি'র প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রহ্মর্ষি! আপনাতে আমাতে প্রভেদ আছে! আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। যেখানে বীরত্বের অভিমান নিয়ে কথা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ থাক্‌তে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় পারে না। কাশীরাজ কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা ক'রেছিলেন ব'লে, আমি ব্রহ্মচারি হয়েও ভূপাল-গণকে পরাজিত ক'রে তাদের গ্রহণ ক'রেছি; গ্রহণ ক'রে আমার রাজাকে উপঢৌকন দিয়েছি।

রাম। অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন না। তুমি কি বিবেচনায় তাঁকে হরণ ক'রে আবার বিসর্জ্জন ক'রেছ? তিনি তোমা হ'তেই ধর্ম্মচ্যুতা হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মচ্যুতি হ'য়েছে বটে, কিন্তু তাতে কাশীরাজকন্যা যত অপরাধী, আমি তত নই।

রাম। তুমি বলপূর্ব্বক তাঁকে গ্রহণ ক'রেছিলে, সুতরাং এখন অন্য কে আর তাঁর পাণিগ্রহণ ক'র্‌বে? তুমি হরণ ক'রেছিলে ব'লে, শাল্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখান ক'রেছেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে অম্বাকে গ্রহণ কর। তা' হ'লেই রাজকন্যা আপনার ধর্ম্মলাভে সমর্থ হবেন।

ভীষ্ম। ক্ষমা করুন, ঋষি, বিচিত্রবীর্য্যকে আমি এ কন্যা দিতে পারব না।

রাম। ভীষ্ম, আমার বাক্য প্রণিধান কর।

ভীষ্ম। প্রণিধান ক'রেই আমি ব'লেছি। পূর্ব্বে ইনি আমাকে ব'লেছেন আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিণী হ'য়েছি, তার পর আমার অনুমতি নিয়ে ইনি শাল্বের কাছে গিয়েছিলেন। শাল্ব প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লে কি র'খলে, তা জা'ন্‌বার আর আমার প্রয়োজন নেই! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা, অর্থলোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশীভূত হ'য়ে কখনই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌বে না।

শূদ্র। আপনার ঐ ব্রতের জন্যই ভীষ্ম নামের গৌরব। ও নাম মানুষে দেয় নি, দেবতারা দুন্দুভি-ধ্বনির সঙ্গে আকাশ হ'তে ওই নাম আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। যে দিন ব্রতের সামান্য মাত্রও অঙ্গহানি হবে, সেই দিন বায়ুর ফুৎকারে ওই নাম চূর্ণ হ'য়ে আবার আকাশে মিশিয়ে যাবে। গাঙ্গেয়! আর ধরণী ও নামের গন্ধ পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না।

রাম। দেখ ভীষ্ম, তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তা' হ'লে আমি আজই অমাত্যগণের সঙ্গে তোমাকে সংহার ক'র্‌ব।

ভীষ্ম। ক্রোধ ক'র্‌বেন না প্রভু!

রাম। ক্রোধ কি, আমিও সম্যক্ প্রণিধান ক'রে তবে তোমার কাছে এসেছি।

ভীষ্ম। আমাকে ক্ষমা করুন।

রাম। ও সব বালকোচিত বাক্য শোন্‌বার জন্য আমি আসিনি।

ভীষ্ম। আমি যা পা'র্‌ব না, তার জন্য আমাকে অনুরোধ ক'র্‌বেন না। আমি আপনার শ্রীচরণ গ্রহণ ক'রে ব'ল্‌ছি, আমি ধর্ম্মতঃ কোনও অপরাধ করিনি।

রাম। তুমি নিজেকে অপরাধী মনে না ক'র্‌তে পার। কিন্তু যাঁরা ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁরা তোমাকে অপরাধী স্থির ক'রেছেন। আমি তাঁদের অনুজ্ঞায় তোমাকে ব'ল্‌তে এসেছি, তুমি বালিকাকে গ্রহণ ক'রে [illegible] কার্য্য কর। নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

ভীষ্ম। ভগবন্! আপনি যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে চাচ্ছেন, তার কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে উপদেশ দিয়েছেন।

রাম। তুমি আমাকে গুরু ব'ল্‌ছ, তবে কি নিমিত্ত আমার [illegible] ক'র্‌তে কাশীরাজকন্যাকে গ্রহণ ক'র্‌ছ না। আমার বাক্য রক্ষা না ক'র্‌লে আমি কখনই শান্ত হব না। তুমি একে গ্রহণ ক'রে আপনার কুল

রক্ষা কর। এই রাজকন্যা তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে নিতান্ত নিরাশ্রয় হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। তবে শুনুন ব্রহ্মর্ষি! আপনি আমার পুরাতন গুরু ব'লেই আপনাকে সন্তুষ্ট ক'রবার চেষ্টা ক'রছি।

রাম। তা' হ'লে তুমি বালিকাকে গ্রহণ ক'রবে না?

ভীষ্ম। কিছুতেই না। আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রব না। ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীকে স্বগৃহে প্রবেশ করতে দেব না। এখন আপনি প্রসন্ন হউন, অথবা আপনার যা অভিলাষ হয় তাই করুন।

রাম। অন্য ইচ্ছা আর কি আছে ভীষ্ম! আমি সংকল্প ক'রে এসেছি, যদি আমার কথা না রক্ষা কর, তাহ'লে যুদ্ধ ক'রে তোমাকে কথা রক্ষা ক'রতে বাধ্য করাবো!

ভীষ্ম। মা, এই যুদ্ধকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার যুদ্ধের অনুমতি করুন।

সত্য। গুরু যখন অতিথি হ'য়ে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, তখন তুমি নিঃসঙ্কোচে তাঁকে যুদ্ধ দাও।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। রক্ষা কর, কর কি, কর কি পুত্র,
গুরুসঙ্গে রণ-পণ করে না ধীমান্।
ঋষি-পূজ্য ব্রহ্মবাদী রাম সনাতন
নরদেহে দেব নারায়ণ—
ধ'র না ধ'র না অস্ত্র তাঁহার সংহারে।

ভীষ্ম। কেবা গুরু? গুরু ব'লে রাখিলাম মান—
চরণ ধরিনু বারবার। কিন্তু দেবী,
গুরু যদি নিজে করে গুরুত্ব বর্জ্জন,
আমি নহি অপরাধী।

গঙ্গা। ব্যোমকেশ-তুল্য এই ভীম পরাক্রম
একাধিক বিংশবার ক্ষত্রঘাতী রাম—
রক্ষা কর দেবব্রত, তাঁর সনে ক'র না সংগ্রাম।

ভীষ্ম। সেই গর্ব্ব চূর্ণ তাঁর হবে এত দিনে।
সে সময় ধরামাঝে
ভীষ্ম তুল্য ক্ষত্র জন্ম করেনি গ্রহণ,
ক্ষত্রনাশী রাম সে কারণ।
তৃণমধ্যে অগ্নি যথা হয়ে প্রজ্বলিত
মুহূর্ত্তে সকল দগ্ধ করে—
আপনার আবেগের ভরে
সেইমত বালবৃদ্ধ করিয়া নিধন,
জগতে দুর্দ্ধর্ষ নাম ল'য়েছে ব্রাহ্মণ।
সে নাম মুছিয়া দিতে
ভার্গব-বিজয়ী ভীষ্ম জন্মেছে ধরায়।

গঙ্গা। কি দেখিছ নীরব নিশ্চলা ?
ধর পুত্রে, নিষেধ করহ সত্যবতী!
সমরে আমার পুত্রে উত্তেজিত ক'রে,
বিমাতার যোগ্য কার্য্য ক'রোনাকো নারী!

সত্য। ভীষ্মের জননী আমি।
হে জাহ্নবী, তুমি দেখি বিমাতা তাহার।
সপ্ত পুত্রে নিজ হস্তে করিয়া সংহার
দেবতার রূপ ধ'রে আমার পুত্রের গর্ব্বশিরে
দংশন করিতে তুমি এসেছ নাগিনী!

গঙ্গা। গুরু শিষ্যে হবে রণ ?

সত্য। অদৃষ্ট লিখন—কেবা বুঝে, কেবা খুছে তারে।
দেবতার অভিমানে,

সত্ত পুত্র দিলে বিসর্জ্জন।
ক্ষত্রিয়ের ঘরে
এত কাল বাস ক'রে দেবী,
বুঝিলে না,
ক্ষত্রিয়ের অভিমান
কি প্রচণ্ড দারুণ ভীষণ?
সর্ব্বভূত হিতৈষিণী দেবতা পুজিতে!
আশীর্ব্বাদ কর মোর ব্রহ্মচারী সুতে,
গুরু শিষ্যে রণে যেন
গুরুপদে দেয় শিষ্য বিজয়-অঞ্জলি।

গঙ্গা। এসেছিনু
সতিনীরে করিতে দর্শন!
আসিয়াছি দেখিতে ভগিনী,
কার করে পুত্রে মোর ক'রেছি অর্পণ।
দেখিয়া পরমা প্রীতি, শুন সত্যবতী!
আজি হ'তে গাঙ্গেয়ের তুমিই জননী।
শুন নরেশ্বরী,
আশীর্ব্বাদে একমাত্র তুমি অধিকারী!
সশিষ্য ভীষ্মের সনে,
হে ভার্গব! ক'রনাকো রণ।
হের অন্তরীক্ষ' পরে কাতারে কাতারে,
কাতরে দেবতা তোমা করে নিরীক্ষণ!

রাম। এক মাত্র পণ—
এই কন্যা যদি ভীষ্ম করে না গ্রহণ,
তবেই নিবৃত্ত হব আমি।
মহে যুদ্ধ! যুদ্ধ দাও শান্তনু-নন্দন!

সত্য। যুদ্ধে যাও, দেবব্রত!

ভীষ্ম। দিব যুদ্ধ তোমারে ভার্গব!
ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ যদ্যপি ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রে করে সমরে আহ্বান,
ব্রহ্মবধ নাহি হয় তাহার সংহারে।
যাও বিপ্র, রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে।
ক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে,
দেব-ঋষি-অশ্রুজল সনে
মম শরাসন-ক্ষিপ্ত বাণ-মধুপানে
তোমারে করিনু নিমন্ত্রণ!

অকৃত। আমি কি করিব দেবব্রত?

ভীষ্ম। গুরু সঙ্গে যাও মহামতি!

রাম। দেব-সিদ্ধ-চারণ-সেবিতে জাহ্নবীসুতে!
হাসিমুখে সপ্তশিশু ক'রেছ বর্জ্জন,
বুঝ নাই, শোক কারে বলে।
এবারে কিঞ্চিৎ তার লহ আস্বাদন।
রণক্ষেত্রে মৃত-পুত্র-দেহের উপরে এস,
শোকাশ্রুর স্রোতরূপে বহিতে জাহ্নবী।

ভীষ্ম। (অকৃতব্রণের প্রতি)
যাও বিপ্র, সঙ্গে যাও, পুত্রহীন কুমার ভার্গব।
কুরুক্ষেত্রে যেই স্থানে
পিতৃ[illegible] পিণ্ড দিয়াছেন ঋষি,
সেথা বসি সজলনয়নে
পুত্ররূপে ভার্গবের করহ তর্পণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম নিকটস্থ পথ

শাল্ব ও অকৃতব্রণ

শা। ভীষ্ম-ভার্গবের যুদ্ধ কি যথার্থ-ই হবে ?

অকৃত। তাতে কি আর সংশয় আছে শাল্বরাজ! দেখছ না যুদ্ধের প্রারম্ভেই আকাশ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে! প্রতি অভ্রস্তরা মেঘের অন্তরালে এক একটি ম্লান-মুখ দেবতা আশ্রয় গ্রহণ ক'রছে। একদিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় তপোনিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ ভার্গব, অন্যদিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় সত্যনিষ্ঠ চিরব্রহ্মচারী শান্তনু-নন্দন। কেউ এ যুদ্ধ দেখতে সুখী নয়। দেবতা বিপন্ন, কার যে জয় কামনা ক'রবেন, তা বুঝতে পা'রছেন না; অথচ তাঁরা এ অপূর্ব দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শনের লোভ সংবরণ ক'রতেও পা'রছেন না। যুদ্ধ হবে কি শাল্বরাজ, এ যুদ্ধ ত তুমিই বাধিয়েছ।

শা। আমিই যদি এ শোচনীয় যুদ্ধের কারণ, তবে আমার সঙ্গে না হ'য়ে ভীষ্মের সঙ্গে জামদগ্ন্যের এ যুদ্ধ হ'চ্ছে কেন? অত্যাচার ক'রলুম আমি, ভীষ্মের উপর অম্বার এ প্রচণ্ড ক্রোধ হ'ল কেন?

অকৃত। তা জানি না। স্ত্রী-চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, আমি তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? যদি বুঝতে চাও, আর যদি বুঝতে সাহস থাকে, তা হ'লে রাজা, অম্বাকেই তুমি এই প্রশ্ন কর না কেন?

শা। কোথায় অম্বাকে পাব ?

অকৃত। কোথায় পাবে তাও জানি না। যদি তাকে সন্ধান ক'রে অনুনয়ে ফিরিয়ে এখনও সন্তুষ্ট ক'রতে পার, তা' হলে শাল্বরাজ, এখনও তুমি জগতের মহা উপকার সাধন ক'রতে পার। মূর্খ রাজা, তোমার

দুর্ব্যবহারে আজ তুষার প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। চীরধারী জটাভার-বিমণ্ডিত মুক্তোপম-বিরহিত মহাত্মা রাম, তোমাদের অত্যাচার থেকে এক নিরাশ্রয়াকে রক্ষা ক'র্‌তে তাঁর পরিত্যক্ত পরশু আবার গ্রহণ ক'রেছেন। যাও রাজা, যাও! রামের পরশু যদি তোমার স্কন্ধে পতিত হ'বার অভিলাষ না কর, তাহ'লে যেমন ক'রে পার, অম্বার সন্ধান কর। যে কোন উপায়ে এই অনর্থকর সংগ্রামের নিবৃত্তি কর। ওই দুন্দুভি বাজল। ওই শুন ঋষিকণ্ঠের বেদধ্বনি। ওই দেখ দেবতার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। বুঝি, দ্বৈরথ সমরের প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় এতক্ষণ পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়েছেন। যাও শাল্বরাজ, এ অনর্থের একমাত্র কারণ তুমি। তোমাকে দেখে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। যদি এখনও কোনও প্রকারে অম্বাকে প্রসন্ন ক'র্‌তে পার, তা হ'লে শুধু তুমি সেই প্রচণ্ড তেজস্বিনী রমণীকে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবে।

অকৃতব্রণের প্রস্থান

শাল্ব। কোথা অম্বা, কে দিবে সন্ধান?
ওই দূরে দাঁড়ায়েছে ব্রহ্মবাদী ঋষি।
ভূমিস্পর্শী শুভ্রজটাভার—
শুভ্র শৈল-প্রাকারের তুঙ্গ শির হ'তে,
হিম-নদী বাঁধা যেন নিঝর তরঙ্গে।
সঙ্গে ওই ঋষিসঙ্ঘ বেদগানে রত,
করিতেছে ভার্গবের কল্যাণ কামনা।
এ দিকে পাণ্ডুর বর্ণ হয়-যুক্ত রথে
শুভ্রবাসা শ্বেতোষ্ণীষ-ধারী ব্রহ্মচারী,
মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র আবরণ
রণ-প্রতীক্ষায় ওই শান্তনু-নন্দন।
মধ্যে শূন্য—অজ্ঞাত অরূপ সমীরণ।

কোথা অম্বা ? রমণীর হোথা কোথা স্থান ?
কোথা অম্বা কে দিবে সন্ধান ?

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। অম্বার সন্ধান চাও রাজা ?
শান্ব। কে মা তুমি ?
গঙ্গা। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?
অভিলাষ থাকে যদি অম্বার সন্ধানে,
এস মম সনে।
ভীষ্মবধ সঙ্কল্প করিয়া একাকিনী
প্রায়োপবেশনে নারী বসিয়াছে তটিনীর তীরে।
প্রতিহিংসা চোখে জ্বলে অনলের প্রায়।
শুষ্কপ্রায় তটিনীর কায়—
জলজন্তু মরিছে উত্তাপে।
তোমার ভীষণ পাপ করহ স্মরণ।
ভীষ্মের নিধন—জেনো রাজা, ক্ষত্রকুল বিনাশের
প্রারম্ভ সূচনা।
তাহার সমস্ত পাপ—তব শিরে পড়িবে রাজন্।
বিলম্ব ক'র না—এস ত্বরা
ভীষ্মের পবিত্র রক্ত সিক্ত না করিতে ধরণীরে,
না উঠিতে ত্রিভুবনে শোক-কোলাহল
রমণীরে তুষ্ট কর তুমি।
শান্ব। চল মা—দেখাও তারে।
আত্মবলিদানে যদি তুষ্ট হয় নারী,
আত্মবলি দিব তার পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম ও ভীষ্মের প্রবেশ

রাম। সঙ্কল্প ক'রে স্বস্ত্যয়ন কার্য্য শেষ ক'রেছ গাঙ্গেয় ?

ভীষ্ম। আজ্ঞে প্রভু ক'রেছি।

রাম। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রেছ ?

ভীষ্ম। ক'রেছি।

রাম। আমিও প্রস্তুত হ'য়েছি। তা' হলে আর বিলম্ব ক'র না। প্রস্তুত হ'য়ে রণ-প্রাঙ্গণে চল।

ভীষ্ম। আমি ত অগ্রেই প্রস্তুত হয়েছি ঋষি, কিন্তু আপনি প্রস্তুত হয়েছেন কই ?

রাম। প্রস্তুত না হ'লে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রব কেন ?

ভীষ্ম। কই, আমি ত দেখতে পাচ্ছি না ব্রাহ্মণ ! সেইজন্য আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হন, তা হ'লে রথে আরোহণ করুন, এবং কবচ ধারণ করুন।

রাম। (সহাস্যে) ভীষ্ম ! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম্ম।

ভীষ্ম। ব্রহ্মবাদী ঋষি, আপনার সে বর্ম্ম, আপনার সে রথাশ্ব, আপনিই দেখতে পান। জগতে সেরূপ ভাগ্যবান্ কয়জন আছেন ? দেবতারাও তা' দেখতে পান কি না সন্দেহ। সে ইন্দ্রাদি দিকপালের দর্শনীয় অপূর্ব্ব রথ কবচ, আপনি ইন্দ্রাদিকেই দর্শন করান। আমি দেহ-ধারী ব্রাহ্মণ নাই—ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যে রণসজ্জা সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধ ক'রে, অস্ত্র-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ আপনাকেও তাই করতে হবে। লোকে যে বলবে রথারোহী শান্তনু-নন্দন, ভূতলস্থ ব্রাহ্মণের অঙ্গে শর নিক্ষেপ করেছে,

আমি সে দুর্নাম গ্রহণ ক'রতে জন্মগ্রহণ করিনি। মানুষে দেখতে পায়, এমন রথে আরোহণ করুন ; মানুষে দেখতে পায়, এমন কবচ পরিধান করুন ; মানুষে দেখে বিস্মিত হয়, এমন সারথিকে রথের ভার প্রদান করুন। নইলে আমি যুদ্ধ ক'র্‌ব না। আপনাকে পরাজিত জ্ঞান ক'রে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'র্‌ব।

রাম। একান্তই দেখিবে গাঙ্গেয় ?

ভীষ্ম। একান্তই দেখিব আমি।

রাম। যে মনে র'চেছে বিশ্ব দেব প্রজাপতি,
যেই মনে লীলাময়ী দেবী ভগবতী,
ইচ্ছাময় বিভু নারায়ণ !
সংকল্প-কারণ সেই মন দাও জাগাইয়া।
কল্পনায় জাগরে স্যন্দন সুশোভন,
কল্পনায় যুক্ত হও চিত্রাশ্বের সনে,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হও সারথী আমার।

পট পরিবর্ত্তন

ভীষ্ম। হের প্রভু ! অদ্ভুত দর্শন,
বিস্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যাশ্ব শোভন—
আয়ুধ কবচ হের পূর্ণ স্তরে স্তরে—
সুসজ্জিত হৈম অলঙ্কারে
লাঞ্ছিত করিয়া রবি শশী
কি অপূর্ব্ব দিব্য রথ
সহসা জাগিল রণস্থলে !
হের, ধনু করে করিয়া ধারণ
অপূর্ণীর তূণীর বন্ধনে
পৌরবের হিতকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

সারথি ব'সেছে তব রথে !
ধন্য আমি গুরু হে ভার্গব !

পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য

সংকল্প ক'রেছি মনে মনে,
যে রথে করিয়া আরোহণ
বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসজ্জিত বিভু নারায়ণ
ষষ্ঠ অবতার জগৎপতি,
কার্ত্তবীর্য্যে সবংশে বধিলে,
একাধিক বিংশ বার ক্ষত্র বিনাশিলে—
জেগেছিল সাধ মনে
হে গুরু, হে পবিত্র ভার্গব !
রণ দিব রথারোহী সে রামের সনে ।

রাম । তবে অবিলম্বে এস রণাঙ্গনে ।

ভীষ্ম । প্রণমি চরণে গুরু,
কর আশীর্ব্বাদ, এ সব দ্বৈরথ-যুদ্ধে
শিষ্য যেন হয় রণজয়ী ।

রাম । পরম সন্তুষ্ট আমি তব আচরণে,
ঝর ঝর অশ্রুবিন্দু ঝরিল লোচনে
হে গাঙ্গেয় ! হে সর্ব্ব আশীষ-রূপে
তোমারে ঝরিনু আমি দান ।
ধৈর্য্য ধরি সযতনে করহ সংগ্রাম ।
তুমি হও জয়ী কিম্বা জয়ী হয় রাম,
অক্ষয় হউক পূর্ণ তোমার গৌরবে ।
ঋষি-বাক্যে বালিকার লইয়াছি ভার,
কর আশীর্ব্বাদ, ভীষ্ম, বাঁচিতে নারিনু ।

ভীষ্ম। আর প্রয়োজন মোর নাহি তপোধন,
অজ্ঞাতে ক'রেছ শিষ্যে বিশ্বজয়ী তুমি।
এবে ধর্ম্মবাক্য প্রভু, শুনাব তোমারে;
অদ্যাবধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিদ্যা, সুমহৎ তপস্যাচরণ,
ব্রহ্মতেজ, বেদ সনাতন—
যাহা কিছু ক'রেছ অর্জ্জন ঋষিরাজ,
তাহে না হানিব আমি শর।
শস্ত্র ধ'রে ক্ষাত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধ মাত্র তারে
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহারে।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

অম্বা

নেপথ্যে মেঘ গর্জ্জন

অম্বা। বাজ, বাজ, দুন্দুভি আবার বাজ। দেবতার দুন্দুভি—আবার বাজ। আকাশে বেজে বেজে জগৎকে শুনিয়ে দে—"প্রবলকে দণ্ডিত ক'র্‌তে, বান্ধবহীনা অবলাকে রক্ষা ক'র্‌তে, দেবতার অভয়বাণী স্বরূপ আমি আছি।" দে দুন্দুভি, শুনিয়ে দে—"ক্ষত্রকুলান্তক রামের প্রহারে দুর্দ্দান্ত ভীষ্মের নাশ হ'ল, আবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হল।"

জাগো মা কুমারী রূপে, চতুর্ভুজে দেবী কপালিনী।
জাগো জাগো শক্তিধরা

সংগ্রামে বিজয়প্রদা হে বরদা, জাগো সনাতনী !
ধরিয়া কুমারী ব্রত অনশন করি মাত্র সার
বান্ধববিহীনা নারী পূজে তোমা সুরেশ্বরী,—
একমাত্র আকিঞ্চন দুর্দ্ধর্ষ সে ভীষ্মের সংহার।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। কেন কাশীরাজ-নন্দিনী, তুমি এই কঠোর অনশন-ব্রত ধারণ ক'রে, এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-তীরে বসে আছ ?

অম্বা। কে তুমি দেবী ?

গঙ্গা। আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। যেহেতু তোমার ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।

অম্বা। আমি ভীষ্মবধের সংকল্প ক'রে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রেছি।

গঙ্গা। এই ত দেখলুম, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মভার্গবের যুদ্ধ হ'চ্ছে।

অম্বা। যুদ্ধ কি তুমি নিজের চক্ষে দেখে এলে ?

গঙ্গা। নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ভীষ্মের পক্ষে ভার্গব-বীর্য্যই যথেষ্ট। তুমি মাঝখান থেকে, এ উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত কেন ? তোমার তপস্যার উত্তাপে ক্ষুদ্র নদীর জল উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে ! বৎসে ! তুমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও।

অম্বা। ঠিক ব'লছ দেবী,—ভীষ্মের সংহারে ভার্গব-বীর্য্যই যথেষ্ট ?

গঙ্গা। কেন, তুমি কি সন্দেহ কর ?

অম্বা। গুরুশিষ্যে রণ, তাই দেবী প্রতিক্ষণ
সন্দেহ জাগিছে মোর মনে।
পাছে করি রণজয়,
করুণার আর্দ্রচিত মহাত্মা ভার্গব
হন ক্ষান্ত ভীষ্মের সংহারে !

তাই, অবরুদ্ধ করিতে সে করুণার দ্বার
বসেছি কঠোর তপে তটিনীর তীরে।

গঙ্গা। চিরসত্যাশ্রয়ী ভীষ্ম সাধু ব্রহ্মচারী,
তুমি লো কুমারী। সংসারে আশ্রয়-প্রাপ্তি
একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার।
ত্যজ এ দারুণ অভিমান—
ধর নারী রমণীর প্রাণ!
আশ্রয় করহ বালা অপর পাদপে,
জগতে গৃহিণীরূপে কর অধিষ্ঠান।

অম্বা। এখনও শ্রদ্ধা আছে, কেন শ্রদ্ধা যাবে?
যাও দেবী, নিজের মঙ্গল কর ধ্যান।
ভীষ্মের সংহার, একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
যতদিন মৃত ভীষ্মে না করি দর্শন
ততদিন নিদ্রা আমি ক'রেছি বর্জ্জন।
এ জগতে কোন প্রলোভন
আমারে সংকল্পশূন্য করিতে নারিবে।
বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমায়,
বিশ্ব-রত্ন চরণে লুটায়,
আপনি যদ্যপি নারায়ণ
এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমারে,
তবু না নিবৃত্ত হব ভীষ্মের সংহারে।

গঙ্গা। পাপিষ্ঠা কামুকী তুই।
একজনে সঙ্গোপনে করি আত্মদান,
ভীষ্মের অপূর্ব্ব বীর্য্য হেরি,
কেন তুই তার তরে কামাতুরা নারী।
জগতে গোপন তুই করেছিলু প্রাণ,

ভেবেছিস্‌ নারী তোরে বুঝিতে নারিবে ?
আকুমার ব্রহ্মচারী রাম তপোধন
বিষাক্ত অন্তর তোর না ক'রে দর্শন ;
তোর বাক্যে যুদ্ধ করে প্রিয় শিষ্য সনে।
যদ্যপি বুঝিত ঋষি তোর প্রতারণা,
মুখে তোর এক কথা,
মন তোর অন্য কথা কয়,
কভু ঋষি দিত না আশ্রয়।
ঘৃণাক্ষরে যদি রাম
পারিত চিনিতে তোর নাগিনীর প্রাণ,
তখনি পাপিষ্ঠা তোরে করিত বর্জ্জন।

অম্বা। ভাল দেবী, তুমিত চিনেছ মোরে ?
প্রণমি তোমারে—নিজ কার্য্যে করহ গমন।
পাপিষ্ঠার অঙ্গ-সমীরণে
দেব-অঙ্গে কি কারণ কলুষ মাখাও ?
যাও—চ'লে যাও। দেবী তুমি—
তপস্যায় বিরচিত শরীর তোমার,
তপে বিঘ্ন দিও না আমার !

গঙ্গা। এখনও দেখ বালা, আপন অন্তরে,
এখনও ভাগ্য-লক্ষ্মী র'য়েছে বসিয়া
তোমারে ধরিতে বক্ষে কর প্রসারিয়া।
এখনও বুঝিয়া দেখ
কি বাসনা হৃদিমধ্যে জাগে !
সাম্রাজ্য নেত্র যদি
এখনও দেখিতে কারে চায়,
বল বালা এনে দি' তাহায়।

অম্বা। সূর্য্য যদি পথ-ভ্রষ্ট হয়,
তুঙ্গ গিরিরাজ যদি শির করে নত,
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা-প্রান্তরে,
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে না আমার।
ভীষ্মের সংহার—দেবী, ভীষ্মের সংহার
চিন্তামাত্র করিয়াছি সার!
জানি না, কে তুমি দেবী,
জানি না কি উদ্দেশ্য সাধনে
তপস্যায় বিঘ্ন তুমি হ'তেছ আমার।
স্নেহবশে যদি তুমি শান্তনু-নন্দনে
রক্ষার্থে আস গো মোর পাশে,
ফিরে যাও আপন আবাসে।
যেতে যেতে শুনে যাও—
যদ্যপি অলক্ষ্যে মোর
দেবসঙ্ঘ করে বিচরণ,
তাদের শুনায়ে দাও
আমি রমণীত্ব দিছি বিসর্জ্জন।
মমতা, মৃদুতা, স্নেহ, মায়া
নিক্ষেপ ক'রেছি আমি
প্রতিহিংসা-অনল-শিখায়।
ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম নয়নাম্বু-স্রোতে।
স্বর্গের কামনা
দেবতা উদ্দেশে আমি ক'রেছি অর্পণ।
প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান,
প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান,
মান অপমান

সমস্তই প্রতিহিংসা ক'রেছে আশ্রয়
যতক্ষণ নাহি হয় ভীষ্মের নিধন,
ভার্গবের প্রচণ্ড পরশু
ভীষ্মকণ্ঠে পতিত না হবে যতক্ষণ
ততক্ষণ অনশন—
জলবিন্দু তুলিব না মুখে—

গঙ্গা। অনশনে মৃত্যু যদি হয়?

অম্বা। মুক্তি নাহি লব।
প্রেতিনী হইয়া আমি ভীষ্মেরে বধিব।
ওই দূরে গর্জিল অশনি!
ওই, ঋষি-কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি,
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন—
ত্রিভুবনে আঁধার আঁধার—
আচ্ছন্ন সকল দেবতার—
পরশু প্রসব করে মৃত্যুর যাতনা।
জাগো মৃত্যু চারিধার হ'তে
কর মৃত্যু বরষার স্রোতে
সমাচ্ছন্ন কর মৃত্যু শান্তনুনন্দনে।
মৃত্যু—মৃত্যু—একমাত্র মৃত্যু প্রাপ্য তার। প্রস্থান

গঙ্গা। এইমত প্রতিহিংসা-বিষদগ্ধ প্রাণে
এইমত একনিষ্ঠ তপ আচরণে
যদি নারী যাচে মোর পুত্রের মরণ,
কে রক্ষিবে সন্তানে আমার?
শোন বালা—শেষ আবেদন—
ছলিতে চাহি না তোরে,
শোন্, আমি ভীষ্মের জননী—

অম্বা। ভীষ্মের জননী তুমি ?
অমৃতের ধারা মধ্যে তীব্র বিষকণা
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে ভাগীরথী ?
তার আজ তীব্রগন্ধে কোমলা কুমারী
সংসার-প্রবেশ-মুখে অনন্ত জ্বালায়
অনন্ত ধরণী-পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
কোথা পিতা স্নেহময়—
কোথা মাতা করুণা-মূরতি
কোথা আত্মীয় স্বজন ? কোথা—
চন্দ্রকর-পরিহিত মলয়-সেবিত
মধু-যামিনীর সেই মধু জাগরণ ?
যাও—চ'লে যাও—
নিষ্ঠুর পুত্রের আচরণে
তব প্রীতি প্রতিহিংসা জাগে !
চ'লে যাও—চ'লে যাও—
এতদিন যে কল্লোলে
কুতূহলে তুলিয়াছ অমৃত-ঝঙ্কার,
এবারে উঠিবে সেথা তীব্র হাহাকার।

শাম্বের প্রবেশ

শাম্ব। অম্বা !
অম্বা। কে তুমি—কে তুই ?
শাম্ব। না বুঝে চরণে অপরাধী।
মৃত্যু যদি শাস্তি মোর, মৃত্যু দাও মোরে।
নহে, এস গৃহে গৃহ-শোভাকরী !
অম্বা। কে তুই—কে তুই ?

পূতিগন্ধময় মাংস, রসনা ছুঁইতে ঘৃণা করে—
মৃত্যু—মৃত্যু !—[হাস্য]
মৃত্যু ত হ'য়েছে বহুদিন।
কীট-দষ্ট শব হ'তে উদ্ধৃত কুকুর !
ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে মোরে—
অপবিত্র স্পর্শে মোর ব্রত ভেঙ্গে যাবে।
চ'লে যা রে দুরাত্মা পামর !
মূষিকে বাঁধিতে আমি
তুলি নাই এ মৃণাল-কর।
দূর হ'—দূর হ'—
আ মরণ ! তবু পাদস্পর্শ আকিঞ্চন ?

প্রস্থান

শাল্ব। আর কি করিতে পারি, মাতঃ !
গঙ্গা। আর কিছু করিবার নাহি প্রয়োজন।
কার্য্যসিদ্ধ হ'য়েছে আমার,
ব্রতভঙ্গ হ'য়েছে অম্বার,
আসন ক'রেছে পরিষ্কার।
এবে, ঘরে যাও পুরুষপ্রবর !
পাইয়া এমন নারী, অযত্নে—হারায়েছ তারে।
মুখ আর দেখায়ো না মানব-সমাজে।
হইয়া অসূর্য্যম্পশ্যা রহ পুরমাঝে।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর

সুমন্ত ও সত্যবতী

সু। হৃদয় প্রস্তুত কর রাণী,
শুনাতে অশুভবার্ত্তা এসেছি জননী!

সত্য। মনেও এনো না, মন্ত্রী,
গাঙ্গেয়ের অশুভের কথা!
শুভগর্ভে জনম তাহার,
শুভ-ব্রত আচারী প্রেমিক ব্রহ্মচারী।
অমঙ্গল আবরিবে তারে।
পুত্র মম যেই স্থানে রাখিবে চরণ
সে দেশে রবে না অমঙ্গল।

সু। ভাগ্যবতী,
একথা বলিতে যোগ্যা তুমি।
ক্ষীণবুদ্ধি আমি, স্বচক্ষে যা' করেছি দর্শন,
হৃদয়ের প্রচণ্ড কম্পন
এখনো নারি যা নিবারিতে।
ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণ
কি ভীষণ—কেমনে বর্ণিব?
ধনুর্ব্বেদে পারগামী দুই মহারথী
পরস্পরে পরাজিতে বদ্ধ-পরিকর।
ধরণী কাঁপিছে থর থর,
দেবতা দেখিয়া দুঃখে মুদেছে নয়ন!

সত্য। ক্ষান্ত কি সন্তান মোর রণে?

সু। অনন্যদৃশ্য দৃশ্য, হের জনার্দ্দন—

বাণে বাণে সর্ব্বস্থানে ক্ষত কলেবর—
গাঙ্গেয় কাতর অদ্য রণে।
সারথি হ'য়েছে হত।
ভীম রোষে রাম আজ ক'রেছেন ভীষ্মে আক্রমণ।
অচলা চঞ্চলা,
তীব্রবেগে গিরি হ'তে বহিতেছে জ্বালা,
গগনে তাড়িত সম উল্কার নির্ঝর,
ছুটিতেছে কালানল প্রতি রাম-বাণে।

১ম দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ ?

১ম দূ। সংবাদ ভীষণ!
জ্ঞানশূন্য দেবব্রত রথ-নিপতিত—
ক'রেছেন ভূতল আশ্রয়।

সু। আর কি শুনিবে মাতা ?

সত্য। এখনো শুনিব—শীঘ্র বল, সত্য বল—
সাবধান, ক'র না গোপন।
পুত্র মম মৃত কি জীবিত ?

২য় দূতের প্রবেশ

২য় দূ। জীবিত—জীবিত রাণী!
এখনো জীবিত তব সুত।
ভূমিতে পতন-মুখে কোথা হ'তে
অপূর্ব্ব মূরতি অষ্ট দ্বিজ
আবির্ভূত হ'ল রণাঙ্গণে,
শূন্যে ধ'রে রেখে দিল শান্তনু-নন্দনে!
দেবতা জাহ্নবী অম্বরম্বু, করিয়া ধারণ
প্রাণরক্ষা ক'রেছেন কুমারের আজি।

সর্ব্বান্তে সমর শেষ
দেবব্রতে পরাজিতে পারেনি ভার্গব।

সু। হে দূত, সংবাদে তুমি প্রাণ দিলে ফিরে,
বিপদ-বারণ নারায়ণ
আজিও করুণা করে
রেখেছেন ভীষ্মের জীবন।
কিন্তু কাল? কি হবে মা?
কেমনে বাঁচিবে পুত্র তব?
পরম প্রেমিক মহামতি
সর্ব্বত্যাগী কৌরবের পতি—
যদি হ'ন পরাজিত রণে
কৌরবের ভাগ্যলক্ষ্মী ডুবিবে সাগরে।
মায়ের আশীষ ভিক্ষা করিয়া গাঙ্গেয়
প্রেরণ করিলা মোরে তোমার সকাশে:
কর্ত্তব্য করহ মাতঃ!

সত্য। অপেক্ষায় রহ হে ধীমান! শূন্য প্রাণ—
কি উত্তর দিব আমি বুঝিতে না পারি।

হরদম ও দূতগণের প্রস্থান

এ কি প্রহেলিকা! জাহ্নবী সমরাঙ্গনে—
তথাপি গাঙ্গেয় যাচে আশীষ আমার?
সত্যব্রতধারী! আমি হীনবুদ্ধি নারী—
সত্য কি আশীষে তব জয়ের নির্ভর?
গুরু-শিষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী—
আকাঙ্ক্ষা গুরু—মম ইষ্ট-নারায়ণ!
কি করিব—কাহারে স্মরিব?
গুরু, গুরু—হে করুণা-মূর্ত্তি তপোধন!

সমস্যা-সঙ্কটে আমি, তব দত্ত মন্ত্রশক্তি করিনু আশ্রয় ।

রাম-পরাজয়ে

রামের আশীষ বাক্যে হে মন্ত্র অক্ষর !

অন্তরে স্ফূরিত হও,

এস ব্যাস ! আমারে আশ্বাস দাও—

লইলাম প্রাণভয়ে শরণ তোমার ।

সত্যবতীর দীপ প্রজ্জ্বালন ও ধূপদানে ধূপাদি দান । *

সত্য । নারায়ণে করি নমস্কার ।

নর নরোত্তমে আমি করি নমস্কার,

আর তুমি ছন্দের প্রসূতি—

বরদা, অক্ষর-রূপা দেবী সরস্বতী !

তব পদে নমি বারবার ।

বহ্নিমুখে হবি দিনু ঢালি,

গুরুদত্ত মন্ত্রপুষ্প দিলাম অঞ্জলি ।

যুক্ত-করে করি আবাহন

এসো ব্যাস, ঋষি-পূজ্য ঋষি সনাতন !

সত্য-রক্ষা তরে, গুরু সনে প্রচণ্ড সমরে

ব্রহ্মচারী পুত্র মোর দারুণ বিপদে ।

হে শরণ্য ! বিপন্না ব্যাকুল তাহে আমি ।

শক্তিতে অক্ষম, যাচি তাই তোমার আশ্রয় ।

এসো ঋষি, অভয় করহ মোরে দান ।

ব্যাসের আবির্ভাব

এ কি হেরি ! কৃষ্ণরূপে প্রদীপ্ত ভাস্কর—

কে তুমি—কে তুমি নরবর ?

---

* মুর্শিদাবাদ নিবাসীদের হিন্দু থিয়েটারের জন্য এই অংশ লিখিত ও উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ; দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল ।

ঢাকি অঙ্গ, চর্ম্মাম্বরে, কনক-পিঙ্গল জটাভারে
আবরিয়া যেন ত্রিভুবন
হে আত্মাম-মূর্ত্তিধারী জীবের কল্যাণ!
কোথা হ'তে কে এলে মহান?
একি! একি একি! তোমারে দেখিয়া
অকস্মাৎ একি ভাব জাগে?
অকস্মাৎ স্বপ্ন-স্মৃতি উদ্বেলিত হিয়া
অকস্মাৎ পুত্রস্নেহে আমি আত্মহারা,
পয়োধরে ছোটে ক্ষীরধারা!
জ্ঞান-হীনা নারী
কি বলিয়া সম্বোধিব বুঝিতে না পারি।

ব্যাস। পুত্র বল—পুত্র বল।
মা! মা! আমি তব অধম সন্তান।

সত্য। পুত্র সত্য ঋষি, পুত্র তুমি?

ব্যাস। পুত্র আমি।
তোমারি পবিত্র গর্ভে জনম আমার।
জন্মাবধি মাতৃস্নেহে আমি মা বঞ্চিত।
শ্রীচরণে স্থান দিতে, যদি মা করিলে আবাহন,
স্নেহ ভিক্ষা দাও মা সন্তানে।

প্রণাম করণ

সত্য। এস বৎস, এস প্রিয়তম!
পুলকে ব্যাকুল অঙ্গ
সলিলে আবৃত হ'ল আঁখি।
তোমারে অঙ্কেতে ধরি ভুবন-ঈশ্বরী-সম গৌরব আমার।

ব্যাস। ভুবন-ঈশ্বরী তুমি
ইথে নাহি সন্দেহ জননী।

তোমার পুত্রত্বগর্বে আমি গরীয়ান,
নিখিল ভুবন-জ্ঞান আয়ত্তে আমার।
অপ্রাপ্য নাহি মা কিছু তব আশীর্ব্বাদে।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিধারা
তব পুত্র হৃদিমধ্যে ত্রিবেণী সঙ্গম।
কিন্তু এ সমস্ত জ্ঞান—হে জননী একের অভাবে
অসম্পূর্ণ—মূল্যহীন।
অসম্পূর্ণ সন্ধ্যা যথা গায়ত্রী অভাবে—
মন্ত্র যথা প্রণববিহীন—
মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, সেইমত
অভাবে দরিদ্র ছিনু আমি—আজ আমি পূর্ণ মনস্কাম।
জননী শ্রীপাদপদ্মে লভিনু আশ্রয়।
বল মা, কি হেতু দাসে করেছ স্মরণ?

সত্য। তপে বিঘ্ন হ'ল কি সন্তান?

ব্যাস। ছিলাম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন জননী
রুদ্ধ করি সর্ব্ব দুয়ার
চারিধারে নির্ম্মাণিয়া প্রাচীর আঁধার
হৃদি মধ্যে আত্মলয়ে ব'সে ছিনু আমি।
প্রবেশের কাহারও না ছিল অধিকার।
দেবতার বাক্য এসে ব্যাহত প্রাচীরে
আবার দেবতা-রাজ্যে চ'লে গেছে ফিরে।
একমাত্র দুঃখ ছিন্ন রুদ্ধ ছিল মাতঃ,
সর্ব্বদা জ্ঞানের দ্বারে প্রহরী জাগ্রত,
তোমার আদেশবাণী লইতে সেথায়।
সেখানে বসিয়া,
শুদ্ধা বুদ্ধি, শুদ্ধা ভক্তি একত্র করিয়া

রচিয়েছিলাম আমি অপূর্ব্ব স্যন্দন।
সেই রথে নর-নারায়ণ—ধরাতলে বরিতে যেন
রথী সারথীর রূপে
আরোহণ করিবেন যাতা—
সেই রথচক্রতলে, জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী—
জীবনের সমস্ত সাধন ফল
রণযূপে উপহার করিবে প্রদান।

সত্য। হে সন্তান! আনন্দে পূরিল প্রাণ!
প্রাপ্য তুমি করিলে প্রদান।
তব আগমন সনে, এ অপূর্ব্ব সমাচার লভে
সিদ্ধ মোর সকল কামনা।
যাও এবে নিজ স্থানে ফিরে—
কার্য্য শেষে এস বৎস জননীর কাছে,
আদরে রাখিব তারে তারে। শীঘ্র যাও—
অপূর্ণ রেখ না সেই অপূর্ব্ব স্যন্দন।

একপার্শ্বে যানের প্রস্থান

হে সুরেশ! শীঘ্র কর যান আয়োজন।
পুত্রে মোর জয়াশীষ দানে
আমি যাব রণাঙ্গনে।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

ভীষ্ম। তেইশ দিন সমভাবে যুদ্ধ ক'রলুম। যত অস্ত্র আমার জানা ছিল, সব প্রয়োগ ক'রলুম, তবু ত ব্রাহ্মণকে পরাস্ত ক'রতে পা'রলুম না! আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধের আরম্ভ। মনে হচ্ছে, আজই যুদ্ধের শেষ। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে সমরে পরাজয় করা যদি আমার সাধ্য হয়, তা হ'লে দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আজ আমাকে দেখা দিন।

ব্রাহ্মণবেশধারী বসুর প্রবেশ

বসু। সাধ্য গাঙ্গেয়। রামকে পরাজিত করা একমাত্র তোমারই সাধ্য।

ভীষ্ম। কে আপনি? কাল আর সাতজন অগ্নিতুল্য তেজস্বী সহচর সঙ্গে নিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন! আজ আবার স্মরণ মাত্র আমাকে আশ্বাস দিতে এসেছেন! হে মহাপুরুষ! আপনারা কে?

বসু। রক্ষা ক'রেছি, রক্ষা ক'রবো। চিরদিনই আমরা তোমাকে রক্ষা ক'রে আসছি। যেহেতু তুমি আমাদেরই নিজ শরীর।

ভীষ্ম। আমি যে বিস্মিত হচ্ছি মহাভাগ!

বসু। বিস্মিত হ'বার কিছু নেই। আমি তোমাকে স্তোকবাক্যে আশ্বাসিত ক'র্‌তে আসিনি। রাম তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'র্‌তে পার্‌বেন না। বরং তুমিই তাঁকে পরাজিত ক'র্‌বে।

ভীষ্ম। কেমন ক'রে পরাজিত ক'র্‌বো? আমি যে সমস্ত অস্ত্র জানি, রামেরও তা জানা আছে।

বসু। না—এমন এক অস্ত্র তোমার বিদিত আছে, যার তত্ত্ব, রাম কি, পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষ জানেন না, কেবল তুমি জান। একটু চেষ্টা ক'র্‌লেই তার প্রয়োগ-সংহার রহস্য তোমার স্মরণে আসবে। এই অস্ত্রতত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে তোমার বিদিত ছিল।

ভীষ্ম। আমি স্মরণে আন্‌তে পারছি না।

বসু। আন্‌তে পার্‌ছ না নয় গাঙ্গেয়! পুরুষ-বধ ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে আন্‌তে সাহস কর্‌ছ না। বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত সম্মোহন নামে প্রাজাপত্য অস্ত্র স্মরণ কর।

ভীষ্ম। স্মরণে এসেছে।

বসু। সেই অস্ত্র জামদগ্ন্যের প্রতি নিক্ষেপ কর। সেই অস্ত্র যেই ভার্গবের অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌বে, অমনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রণ প্রাঙ্গনে

শয়ন ক'র্‌বেন। রাম বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, সুতরাং তোমাকে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হ'তে হবে না। প্রসুপ্ত অথবা মৃত উভয়ই আমরা তুল্য বিবেচনা করি। রামকে জয় ক'রে আমার সম্মোহন অস্ত্র দিয়ে পুনরায় তাঁকে জাগরিত ক'র্‌বে। নিশ্চিন্ত হও কৌরব, রামের কদাচ মৃত্যু হবে না। সুতরাং বিলম্ব না ক'রে অদ্যই রণের প্রথম আবাহনেই তুমি এর অস্ত্রের সন্ধান কর।

ভীষ্ম। এত দিন পরে হে ভার্গব, আমি আপনাকে বাস্তবে পেয়েছি। আমি ক্ষত্রিয়, রণ আমার জাতিগত ধর্ম্ম। রণে জয়লাভই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ তোমার জাতিগত ধর্ম্ম নয়। তুমি রণ-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে ক্ষত্রিয়ের অধিকারে অনর্থক হস্তক্ষেপ ক'রেছ। সুতরাং তোমাকে যে কোন সদুপায়ে পরাজিত করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বসু। অবশ্য কর্ত্তব্য। গাঙ্গেয়! তুমি সামান্য মাত্রও প্রত্যবায়ের ভয় ক'র না।

ভীষ্ম। কিন্তু প্রভু, রাম ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ।

বসু। তুমি ভয় ক'রছ, পাছে ভার্গব অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের সংহার করেন। ভয় নেই গাঙ্গেয়, আমি তোমাকে বৃথা আশ্বাসে প্রতারিত ক'র্‌তে আসিনি! তোমাকে মুহূর্ত্তে পরাভূত ক'র্‌তে পারেন, এমন বহু অস্ত্র তাঁর জানা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সম্মোহনাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহার রামের বিদিত নাই। যে বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির প্রভাবে রাম তোমাকে প্রতিরুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌তেন, রাম সে শক্তি হারিয়েছেন। যখন ভার্গব জনক-সভা হ'তে প্রত্যাগত হরধনুভঙ্গকারী পূর্ণব্রহ্ম রামের পথরোধ ক'রেছিলেন, সেই সময়েই ভার্গবের নারায়ণী-শক্তি রাম-শক্তিতে বিলীন হ'য়েছে। কৌরব! রণের প্রথম আবাহনে তুমি নিঃসঙ্কোচে জামদগ্ন্যের প্রতি সম্মোহনাস্ত্র সন্ধান কর!

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা! আপনার আশীর্ব্বাদে অদ্যই আমি ক্ষাত্র-ধর্ম্মাবলম্বী বিপ্রকে ভূতলশায়ী ক'র্‌বো।

বসু। তোমার মঙ্গল হ'ক। বসুর প্রস্থান

ভীষ্ম। আমাকে কন্যকার নিশ্চিত পরাভব থেকে রক্ষা ক'র্‌লে! আজ আবার ভার্গব-বিজয়ের গুপ্তমন্ত্র আমাকে বিদিত ক'রে গেলে! হে মহাপুরুষ, তোমরা কে? ব'ল্‌লে, আমি তোমাদের দেহস্বরূপ। তবে তোমরা আমার কাছে অপরিচিত রইলে কেন? আমি কি পুণ্য-গৌরবে তোমাদের কাছে এ অপূর্ব্ব প্রীতি লাভের অধিকারী? তোমরা এলে অযাচিত হ'য়ে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে, কিন্তু আমি ব্যাকুল আগ্রহে যাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'র্‌তে সচিবকে পাঠিয়েছি, সেই জননী সত্যবতী এখনও ত আমাকে কোনও সাহস বাক্য প্রেরণ ক'র্‌লেন না!

সচিবের প্রবেশ

স। দাসের!

ভীষ্ম। এই যে, স্মরণ মাত্রেই আপনি এসেছেন!—আশীর্ব্বাদ?

স। মা নিজেই আশীর্ব্বাদ-পুষ্প স্বহস্তে ধারণ ক'রে আপনাকে দিতে আস্‌ছেন।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। ভীষ্ম!

ভীষ্ম। এস মা, ব্যাকুল আমি।
ব'সে আছি আশীষ-ভিখারী।
ক'রেছিনু পণ,
করিব না যুদ্ধে কভু পৃষ্ঠ-প্রদর্শন।
প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব
ধনুর্ব্বেদে আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী—
জয়োবিরণ জিন আমি তব আশীর্ব্বাদে
অপ্রান্ত বুঝেছি তাই মনে।

শ্রেষ্ঠ অস্ত্র যত ছিল ক'রেছি সন্ধান,
রাম-অঙ্গে প্রতিস্থান, বিক্ষত ক'রেছি শরজালে।
তথাপি নারিনু আমি জিনিতে ভার্গবে।
এস শক্তিরূপা মাতা, কর কৃপাদান,
সন্তান আশ্রয় যাচে পায়।
দেখো মা, তোমার দায়,
দেখো যেন ভীষ্ম নাম না ভুলে ধরণী।

সত্য। হে সন্তান ! আমি ক্ষুদ্র নারী,
কিন্তু দয়া করি মাতৃ-সম্বোধনে মোরে
ভুবনে দিয়েছ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান।
প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব সনে তোমারে পাঠায়ে রণে
আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, সর্ব্বস্ব আমার !
নিত্য দেবতার পদতলে
রাশি রাশি অশ্রুবিন্দু ঢেলে
করেছি যে পুণ্য উপার্জ্জন— জয়াশীষ;
এই লও—ধর করে হে প্রিয় নন্দন—যাও রণে,
ভার্গবে সগর্ব্বে কর সমরে আহ্বান।

ভীষ্ম। দাও পুণ্য পেতেছি অঞ্জলি।
শিরে দাও শ্রীচরণ ধূলি।

সত্যবতীর প্রস্থান

হে ভার্গব হও সাবধান,
আজ রণ অবসানে
জগতের চোখ ভীষ্ম হবে বিশ্বজয়ী।
একাধিক বিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছ ধরণী।
শোকাতুরা অগণ্য মাতার
আঁখি হ'তে নিপতিত

চিরন্তপ্ত অবিশ্রান্ত রুধিরের ধারে
সে সবার ক'রেছ তর্পণ।
আজি তার প্রতিশোধ লইব ব্রাহ্মণ!

পরশুরামের প্রবেশ

ভীষ্ম। হে গুরু, প্রণাম লহ মোর।

রাম। হে গাঙ্গেয়, শুন মোর শেষ অনুরোধ।
ভ্রাতৃবধূরূপে অম্বারে অদ্যই তুমি করহ গ্রহণ

ভীষ্ম। বৃথা অনুরোধ তপোধন।
অন্যাভিলাষিণী জানে
একবার যে নারীরে ক'রেছি বর্জ্জন,
যদি তারে উপহার নিজ হাতে দেন নারায়ণ
তবু সে না পাবে স্থান কৌরবের গৃহে।

রাম। তবে কর ইষ্টের স্মরণ।
প্রাণ ল'য়ে রণাঙ্গন হ'তে
ফিরে আজ নাহি যাবে শান্তনু-নন্দন।

ভীষ্ম। নিত্য তুমি যেই মৃত্যু দিতেছ আমারে,
আজিও কি সেই মৃত্যু দিবে হে ব্রাহ্মণ?

রাম। না গাঙ্গেয়! আজ তব মৃত্যু সুনিশ্চয়।
আগে দেখি নাই ভীষ্ম,
দেবতা আসিয়া, থাকি তব অন্তরালে
তোমার জীবন রক্ষা করে।
কল্য আমি করেছি দর্শন, সে অষ্ট ব্রাহ্মণ,
তপোনীর উপবিষ্টা জননী জাহ্নবী!
আজ তারা কেহ না আসিবে।
যদি আসে, অমল পরশে

আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে।
বাষ্পে পরিণত হবে জাহ্নবীর তনু।

ভীষ্ম। ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণে
অনিদ্রায়, অনশনে, চিন্তার প্রহারে
মস্তিষ্ক-বিকার তব ঘ'টেছে ব্রাহ্মণ!

রাম। ভুলেও না মনে দিও স্থান।
তপস্যাই একমাত্র সম্বল আমার।
তপস্যা আহার—তপ-বর্ম্মে দেহ সুরক্ষিত—
ক্ষুধা তৃষ্ণা সন্নিধানে আসিতে না পারে।

ভীষ্ম। ধনুর্ব্বেদে যদি জ্ঞান পূর্ণ তব হয়,
আমিও ত পূর্ণজ্ঞানে আছি অধিকারী।
তুমি জান যে বাণের প্রয়োগ-সংহার,
সে জ্ঞানে আমারও অধিকার।
এ বিশ্বাস আছে গুরু শিক্ষা দান-কালে
জ্ঞান তুমি করনি গোপন।

রাম। না গাঙ্গেয়, খুলে দিছি রত্নের ভাণ্ডার,
যেখানে যা অস্ত্র ছিল,
তোমারে দিয়াছি অধিকার।
তবে শুন মতিমান—ব্রাহ্মণের মান রাখিবারে,
কল্য মোরে জ্ঞানযোগে ক'রেছেন দান
পাশুপাত মহাস্ত্র দেব পশুপতি।
মানবের সে অজেয় বাণের প্রহারে
ইচ্ছামৃত্যু! ইচ্ছা তব কীরিব সংহার।

ভীষ্ম। অস্ত্রে আজ কে হানিবে শর?

রাম। তুমি, বীরবর!

ভীষ্ম। তবে গুরু, পরি ইষ্ট করহ স্মরণ—

আজ তব শেষ রণ, রণাঙ্গন শয়ন তোমার।
আঁখি মুদে রহ বসুমতী!
বৃথা অস্ত্রদান তব দেব পশুপতি।
মুদ আঁখি আকাশে দেবতা!
বিশ্বে বিশ্বে সমীরণ বহ এ বারতা—
আজি ভার্গবের শেষ রণ-অভিনয়।
এস পতি-পুত্র হারা, এস শোকাতুরা,
দলে দলে যে যেখানে আছ ক্ষত্রনারী
এস ত্বরা। দেখে যাও—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ
যুগে যুগে করেছে যে ভীষ নির্য্যাতন,
এত দিন পরে তীব্র প্রায়শ্চিত্ত তার।
ধর—ধর শরাসন, তপোধন!
নিক্ষেপিব বাণ সম্মোহন
সাধ্য থাকে, তব অস্ত্রে করহ সংহার।

নেপথ্যে দেবগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর—

মায়ের প্রবেশ

মা। সংহর—সংহর শর,
হে গাঙ্গেয়! বিঁধোনা ভার্গব-কলেবর!

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। তপঃপরায়ণ ঋষি, আত্মজ ব্রাহ্মণ,
গুরু তব মঙ্গল-বিধাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সন্তান আমার।

ভীষ্ম। কে আপনি অপূর্ব্ব-মূরতি?
জ্ঞান ভক্তি প্রীতি
পরশে জাগায়ে দিলে অন্তরে আমার!

বসুর প্রবেশ

বসু। পরম দেবতা দেবতার
সর্ব্ব-ভক্তি সমষ্টি আকার—ভাগ্যবান্ !
দেবর্ষি নারদ আজি ধ'রেছে তোমারে।
রাখ ভূমে শর শরাসন, স্পর্শ কর ঋষির চরণ,
রাখ বাক্য তাঁর,
রাম-অঙ্গে করিও না অস্ত্রের প্রহার।

ভীষ্ম। বৃথা এলে ঋষিরাজ !
আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার,
রণক্ষেত্রে শত্রু হ'তে মুখ না ফিরাব,
বাণ চিহ্ন পৃষ্ঠে না ধরিব।

না। জামদগ্ন্য ! অনুরোধ মম—
আজি হ'তে কর ত্যাগ ক্ষত্রিয় আচার,
ফেলে দাও অস্ত্র ভূমিতলে।
ব্রাহ্মণের মহাস্ত্র বিনয়, পরাজয় জয়,
অপমান মানের গরিমা।

রাম। হে গাঙ্গেয় ! পরাজিত আমি।

ভীষ্ম। (দ্রুতপদে গিয়া রামের পদ ধারণ)
হে গুরু অপরাজিত !
যুদ্ধ-ফল তব পদে দিলাম অঞ্জলি।
সত্যময় তপোনিধি ! করহ স্মরণ,
অস্ত্রশিক্ষা অবসানে,
কি আশীষে ক'রেছিলে শীর্ব্বাদ মোরে !
কর কৃপা, দাও পদধূলি
রণক্ষেত্রে জয়ে মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাম। পরম সন্তুষ্ট তুমি করিয়াছ রণে,

যাও বৎস, আপন ভবনে
ধরা মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর তুমি।
দেবর্ষি প্রণাম লহ, লহ নতি মাতা,
আর তুমি—মুক্ত আঁখি হে বসু-প্রধান
অসংখ্য প্রণাম তব পদে।

রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

এলে মা, দেখিলে রণ?

অম্বা। দেখিয়াছি ঋষি,
ভীষ্ম হ'ল ভার্গববিজয়ী।

রাম। তার পর?

অম্বা। তার পর আমি।

রাম। তুমি! তুমি কি করিবে বালা?

অম্বা। (হাস্য) আমি কি করিব?
আর কি করিব ঋষি,
আমি নিজে ভীষ্মেরে বধিব
জামদগ্ন্য যার সনে রণে পরাজিত,
শরের চালনা দেখে দেবতা স্তম্ভিত—
আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কে বা হ'তে পারে প্রতিদ্বন্দ্বী তার?

রাম। ত্যজ মা বৃথাই অভিমান।

অম্বা। ফেরাও করুণা-দৃষ্টি, যাও তপোবন—
কর্ত্তব্যে বেঁধেছি মন,
তপস্যায় বিঘ্ন মোর ক'রনাক আর,
চ'লে যাও আপনার পথে।

রামের প্রস্থান

(হাস্য) এই কি বিধির ইচ্ছা ?
যে প্রচণ্ড শৌর্য্য—সমবেত রাজশক্তি
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল ভীষণ আহবে,
শক্তিশূন্য করিল ভার্গবে,
আমি হব প্রতিদ্বন্দ্বী তার ?
সত্য কি দেবতা ? অথবা মত্ততা !
সত্য কি আমার বাণে
ইচ্ছামৃত্যু বিশ্বজয়ী ভূমিতে লুটাবে ?
এ সংসারে বজ্রচক্ষে, শূন্যপ্রাণে, ঘন অন্ধকারে
যে নারী বান্ধবহীনা একাকী বিচরে,
হে শঙ্কর, সে কি গো এতই অভাগিনী ?
যার কেহ নাই—
ত্রিজগতে সত্য কি তাহার কেহ নাই ?

মহাদেবের প্রবেশ

মহা। আছে—কেহ নাই যার, একজন আছে তার।
সেই আমি—বর লহ বালা !

অম্বা। হে ঈশ্বর,—
দেখ—দেখ—দেখ হে শঙ্কর !
মুগ্ধা আমি—অবশ রসনা—
বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শূলে।
খুঁজে লও—তুলে লও আবদ্ধ কামনা !
বল—বল—ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
মুক্তি এসে সাধিছে আমায়, জড়াইছে পায়,—
হে বিভু, হে মুক্তির আধার !
তোমারে দেখেছি আমি—

মৃত্যু কি আমি নাহি চাই, অখিলের স্বামী।
বর দাও, ভীষ্মে আমি করিব সংহার।

মহা। ভীষ্মে তুমি করিবে সংহার।

অম্বা। জয় জয় ত্রিপুরারি—আর কারে ডরি—
পাতহ অঞ্জলি, মৃত্যুরস দিব ঢালি,
তোমারে করাতে পান শান্তনু-নন্দন!

মহা। কিন্তু নারী, হ'তে হবে নর—
দেহান্তর গ্রহণ করিতে হ'বে তোরে।

অম্বা। এখনি করিব নাশ,
এখনি করিব দগ্ধ জর্জ্জরিত তনু।
ওঠ জেগে চিতার অনল।
শিখায় শিখায় ধর তীব্র হলাহল,
উল্লাসে সাঁতার দিব তাহে।
দেহ পোড়াইব, পরমাণু হব—
শুদ্ধ মাত্র তীব্র বিষ, প্রাণ-সাপ্ন ল'য়ে যাব পারে
শান্তনু-নন্দন
সেই বিষে জীর্ণ হ'য়ে ত্যজিবে জীবন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন-প্রান্তস্থ আশ্রম

কক্ষ

দ্রুপদ ও ধৌম্য

ধৌম্য। মহারাজ! মৎস্যরাজ বিরাট আপনার কাছে আমাকে প্রেরণ ক'রেছেন। আপনি নগরে নেই শুনে এখানে এসেছি। আপনার নগরে ফেরবার অপেক্ষা ক'রতে পারি নাই। পঞ্চপাণ্ডব বিরাট-ভবনে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছেন। সেখানে বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-তনয় অভিমন্যুর বিবাহ। সেইজন্য সপুত্র, সবান্ধব আপনাকে তিনি নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। অবশ্য বিবাহ উপলক্ষ। উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে আপনার সৎপরামর্শ গ্রহণ। দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ এসেছেন, বলদেব এসেছেন, অন্যান্য রাজাও এসেছেন। এখন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাকে সবিশেষ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ত মহারাজ?

দ্রু। খুব বুঝেছি! ব্যাপার বিরাট!

ধৌ। তাহ'লে সত্বর যাতে উপস্থিত হ'তে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন।

দ্রু। ব্যবস্থা আমাকে আর ক'রতে হবে না প্রভু, ব্যবস্থা একেবারে উপর থেকে হ'য়ে আসছে।

ধৌ। সে কি রকম?

দ্রু। কৃতান্ত নিতান্ত কৃপালু হ'য়েছেন। তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বিরাট আয়োজন ক'রছেন। এরূপ অবস্থায়

বিরাট ভবনে যাওয়া আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। বিস্মিত হ'য়েছেন, আমার কথা বুঝতে পারছেন না। দুর্বুদ্ধিবশে কিঞ্চিৎ স্ত্রৈণ হ'য়ে প'ড়েছিলুম। সেই স্ত্রৈণত্বের অনুরোধে একটা বিরাট ভুল ক'রে ফেলেছিলুম। তার ফলে বিরাট বিপদে প'ড়েছি যে, তা থেকে উদ্ধার হবার আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং বিরাট-ভবনে আমি যে উপস্থিত হ'তে পারব তার আশা নেই।

ধৌ। সত্য? আপনি এতই বিপন্ন?

দ্রু। যখন কৃপা ক'রে অধীনের এখানে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন একটু অপেক্ষা ক'রলেই বুঝতে পা'রবেন! আমার বৈবাহিক দশার্ণরাজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে সসৈন্য পাঞ্চাল রাজ্যে আগমন ক'রছেন।

দূতের প্রবেশ

দূ। মহারাজ! দশার্ণরাজ সসৈন্য নগর প্রান্তে উপস্থিত হ'য়েছেন।

দ্রু। বেশ ক'রেছেন। তুমি তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল আমি নিঃসৈন্য তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় এই বনপ্রান্তে ব'সে আছি।

দূতের প্রস্থান

ধৌ। দশার্ণরাজ আপনার বৈবাহিক। তবে তিনি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আসছেন কেন?

দ্রু। ওই! তিনি সম্মুখে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে নিজেই আসছেন, এখনি আপনি বুঝতে পারবেন।

দশার্ণরাজের প্রবেশ

দশার্ণ। কোথায় পাপিষ্ঠ পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। এই যে পাপিষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে।

দশার্ণ। এই যে! আছ আছ নরাধম!

দ্রু। হাঁ—হাঁ—ভুল ক'রবেন না বৈবাহিক! মধ্যে মধ্যোক্ত ব্যবধান আছেন।

দশার্ণ। প্রতারক! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

রুদ্র। সর্ব্বদাই প্রস্তুত বৈবাহিক! তবে কিনা বৈবাহিকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধটাই বড় সুখকর হয়। আমি প্রতারক হ'তে পারি। কিন্তু মাঝখানে যে তারকব্রহ্ম আছেন, তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। তাহ'লে জানতে পা'রবেন বৈবাহিকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধই হ'তে পারে, বাহু আস্ফালন ক'রে অস্ত্রযুদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু কদাচ অসিযুদ্ধ হ'তে পারে না।

দশার্ণ। নির্লজ্জ! এরূপভাবে কথা কইতে এখনও তোমার মুখ আছে?

রুদ্র। শুধু কথার জন্য কেন বৈবাহিক, ভোজনের জন্যও আছে।

ধৌ। ব্যাপার কি দশার্ণরাজ? জানতে পারি কি?

দশার্ণ। কে আপনি?

ধৌ। পাণ্ডব-পুরোহিত।

দশার্ণ। ব্যাপার কি শুনবে! কথা মুখে আনতেই আমার ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে।

রুদ্র। ঘৃণা বোধ হওয়াই উচিত। বৈবাহিকের বাটীতে যখন পদধূলি প'ড়েছে, তখন পিষ্টক মুখে আনবেন, সন্দেশ মুখে আনবেন, আর আনবেন সুপক্ক কদলী—কখনও বাজে কথা মুখে এনে মুখ নষ্ট ক'রবেন না।

দশার্ণ। চুপ কর বর্ব্বর!

রুদ্র। চুপের জন্য এই যে স্বতন্ত্র ধমক দিচ্ছেন, এতেও আপনার মুখে কথা আসছে।

ধৌ। দশার্ণরাজ! আমি আপনার ক্রোধের কারণ কিছু বুঝতে পা'রছি না। তবু বলি, বৃদ্ধ-রাজা, ওঁ'র উপর আপনি ক্রোধ ক'রবেন না।

দশার্ণ। ক্রোধ ক'রব না? কি বলছেন ঠাকুর? ওকে যতক্ষণ না আমি হত্যা ক'রছি, ততক্ষণ আমার ক্রোধের উপশম হচ্ছে না। এই নরাধম দৈত্য আমার সঙ্গে কি প্রতারণা ক'রেছে, তা' কি আপনি জানেন?

দ্রু। অবশ্য ধ্যানে বস্‌লে জান্‌তে পারেন। নতুবা কি ক'রে জান্‌বেন?

ধৌ। সত্যই কি পাঞ্চালরাজ, আপনি প্রতারণা ক'রেছেন?

দ্রু। (মাথা নাড়িয়া) কিঞ্চিৎ।

সত্যার্থ। কিঞ্চিৎ কি ঠাকুর! বিরাট প্রতারণা! প্রতারক তার মেয়েকে ছেলে ব'লে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে।

দ্রু। ওই আবার বিরাট এলো ঠাকুর, আমাকে আর বিরাটের বাড়ী যেতে হ'ল না! আমার বৈবাহিক পর্য্যন্ত প্রতারণার সঙ্গে একটা বিরাট এনে উপস্থিত ক'রেছেন।

ধৌ। কি ক'রেছেন পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। বৈবাহিকের উপকার করেছি। আমার কন্যা যখন ওঁর ঘরে যাবে, তখন উনি তাকে ব'ল্‌বেন বৌমা। আর ওঁর কন্যা যখন আমার ঘরে আস্‌বে, তখন আমি তাকে বল্‌ব বৌমা। এতে আমাদের ভালবাসা চক্র-বৃদ্ধির হিসাবে বেড়ে যাবে। দুজনে জড়াজড়ি না ক'রে আর আমরা থাক্‌তে পার্‌বো না। এস বৈবাহিক, নমুনা স্বরূপ দুজনে একবার গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করি।

ধৌ। না পাঞ্চালরাজ, এর ভেতরে একটা কোন গভীর অর্থ আছে।

দ্রু। নিশ্চয় আছে। দুটো মেয়ের কোনটাকেই আর স্ত্রৈণ হ'তে হবে না। সে দফা একেবারে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছি। আবার যে তাদের বৈবাহিক এমনি ক'রে ক্রোধভরে চক্ষু আরক্ত ক'রে মারামারি ক'র্‌তে আস্‌বে, তার মূলেও ঘা মেরে দিয়েছি।

ধৌ। আসল ব্যাপারটা কি, আমাকে কি ব'লবেন পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। অবশ্য ব'ল্‌ব। আপনি শুনুন। বৈবাহিক! আপনিও শুনুন। আরক্ত চক্ষু কিঞ্চিৎ নিমীলিত ক'রে আমার কথাটা একবার শুনুন। শুন্‌লেই আপনার রাগ অনুরাগে পরিণত হ'বে। আপনারা উভয়েই জানেন, আচার্য্য দ্রোণ একসময়ে আমার অপমান ক'রেছিলেন।

ধৌ। জানি।

দ্রু। আর এটাও জানেন, ভীষ্ম সেই অপমানের কার্য্যে দ্রোণের সাহায্য ক'রেছিলেন।

ধৌ। জানি।

দ্রু। আমি সেই জন্য দ্রোণবধের সঙ্কল্প ক'রে এক যজ্ঞ ক'রেছিলুম। সেই যজ্ঞে হোমানলে এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করি। পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আর কন্যা কৃষ্ণা।

ধৌ। সে কন্যা ত আমাদের গৃহলক্ষ্মী হ'য়েছেন।

দ্রু। তা' তো হ'য়েছেন, কিন্তু এদিকে আমারও গৃহলক্ষ্মী তুলসী-বগলে বৈকুণ্ঠ যাত্রার ব্যবস্থা ক'রেছেন।

ধৌ। সে কি রকম?

দ্রু। আমার প্রিয় মহিষী ছিলেন অপুত্রা। তিনি অনলের গর্ভে সন্তান উৎপাদন হ'তে দেখেই ঈর্ষানলে একেবারে জ্ব'লে উঠ্‌লেন। আমায় বললেন, যজ্ঞের ফলে হোমানল থেকে যদি সন্তান হ'তে পারে, তা হ'লে তাঁর জঠরানল থেকে কি সন্তান হ'তে পারে না? রাজা, তুমি আবার যজ্ঞ কর। কি করি ঠাকুর, প্রিয় মহিষীর অনুরোধ—আবার তপস্যায় ব'সে গেলুম। কিন্তু কি ব'লব বৈবাহিক, বিল্বপত্রটি চন্দনাক্ত ক'রে যেমন ব'লেছি 'ধ্যায়েন্নিত্যম্' অমনি একেবারে সম্মুখে 'রজতগিরিনিভম্'! শিবঠাকুর সুমুখে এসেই ব'ল্‌লেন—বর গ্রহণ কর। বর চাইতে গিয়ে অদৃষ্টক্রমে ভীষ্মকে মনে পড়ে গেল। কাজেই ব'ল্‌লুম—প্রভো! ভীষ্মকে সংহার ক'রতে পারে এমন একটি পুত্র আমাকে দান কর। ঠাকুর ব'ল্‌লেন—তথাস্তু। পুত্র পাবে, তবে কিনা সেটা কন্যা হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রবে, পরে পুত্ররূপ ধারণ ক'রবে। শিববরে কন্যাটি লাভ ক'রলুম। পরে সে পুত্র হবে বুঝে, তাকে আগে থাক্‌তেই পুত্র ব'লে প্রচার ক'রলুম। লোকে জান্‌লে আমার পুত্রই হ'য়েছে—আমরা স্বামী স্ত্রী জান্‌লুম—কন্যা। আজ পুত্র হয়, কাল পুত্র হয়, এই মনে ক'রে, বিবাহের কাল পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা ক'রলুম। কন্যা পুত্র হ'ল না। শেষে মনে ক'রলুম—বিবাহ

দিলে হয়ত কন্যা পুরুষরূপ ধারণ ক'র্‌বে। এই না ভেবে তার বিবাহ দিলুম। তা'তেই এই সমস্ত গোলের সূচনা! তা ঠাকুর, শিব যে ঠকালেন, তা' কেমন করে বুঝব?

ধৌ। আপনার কন্যাটিকে একবার দেখাতে পারেন।

দ্রু। কি করে দেখাব? বৈবাহিক লগুড় নিয়ে আগমন ক'র্‌ছেন শুনে সে লজ্জায় অরণ্যের অভিমুখে পলায়ন ক'রেছে।

দশার্ণ। পালাবে কোথায়? তুমি তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর।

ধৌ। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, দশার্ণরাজ! আমার বিশ্বাস, আপনাকে বহুদিন মনোবেদনা ভোগ ক'র্‌তে হবে না। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সূচনা হ'য়েছে। রাজা দ্রুপদের বাক্য যদি সত্য হয়—

দ্রু। সে কি প্রভু! এই বৃদ্ধ বয়সে আমি মিথ্যা কইব! তাই কি না ব্রাহ্মণের সম্মুখে!

ধৌ। তা হ'লেই ঠিক হ'য়েছে। দশার্ণরাজ! যদি সত্য উপলব্ধি ক'রবার কখন কোনও উপযুক্ত সময় থাকে ত তা' এই। আপনি সেই উপযুক্ত সময়েই দ্রুপদ-গৃহে এসেছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে অগণ্য সৈন্যের সমাবেশ। অগণ্য নরশোণিতে ধরণী প্লাবিত হবে। প্রকৃতির অবস্থা দেখে বুঝতে পা'র্‌ছি, এ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের কিছুতেই রোধ হবে না। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে মহামতি ভীষ্মকে কৌরব পক্ষ অবলম্বন ক'র্‌তেই হবে। তাঁকে নিধন ক'র্‌তে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর কেউ নাই। যে নিধন ক'র্‌তে পা'র্‌বে, তাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বসংহারী মহাকালের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'র্‌তে হবে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। দ্রুপদকন্যাকে নিশ্চয়ই আপনি জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হবেন। শিববাক্য লঙ্ঘন হয় না।

শিখণ্ডীকে লইয়া গঙ্গাতারের প্রবেশ

স্কন্ধ। সত্য তুমি বলিয়াছ দ্বিজ!
শিববাক্য না হয় লঙ্ঘন।

এই লও বরহে রাজন্ !
যে সঙ্কল্পে ক'রেছিলে শিবের অর্চ্চনা,
সে সাধনা সার্থক তোমার।
আসিতে অরণ্য-পথে,
দেখিলাম বিচরিতে অপূর্ব্ব কুমার !
শুনিলাম তুমি পিতা তার,
কর্ম্মবশে আকৃষ্ট হইয়া,
বালকে ধ'রেছি করে করে।
পরশের সঙ্গে সঙ্গে
পশেছে পুত্রের হৃদে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান।
ধনুর্ব্বেদে হ'য়েছে মহান্,
সমর-দুর্দ্ধর্ষ তব সুত।
ধর ধর ভাগ্যবান্,
মহেশের এ অপূর্ব্ব দান,
শীঘ্র ধর বক্ষে মহামতি !

দ্রু। এস হৃদে শঙ্কর-করুণা !
জানি না আমার তুল্য ভাগ্যবান্ কেবা !
বৈবাহিক—বৈবাহিক !
কৃপণতা পরিহর—বদ্ধ আলিঙ্গনে,
এস ভাই, দূর করি মনের বেদনা।

দ্রোণ। দুর্ম্মতি অধম দুরাচার
স্বার্থান্ধ অজ্ঞান আমি।
করিয়াছি তব অপমান ! ক্ষম রাজা মোরে।

যো। কে আপনি মহাজন ?

রাম। অবিলম্বে জানিবে রাজন্ !

যো। হে প্রভুর শঙ্কর-মূরতি !

শ্রীপদে প্রণতি মোর।

রু। দয়াময়, উচ্ছলিত আনন্দে বিপদ্ল, জ্ঞানহীন করিয়াছে
করুণা তোমার।
ক্ষম নাথ দাসে,
ব'স হে আবাসে মোর।

রাম। প্রয়োজন নাহি রাজা।
ইচ্ছা মত গতি মোর, ইচ্ছা মত স্থিতি,
আসিনু চলিনু আমি,
আশীষ করিনু হ'ক মঙ্গল সবার। প্রস্থান

শি। পিতা, পিতা!
শংকরের করি আরাধনা
নরত্ব ক'রেছি উপার্জ্জন।
সঙ্গে সঙ্গে নব ভাব জাগে,
নব অনুরাগে
আকুল হইল হিয়া মম।
ল'য়ে চল যেথায় জননী—ল'য়ে চল;
তিতিছে নয়ন জলে যথা
পূর্ব্ব সখী, এবে প্রণয়িনী।
হে দশার্ণপতি,
চল যাই, নবরূপে নব সাধ সনে
তব নন্দিনীরে দিতে আত্ম-উপহার।

দশার্ণ। এস রাজা!
পাতাল পুরাই আজি আনন্দ উল্লাসে।
আবাসে আবাসে আনন্দে মাতুক নর-নারী।

রু। হে ব্রাহ্মণ! বিরাটে সংবাদ কর দান
আমি, গুরুর চলিনু তাঁর পাছে। প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাট রাজ-সভা

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি,

বিরাট ও রাজগণ

বিরাট। অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে কয়দিন আমাদের অতি আনন্দে অতিবাহিত হ'য়ে গেল। আমি ভাগ্যবান, আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বৈবাহিকরূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৃপায় আজ নরদেব বলদেব ও কেশবের আত্মীয়তা লাভ ক'রেছি। এ আনন্দ আমার ক্ষুদ্র মৎস্য-দেশবাসীকে জানিয়ে তৃপ্তিলাভ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। বলুন মহারাজ, কেমন ক'রে জগৎবাসীর কাছে আমার এ সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করি?

সাত্যকি। কালবশে শীঘ্রই আপনার সে বাসনা চরিতার্থ হবার সুযোগ হচ্চে মহারাজ!

বল। কি ক'রে তুমি জান্‌লে সাত্যকি?

সাত্যকি। কি ক'রে জা'নলুম, তা আপনাকে ব'লে কি হ'বে?

বল। কিছু হোক না হোক, তবু ব'লতে দোষ কি?

সা। দু'দিন পরেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৈতৃক রাজ্য-প্রাপ্তির মীমাংসা ক'র্‌তে ধর্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সমবেত হ'তে হ'বে।

বল। তোমাকে এ কথা কে ব'ল্‌লে?

সা। যাঁর চরণে আমি আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি, সেই অন্তর্য্যামী ভিতর থেকে আমাকে এই কথা ব'ল্‌ছেন!

বল। দেখ সাত্যকি, এই সমস্ত বিজ্ঞ রাজাদের সম্মুখে তোমার মত যুবকের অযাচিত হ'য়ে কথা কওয়া বড়ই ধৃষ্টতা!

সা। বেশ, যদি ধৃষ্টতাই মনে করেন, তা হ'লে চুপ ক'রলুম। তা হ'লে মহারাজ যুধিষ্ঠিরই রাজা বিরাটের প্রশ্নের উত্তর দিন। বলুন

মহারাজ, আমাদের অনুরোধে রাজা বিরাট আপনাকে অতি সংগত প্রশ্ন ক'রেছেন, উত্তরে যদি কিছু বলবার থাকে বলুন, আমরা শুনে ঘরে চলে যাই। রাজা বিরাটের প্রচণ্ড আতিথ্যে আমাদের যে বিষম উদর স্ফীত হ'য়েছে, কিছুদিন নিরম্বু বিশ্রাম না ক'রলে সে স্ফীতির উপশম হবে না। কেমন আর্য্য, এটা আপনি স্বীকার করেন কি না?

বল। এটা স্বীকার করি। বিরাটরাজের সেবা আমাদের চিরকালই স্মরণে থাকবে।

যুধি। কৃষ্ণ! ভাই। আমার মনোগত অভিপ্রায় এই সভাসদ্‌গণের সম্মুখে প্রকাশ কর।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। আসুন মহারাজ! আমরা এই সভায় আপনার অভাব অনুভব ক'রছিলুম। উৎসব-শেষে আমাদের বিদায় গ্রহণের সময় হ'য়েছে। কিন্তু বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আপনাদের কাছে একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

দ্রু। আমরা শোনবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি বাসুদেব।

কৃষ্ণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা আপনারা সকলেই জানেন। কেমন ক'রে তিনি শকুনির ছলনায় রাজ্য হারিয়েছেন, বনবাসের জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, এ সমস্ত আপনাদের কারও অবিদিত নেই। বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাস সময়ে রাজা বিরাটের দাসত্ব অঙ্গীকার ক'রে তিনি যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেছেন, রাজা বিরাট তা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

বিরাট। সে কথা আর উত্থাপন ক'রবেন না। ধর্ম্মরাজ আমাকে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমা না করলে জীবনে আমার আক্ষেপ দূর হ'ত না।

কৃষ্ণ। মহারাজ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস ক'রে সত্যেরই অনুসরণ ক'রেছেন। এখন ইনি মুক্ত—ধর্ম্মতঃ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী এবং প্রার্থী। রাজা দুর্য্যোধন এঁকে সেই অধিকার থেকে অন্যায়রূপে বঞ্চিত ক'রেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য তিনি

দেবেন কি না, এ বিষয়ে আমরা এখনও পর্য্যন্ত জানতে পারিনি। যদি না দেন, তা হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য। কিন্তু পরের অভিপ্রায় না জেনে কাজ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত ?

দ্রু। আপনার মত কি ?

কৃষ্ণ। আমার অভিপ্রায়, রাজা যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা ক'রে দুর্য্যোধনের কাছে কোন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে প্রেরণ করুন।

বল। কেশবের এ কথা ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত। এরূপ কার্য্য দুই পক্ষেরই শ্রেয়স্কর। আপনারা একজন নীতিজ্ঞ দূত প্রেরণ করুন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁকে প্রণাম ক'রে বিনয়যুক্ত বাক্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

সা। তার পর ?

বল। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু পরাক্রমের ভাণ দেখিয়ে তাঁদের ক্রুদ্ধ করা কোনও ক্রমে উচিত নয়।

সা। আমারও তাই মত—তবে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। আমার ইচ্ছা মহারাজ আর কোন দূতকে না পাঠিয়ে, নিজেই দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে কৌরব-সভায় উপস্থিত হন।

বল। একটু বিনীতভাবে নিবেদন ক'র্‌লেই তিনি অর্দ্ধরাজ্য দান ক'র্‌বেন।

সা। আর একটু বেশী বিনয় দেখালেই তিনি দুর্য্যোধনের অর্দ্ধেকটাও ছেড়ে দেবেন। তার চেয়ে আর একটু বিনয় দেখালেই দুর্য্যোধন কৌপীন নেবে, শকুনি ভাগাড়ে যাবে, আর কর্ণ কেবল ব'সে ব'সে নিজেকে ধর্ষণ ক'র্‌বে।

বল। তুই কি বল্‌তে চাস, যুদ্ধের ভয় দেখালেই দুর্য্যোধন রাজ্য ছেড়ে দেবে ?

সা। আমি ত তোমার কথায় সায় দিচ্ছি, তবে যেখানে যেখানে তুমি খেই হারিয়ে ফেল্‌ছ, আমি সেইখানে কেবল একটা আধটা গুঁজি দিচ্ছি।

বল। দুর্য্যোধন এমন যে কি অন্যায় ক'রেছে, তা' ত বুঝতে পারছি না। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমত্ত হ'য়ে পাশা খেলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরহস্তগত ক'রেছেন, শকুনি খেলায় পারদর্শী বলে সেই ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছে। তা'তে দুর্য্যোধনের অপরাধ কি ?

সা। অপরাধ দুর্য্যোধনের নয়, তোমারও নয়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই রকমই ব'লে থাকে। তোমার যেমন প্রকৃতি, তুমিও সেই রকম ব'লছ।

বল। রাগ করছ কেন ? আমার কথা একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান কর।

সা। রাগ তোমার ওপর হবে কেন আর্য্য! রাগ হ'চ্ছে এই সব সভাসদদের ওপর, যেহেতু তাঁরা তোমার এই পাগলের প্রলাপ নীরবে শুনছেন।

বল। কথাটা অযথা কিসে হ'ল যে, শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিল ?

সা। যাও, যাও—সোমরস তোমায় চিনেছে, তুমিও সোমরসকে চিনেছ। তাই ব'সে ব'সে কলসী কলসী পান কর।

বল। আরে মল, অন্যায়টা কি ক'রে হ'ল বল! মিছামিছি রক্তপাতটাই কি ভাল ? দুর্য্যোধন কি অধর্ম্ম ক'রেছে ?

সা। বলি, ধর্ম্মরাজ কি নিজের বাড়ীতে পাশা খেলেছিলেন ? না পাপাত্মা দুর্য্যোধন তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে কপট দ্যূতে হারিয়েছিল ? নিজের বাড়ীতে যদি ধর্ম্মরাজ হা'রতেন, তা' হ'লে বটে তাঁকে ধর্ম্মতঃ পরাজিত ব'লতে পারতুম। যখন কপটদ্যূতে হারিয়েছে, তখন আবার দুরাত্মার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব কি ? মহারাজ যুধিষ্ঠির এখন ত যুক্ত, তবে তিনি সেই পাষণ্ডের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে যাবেন কেন ? যদি তোমার কথাই ধরি, তোমার মতে সমস্ত সম্পত্তি যদি দুর্য্যোধনেরই হয়, তা' হ'লে ত সে পরধন ! ধর্ম্মরাজ পরধন ভিক্ষা ক'রতে যাবেন কেন—বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রবেন।

দ্রু। আমিও ওই কথা বলি।

সা। আপনারা ওঁর কথায় কর্ণপাত ক'রবেন না। উনি যদুকুল-শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই ব'লে, ওঁর কথায় আমরা কেউ কর্ণপাত করি না।

বল। কি ব'ললি পাষণ্ড?

সা। যাও, যাও—তোমার উপদেশের আবার মূল্য কি? আপনারা শুনুন যদি দুর্য্যোধন সসম্মানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দেয়, তা'হলে গ্রহণ করুন। নইলে সকলে মিলে তা'কে সবংশে নিধন করুন। আমার এই পাগল পিতামহের কথায় কাণ দেবেন না।

বল। সাত্যকি, তুই ম'রি।

সা। তা' তোমার ওই অন্যায় দুর্য্যোধন-প্রীতি দেখার চেয়ে মরা ভাল।

কৃষ্ণ। করেন কি দাদা, ও যে বালক, শাম্ব, নিষ্ঠও যে, সাত্যকিও সে। ও কি আপনার যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী?

বল। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি।

সা। আপনি নিত্য আমাদের যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ক'রছেন, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অন্য মঙ্গল আপনার আর দেখ্‌বার প্রয়োজন নেই।

বল। ওরে মূর্খ! দুর্য্যোধন আমার কাছে গদাবিদ্যা শিখেছে। সে গদা প্রয়োগ ক'রলে, তোদের সমস্ত বীরকে এক দিনে যমালয়ে প্রেরণ ক'রতে পারে।

সা। কাছে পোঁছতে পা'রলে, তবে ত গদা। ত্রিলোক-পালন জনার্দ্দন আমার গুরু, জগতের শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী মহামতি পার্থ আমার আচার্য্য, সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা আমি তাঁর কাছে শিক্ষা ক'রেছি। তোমার গদার ভয় আর কাউকে দেখাও গে। সভামধ্যে মনস্বিনী পাঞ্চালীর যারা অপমান ক'রেছে তাদের সঙ্গে যিনি সন্ধি কর্‌তে বলেন, তিনি গুরু হ'লেও তাঁর বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি।

কৃষ্ণ। তা'হ'লে তোমার মত কি যুদ্ধ?

সা। যুদ্ধ। মহামতি ভীষ্ম দ্রোণ দুরাত্মাদের অনুনয় ক'রেছিলেন। তাতেও যখন দুরাত্মারা পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্য দান করেনি, তখন আপনারা কেউ কি মনে করেন যে, বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ ক'রবে?

দ্রু। আমি ত মনে করি না। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান ক'রবে না। পুত্র-বৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা তারই বাক্যের অনুমোদন ক'রে থাকেন! ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতাবশতঃ দুর্য্যোধনের পাপাচরণের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন না। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি তার পাপ-কার্য্যের সহায়। অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত হ'চ্ছে না। দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়। মৃদুতা অবলম্বন ক'রলে সে পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হবে না।

বল। তবে তোমরা যুদ্ধই কর। কিন্তু শুনে রাখ সাত্যকি, শুনে রাখ রাজন্যবর্গ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধ্‌লে, যদি নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমাকে অস্ত্র ধ'রতে হয়, আমার প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ ক'রতে পা'রব না।

সা। কে পরিত্যাগ ক'রতে ব'লছে? আপনি পারেন যদি, দুর্য্যোধনের পক্ষই অবলম্বন ক'রবেন। তখন দেখা যাবে, বাসুদেবের নমস্য বলদেবের গদার বল বেশী, কি বাসুদেব-শিষ্য সাত্যকির অস্ত্র-বল বেশী?

বল। কৃষ্ণের প্রশ্রয় পেয়ে তোর বড়ই আস্পর্দ্ধা বেড়েছে সাত্যকি!

সা। কেন বাড়বে না? তোমরা এলে কেমন ক'রে? আমার পিতামহ শিনি রাজা মহাত্মা দেবকরাজার কন্যার স্বয়ংবর সময়ে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত ক'রে দেবক নন্দিনীকে যদি গ্রহণ না ক'রতেন, আর সেই দেবারাধ্যা দেবকী দেবীকে মহাত্মা বসুদেবের করে সমর্পণ না ক'রতেন, তা'হলে তোমাদের ধরণীতলে কে দেখতে পেত?

বল। কৃষ্ণ! আমি দ্বারকায় চ'ল্লেম। তুমি যা ভাল বোধ কর, কর।

মা। যাও যাও। আর সেই সঙ্গে সমস্ত যাদব বালকগণকে, অভিমন্যুকে, নববধূ উত্তরাকে, আর মা সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বলদেবের প্রস্তাব

দ্রু। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করে, সে তাকে মৃদু ও অসার মনে ক'রে থাকে। আমার ইচ্ছা, পাণ্ডবের শক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন, এমন একজন দূত হস্তিনায় প্রেরণ করুন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিকটে গমন করুন। তাঁদের কাছে যে সকল সংবাদ দিতে হবে, তা' তাঁকে ব'লে দিন্।

কৃষ্ণ। এই উত্তম পরামর্শ।

দ্রু। কিন্তু হস্তিনায় দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা। দ্রুতগামী দূত সকল আত্মীয় রাজাদের নিকট গমন করুক। দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ ক'রবে সন্দেহ নাই। সাধারণের এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি আগে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাকেন।

কৃষ্ণ। তা'হলে আমরাও নিজের নিজের গৃহে গমন করি। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছি, আপনিও সেই জন্য এসেছেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর আমাদের বিরাট-গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নয়। কেননা, কুরু-পাণ্ডবের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ।

যুধি। বাসুদেব! দ্বারকা যাত্রার পূর্ব্বে আমার একটা কথা শোন। আমি পুরোহিত মহামতি ধৌম্যকে দূতরূপে প্রেরণ ক'রব; কিন্তু সেই সঙ্গে জননীকে আমাদের প্রকাশ-সংবাদ দেবার কি হবে?

কৃষ্ণ। আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি, মহারাজ!

যুধি। না, দূতের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের পরিচিত কাহাকেও মাতৃ-সমীপে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। অথচ একজন আত্মীয়-পুরের সে স্থানে গমন কর্ত্তব্য।

দ্রুদ। বেশ, সে ব্যবস্থা আমিই ক'রব। আমি আমার পুত্র শিখণ্ডীকে কুন্তীদেবীর কাছে প্রেরণ করি।

যুধি। দুর্য্যোধন কিম্বা অন্য কোন কৌরব তাঁকে চিনতে পারবে না?

দ্রুদ। বিধাতাই এখন তাকে চিনতে পা'রবে না, তা দুর্য্যোধন! আমি তার পিতা, আমিই তা'কে চিনতে গিয়ে থতমত খাই।

কৃষ্ণ। তা'হ'লে শিখণ্ডীই পিতৃস্বসাকে সংবাদ দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

যুধি। তবে তা'কে মায়ের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আমরা উপপ্লব্যনগরে গমন করি।

তৃতীয় দৃশ্য

ভীষ্মের কক্ষ

বিদুর ও ভীষ্ম

বিদুর। পিতা! আপনাকে আজ বিষণ্ণ দেখছি কেন?

ভীষ্ম। বিষণ্ণ! বিদুর, বিষণ্ণ হ'বার ত কারণের অভাব নেই! আমাকে যে তোমরা প্রফুল্ল দেখতে পাও, এই আশ্চর্য্য। কত বর্ষ কত যুগ চ'লে গেল। পৌরবের কত বংশধর আমার সম্মুখে এল, আবার মিলিয়ে গেল। পিতার দেহত্যাগে চিত্রাঙ্গদকে রাজা ক'রলুম! তাই আমার গন্ধর্বে'র হাতে প্রাণ দিলে। বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা ক'রলুম, সেও যৌবনে পদার্পণ করেই দেহত্যাগ করলে। তার পর তোমরা তিন ভিন ভাই। অতি শৈশব থেকে তোমাদেরও পালন ক'রলুম। বিদুর! তার ভিতর থেকে আবার একজন আমার উপর কতকগুলি শিশু পুত্রের পালনের ভার দিয়ে অকালে দেহত্যাগ ক'রলে। তুমি ত দেখেছ, পঞ্চপাণ্ডব শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকত! আমি কত কষ্টে তাদের যে ভয় দূর ক'রেছিলুম। সেই পঞ্চপাণ্ডবের অবধি পর্য্যন্ত আমাকে

দেখতে হ'ল। তাঁদের সঙ্গে বিরাট রাজ্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত ক'রতে হ'ল! বিষণ্ণ যে হব, তাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিদুর। না, পিতা, বিষাদের কথা আপনি মুখেও আনবেন না। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে, আপনার মনে ধরণী-ত্যাগের অভিলাষ জেগেছে।

ভীষ্ম। না বাপ, সে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। জীবের মনে মনেও মৃত্যুর কামনা করা পাপ। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মচারী, তার পক্ষে মৃত্যুকামনা একরূপ ব্রহ্ম-হত্যা। আমার মনে মরণের অভিলাষ এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগেনি, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

বিদুর। তাই বলুন। সূর্য্যের প্রতিজ্ঞতায় আপনি কৌরবকুল উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। মহারাজ শান্তনুর সমক্ষে চির কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ ক'রে, আপনি এতকাল পর্য্যন্ত কুরুকুলের রক্ষার কার্য্য ক'রে আসছেন। জ্ঞান হ'য়ে অবধি আমি আপনাকে একদিনের জন্য বিষণ্ণ দেখিনি। চির-শান্ত যোগিরাজ, আপনার বিশাল সাগরতুল্য মন চির-অচঞ্চল! আমার মনে হয়, শুধু আমি কেন, কেউ কখন তা'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিক্ষোভ দেখেনি। আপনি দয়া ক'রে বলুন, আমি আপনার মুখে যে বিষাদচিহ্ন দেখলুম, তা আমার দৃষ্টিভ্রম!

ভীষ্ম। তুমি পরম তত্ত্বজ্ঞ। যদিই তুমি আমাকে বিষণ্ণ দেখ, তা' হ'লে আমি না ব'লব কেমন ক'রে? বিদুর! আমার চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ উপস্থিত হ'য়েছে। লোক-পরম্পরায় শুনলুম, পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটের সভায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন।

বিদুর। তাই শুনেই কি আপনার চিত্তচাঞ্চল্য হ'য়েছে?

ভীষ্ম। হবার কি কারণ নাই বিদুর?

বিদুর। কই—আমি ত বুঝতে পা'রছি না! যেদিন আপনার চিত্তের অস্থিরতার সম্যক কারণ উপস্থিত হ'য়েছিল, সেদিন যখন হয়নি তখন আজ হবে কেন?

ভীষ্ম। কোন্ দিন?

বিদুর। যে দিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'রে কৌরব সভামধ্যে নিয়ে এসেছিল এবং তার পঞ্চস্বামীর সম্মুখে অপমান ক'রেছিল, সে দিন বিশাল বারিধির সর্ব্বস্তরে বিক্ষুব্ধ হ'বার কারণ হ'য়েছিল। দুর্ভাগ্যবশে আমিও সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলুম। সে দিন আমি কারও দিকে লক্ষ্য করিনি। দুঃশাসনের দিকেও লক্ষ্য করিনি,—পঞ্চভ্রাতার দিকেও লক্ষ্য করিনি,—সভাসদ্‌দিগের দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিনি। আমি শুধু আপনার পানে চেয়েছিলুম। অনাথশরণ আপনারই সম্মুখে আপনার কুলবধূর উপর অত্যাচার! দেখছিলুম, তা দেখে আপনার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না। সে দিন যখন হ'ল না, তখন আজ এই তুচ্ছ সংবাদ শুনে, আপনার চিত্ত চঞ্চল হয় কেন?

ভীষ্ম। সে দিনের কথা—আর আজকের কথা স্বতন্ত্র। বিদুর, সে দিনের ব্যাপার তুচ্ছ ব'ল্‌লেও বলা যেতে পারে; কিন্তু আজ্‌কের এই শোনা ঘটনাকে আমি কোনও মতে তুচ্ছ ব'লতে পারি না। ধর্ম্মরাজ নিশ্চয়ই তাঁর রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠাবেন। ধৃতরাষ্ট্র একে অন্ধ, তাতে আবার পুত্রের উপর অত্যন্ত মমতায় হতজ্ঞান। একে দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি, তার উপর কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্ম্মতিগুলো দিবারাত্রি তাকে ঘেরে আছে। তা'দের অসৎ পরামর্শ শুনে'লে, সে ত কখনই যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিতে চাইবে না!

বিদুর। কিছুতেই না।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য ক'র্‌তে সাহস ক'রবে না।

বিদুর। তা' ক'র্‌বেন না।

ভীষ্ম। তা' হ'লে ত কুরুপাণ্ডবে বিষম যুদ্ধ বাধল!

বিদুর। বাধে, দুষ্ট কুরুকুল নিৰ্ম্মূল হবে, তা'তে আপনার বিমর্ষ হ'বার কি আছে?

ভীষ্ম। বিমর্ষ হ'বার কারণ আছে! জানি আমি কর্ম্মফল অবশ্য-

স্ত্যব্রী। সবান্ধব দুর্য্যোধনের ধ্বংসই যদি নিয়তির বিধান হয়, তা' হ'লে স্বয়ং বিধাতা দুর্য্যোধনকে রক্ষা ক'র্‌তে এলেও রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না। এ কথা আমি গুরু জামদগ্ন্যের কাছে শুনেছি। আমার কাছে তাঁ'র পরাভবে তা বুঝেছি। বিশ্বনাশী পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'রেও ভার্গবকে আমার কাছে পরাভব স্বীকার ক'র্‌তে হ'য়েছে। তবু বিদুর, আমি বিষণ্ণ হয়েছি! কেন, তোমাকে বল্‌ছি।—কে—ও?

ধৌম্যের প্রবেশ

ধৌম্য। এই যে কুরুবৃদ্ধ, এই যে ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর।

ভীষ্ম। কে আপনি প্রভু?

ধৌম্য। আমি অরণ্যবাসে পাণ্ডবের পুরোহিত ছিলুম। এখন তাঁ'র দূতরূপে কুরু-সভায় এসেছি। গাঙ্গেয়! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক জনের সন্তান; পৈতৃক ধনে উভয়েরই সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ ক'রেছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ তা থেকে বঞ্চিত হ'লেন কেন?

ভীষ্ম। এর উত্তর আমি কেমন ক'রে দেব?

ধৌম্য। আপনি সত্যের অবতার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী। আপনি উত্তর দেবেন না ত অন্যে কে দেবে? অন্যে কে এর সদুত্তর দিতে পারে?

ভীষ্ম। আমি কুরু-অন্নভোজী—আমি এর উত্তর দিতে সমর্থ নই।

ধৌম্য। বলেন কি গাঙ্গেয়, পরান্নভোজী হ'য়ে আপনার কি সমস্ত গৌরবে বিনষ্ট হ'য়েছে?

ভীষ্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব-পুরোহিত, বিশেষতঃ দূত। যুধিষ্ঠিরের হ'য়ে কৌরব-সভায়, দৌত্যকার্য্য ক'র্‌তে এসেছেন; সুতরাং আপনার এ প্রশ্নেরও আমি উত্তর দিতে পারি না। এরূপ প্রশ্ন ক'র্‌বার যে অপরাধ, তা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ ক'র্‌বে। ব্রাহ্মণ, আপনার অন্য যদি কোন বক্তব্য আমার কাছে থাকে, বলুন।

ধৌম। আপনি জানেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের পৈতৃক ধন গোপন ক'রে তাঁদের সেই ধন থেকে বঞ্চিত ক'রেছিলেন। তাঁর পুত্রেরা তাঁদের সংহার ক'রবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা ক'রেছেন: পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছল ক'রে পাণ্ডবদের স্ববল-অর্জ্জিত রাজ্য অপহরণ ক'রেছেন; সভামধ্যে পাণ্ডবদের ও পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নিগ্রহ ক'রেছেন। তারপর তাঁদের মহারণ্যে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন। মহারণ্যেও তাঁদের প্রতি যে অত্যাচার হ'য়েছিল তাও আপনার অবিদিত নেই। গাঙ্গেয়! তথাপি তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সহিত সন্ধি ক'রতে ইচ্ছুক।

ভীষ্ম। একথা কৌরব সভায় বলেছেন?

ধৌ। বলেছি।

ভীষ্ম। তা'তে কি উত্তর পেয়েছেন

ধৌ। কৌরবেরা কোনও মতে সন্ধি ক'রতে ইচ্ছুক ন'ন। তাঁরা পাণ্ডব-নিধনের জন্য বিপুল বল-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। যা'তে এই অনর্থ নিবারিত হয়, সেই জন্য আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'য়েছি।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র নিজে কিছু ব'লেছেন?

ধৌম। তিনি পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়েই কপট শোকে অভিভূত হ'লেন এই মাত্র। এমন কিছু কথা ব'ললেন না, যাতে ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের নিবৃত্তি হয়।

ভীষ্ম। তা'হলে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

ধৌ। নিবারণ হবে না?

ভীষ্ম। এক নিবারণ ক'রতে সমর্থ আমি। নইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন আর কারও কথা কর্ণে তুলবে না। কিন্তু প্রভু, আমি ত অযাচিত হ'য়ে তা'কে কোনও উপদেশ দেব না! অথবা বলপ্রয়োগ ক'রে তা'কে কোনও কার্য্য হ'তে নিরস্ত ক'রব না!

ধৌ। এই কি আপনার ভীষ্মত্ব?

ভীষ্ম। এই আমার ভীষ্মত্ব।

দ্রো। যেদিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুসভা-মধ্যে কেশাকর্ষণে আনয়ন ক'রে তাঁর পঞ্চস্বামীর সম্মুখে অত্যাচার ক'রেছিল, সেদিনও কি আপনি এই ভীষ্মত্ব নিয়ে কুরুসভামধ্যে উপস্থিত ছিলেন ?

ভীষ্ম। এ প্রশ্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ? না আপনার ?

দ্রো। না গাঙ্গেয়, যুধিষ্ঠির এ প্রশ্ন করেন নি। এ প্রশ্ন আমি ক'রছি !

ভীষ্ম। তবে শুনুন বিপ্র ! আমার এই ভীষ্মত্ব !—জননী সত্যবতীর সম্মুখে আমার পূর্ব্ব-যুগের ভীম প্রতিজ্ঞা আমাকে সে সময় সভাস্থলে নিস্তব্ধ রেখেছিল। যদি প্রতিজ্ঞা টলতো, তা'হ'লে আমার সযত্ন-রচিত বিশাল বট সেই দিনেই উন্মূলিত হ'য়ে যেত। আমার প্রতিজ্ঞা টলাতে প্রকৃতি সময়ে সময়ে তার উপর এক একটি প্রচণ্ড আঘাত ক'রেছিলেন—ব্রহ্মচর্য্যনাশের জন্য কাশীর রাজ-কন্যা অম্বা, যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত ক'রবার জন্য পরশুরামের শক্তি, বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর রাজ্যগ্রহণের জন্য জননী সত্যবতীর অনুরোধ—বহুবার বহু উপায়ে প্রকৃতি আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, সেদিনের মত পরীক্ষায় আমি আর কখন পড়িনি। যা'র রক্তমাংসের শরীর, সে সেদিনকার দৃশ্যে ক্রুদ্ধ না হ'য়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু আমি ছিলুম। কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে বোধ হয়, আমাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে হ'ত। জনার্দ্দন আমার মনোবেদনা বুঝে, সকলের অলক্ষ্যে সতীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে কুরুসভায় প্রবেশ ক'রে-ছিলেন। ব্রাহ্মণ ! নারায়ণ শুধু দ্রৌপদীকে রক্ষা ক'রতে আসেন নি, আমাকেও তিনি সেই সঙ্গে রক্ষা ক'রে গিয়েছেন।

দ্রো। গাঙ্গেয় ! এত দিনে এ রহস্য বুঝতে পা'রলুম।

ভীষ্ম। না ব্রাহ্মণ, এখনও বোঝেন নি। সেদিন আমি ক্রুদ্ধ হ'লে, সর্ব্বাগ্রে দুর্য্যোধনকে বধ ক'রতুম। আমি জানি নারী মাত্রেই জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি। হীন দ্যূতে যে নারীদেহ পণ করে সে সকলেরই বধ্য।

সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ ক'রতুম। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা ক'রবার জন্য ভীমাদি চারি ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার সংগে যুদ্ধ ক'রত! সুতরাং প্রথমেই পঞ্চ পাণ্ডবের আমার হাতে সংহার হ'ত! তার পর কুরুকুল—বংশে বাতি দিতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাক্‌তো না।

ধৌ। গাংগেয়!—মহান্ গাংগেয়! আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

ভীষ্ম। যে বংশকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য পিতার সম্মুখে,মাতার সম্মুখে, অগণ্য আকাশচারী দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, জীবনের সমস্ত সাধ সংসার-প্রবেশ-মুখে এক মুহূর্ত্তে জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন দিয়েছিলুম, —ব্রাহ্মণ! না লোভ, না মমতা, না ভয়—কিছুতেই আমি সে প্রতিজ্ঞা হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে পা'রব না!

ধৌম্য। তা' হ'লে তো কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে, আপনি কৌরব পক্ষই অবলম্বন করবেন।

কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দু। পিতামহ! আমি আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি ত চিরদিনই তোমার সহায় আছি, দুর্য্যোধন!

দু। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সংগে যুদ্ধ ক'র্‌বার জন্য দূত প্রেরণ করেছেন।

ধৌ। কই—যুদ্ধের কথা ত কিছুই হয়নি কুরুরাজ।

শ। পাকে প্রকারে হ'য়েছে! তাঁর অভিমান রক্ষা ক'রতে না পা'রলে ত যুদ্ধ রহিত হবে না!

ভীষ্ম। যদি সত্যিপ্রাণেই আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে এসে থাক, তা হ'লে শুন দুর্য্যোধন, আমি যা' উপদেশ দিই, তা' মন দিয়ে শ্রবণ কর। এই সব সঙ্গীর অসৎ পরামর্শে উত্তেজিত হয়ো না। তেরো বৎসর বনবাসের পর পাণ্ডবেরা [illegible] পৈতৃক ধনে অধিকারী হ'য়েছেন, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণ। মহারাজ! আপনি ততক্ষণ পিতামহের উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণকে আমার কিছু বক্তব্য ব'লে নিশ্চিন্ত হই। শুনুন ব্রাহ্মণ, আপনি ধর্ম্মরাজকে গিয়ে বলুন, পূর্ব্বে মহামতি শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে দ্যূত ক্রীড়া করে তাঁকে পরাজিত করেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গিয়েছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কা'রও অবিদিত নাই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আর বারংবার উল্লেখ করব না। এখন তিনি মূর্খের মতন প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'রে বিরাট ও দ্রুপদের সাহায্যে তাঁর পৈতৃক রাজ্য অধিকার ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকেও সমস্ত পৃথিবী দান ক'রতে পারেন। যদি পিতৃরাজ্য পাবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়, তা'হলে তিনি দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হ'ন। ভয় দেখালে এক পদ ভূমিও তিনি পাবেন না। মূর্খতাবশতঃ যেন তিনি দুষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন না করেন! যদি একান্তই তাঁর যুদ্ধের দুর্ম্মতি হয়, তা' হ'লে রণস্থলে আমার বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে অনুতাপ ক'রতে হবে।

ভীষ্ম। বাক্যে তুমি খুব অহঙ্কার প্রকাশ ক'রতে পার—খুব বড় বড় কথা ব'লতে পার, কিন্তু কর্ণ, বিরাটের গোহরণকালে রণস্থলে অর্জ্জুন একাকী তোমাদের ছয় জন রথীকে হারিয়ে দিয়েছে—সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

কর্ণ। মহারাজ, আমি এ বৃদ্ধের প্রলাপ বাক্য শুনতে আসিনি। আমি আমার বক্তব্য বলে নিশ্চিন্ত। এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন।

কর্ণের প্রস্থান

ধ। দুর্য্যোধন! সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

দু'। পিতামহ! উপদেশ শোনবার আমার অবকাশ নেই। আমি যা' নিবেদন করি, আপনি তা' শুনুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধের সাহায্যার্থ আমি আপনাকে সর্ব্বপ্রথম বরণ ক'রছি! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার সহায় হ'ন।

ভীষ্ম। বেশ, তোমার বরণ গ্রহণ ক'রলুম।

শ। নিশ্চিন্ত! এস বৎস, এখন অন্যান্য প্রতাপশালী আত্মীয় রাজাদের বরণ ক'রতে গমন করি।

দু। আপনাকে পেয়েছি, আচার্য্য দ্রোণকে পেয়েছি, অঙ্গরাজ আমার চির-সহায়। পথে মদ্ররাজ শল্যকে ভাগ্যবশে প্রথম লাভ ক'রে বরণ ক'রেছি। আর কি?—এখন ইচ্ছা ক'রলে আমি ত্রিলোক জয় ক'রতে সমর্থ। পিতামহ! প্রণাম। চলুন মাতুল! এবারে কৃষ্ণকে ধ'রতে দ্বারকায় গমন করি। তিনি কুরুপাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়। যে আগে ধ'রতে পারবে, সেই লাভ ক'রবে।

শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

ভীষ্ম। আপনি যা প্রশ্ন ক'রেছিলেন, তার উত্তর ত পেলেন, ব্রাহ্মণ?

ধৌ। উত্তর পেয়েছি, পেয়ে সন্তুষ্ট হ'য়েছি। গাঙ্গেয়! দুর্য্যোধনের সহায়তা ভিন্ন আপনার গত্যন্তর নাই। আমি তা' জেনে সন্তুষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে এই সংবাদ দিতে চ'ললুম।

ধৌম্যের প্রস্থান

ভীষ্ম। এখন বুঝতে পা'রছ বিদুর, আমি বিষণ্ণ হ'য়েছিলুম কেন?

বিদুর। পিতৃব্য! পাণ্ডবপক্ষে আপনার সমকক্ষ যোদ্ধা কে আছে?

ভীষ্ম। এক আছেন যুধিষ্ঠির।

বিদুর। যুধিষ্ঠির?

ভীষ্ম। কেন বিদুর, তুমি বিস্মিত হচ্ছ? তুমি কি জান না, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়?

বিদুর। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ত আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবেন না!

ভীষ্ম। যদি আমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতুম তাহ'লে তিনি অস্ত্র ধ'রতে পারতেন। কিন্তু বিদুর, আমি ত আজও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিনি।

বিদুর। আর কেউ আছে ?

ভীষ্ম। আর আছে অর্জ্জুন। কিন্তু সে আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর আছেন সর্ব্বসংহারী জনার্দ্দন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবেন না। তা হ'লে আমার অস্ত্র-প্রহার থেকে আমার পঞ্চপ্রাণসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবকে কে রক্ষা ক'রবে বিদুর? আমি ত কার্পণ্য ক'রে যুদ্ধ ক'রব না।

শিখণ্ডীর প্রবেশ

এ কি! এ কি! কোথা হ'তে এলি?
স্বপ্ন আমি দিছি বিসর্জ্জন,
জাগরণে দীপ্ত মোর এখনো নয়ন।
নহে স্বপ্ন! রে বিদুর, সত্য আমি দেখি।
সেই তীব্র প্রতিহিংসা—সেই কটাক্ষ কঠোর!
দীপ্ত হুতাশনে, সহস্র লেহনে
নারীত্ব মুছিয়া নেছে—
কিন্তু রে বিদুর, দেখ চেয়ে,
প্রতিহিংসা পারেনি মুছিতে!

বিদুর। কে তুমি যুবক?

শি। মহাভাগ! এই কি হে বিদুরের গৃহ?

বিদুর। এই গৃহ। কিন্তু কেবা তুমি হে যুবক?

শি। বিখ্যাত পাঞ্চালরাজ
দ্রুপদের পুত্র আমি।
মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা সনে
বিরাট ভবনে
ক'রেছেন আত্মার প্রকাশ,
জননী তাঁহার
অধিষ্ঠিতা বিদুরের ঘরে।

এ শুভ সংবাদ তাঁরে করাতে শ্রবণ,
রাজাদেশে আগমন মম।

বিদুর। এস বৎস! ল'য়ে যাই তোমা
যথায় পাণ্ডব-মাতা পুত্র অদর্শনে
বিষাদে করেন অবস্থান!

শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল

ভীষ্ম। কি দেখিছ, এ মুখে বালক?

শি। কে তুমি? কে তুমি?
ঋষিমূর্ত্তি কে তুমি স্থবির?
তোমারে দেখিবা মাত্র
সহসা অন্তর কেন উঠিল জ্বলিয়া?
কোন যুগান্তরে প্রচণ্ড আঁধারে
যেন কত লুক্কায়িত যাতনার রাশি
ঝঞ্ঝায় উড়ায়ে আনে কেবা?
ভীম তারে হৃদি কেন করে আচ্ছাদন?
এ কি দৈব বিড়ম্বন?
কে তুমি — কে তুমি বৃদ্ধ?
স'রে যাও, চ'লে যাও—
আর আমি দেখিতে না পারি!

বিদুর। কুরুবৃদ্ধ, মমস্য সবার।
চির ব্রহ্মচারী ঋষি, পূজ্য দেবতার।
বহু ভাগ্যে আজ তুমি দেখিলে তাঁহারে।
আত্মীয়-স্বজন তুমি—
তোমার মঙ্গলবাঞ্ছা কর্ত্তব্য আমার।
কর বৎস, ভক্তি কর, মহাত্মার পদে।

শি। হে প্রভু, হে কৌরব-প্রবীণ!
আমি অজ্ঞ অন্ধ শিশু নীতিহীন।
দৃষ্টিমাত্র মানস-বিকারে
কি কথা ব'লেছি আমি, কিছু নাই মনে।
শ্রীচরণে করি নতি, শরণাগত আমি।
আশীর্ব্বাদ কর মহামতি!

ভীষ্ম। কিছু কর নাই তুমি, শিশু!
দ্রুপদ-নন্দন তুমি;
কুরু-লক্ষ্মী যাজ্ঞসেনি ভগিনী তোমার।
তুমি মম প্রিয়ধন,
আশীর্ব্বাদ করি হে তোমারে,
ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে শ্রেষ্ঠ জবে হও তুমি জয়ী।
ল'য়ে যাও গৃহে, হে বিদুর
ল'য়ে যাও পাঞ্চাল-নন্দনে!
চলিতে চলিতে শুন কথা,
আনন্দ-বারতা—
ঈশ্বর-প্রেরিত এই বালক সুন্দর
মুহূর্ত্তে মুছিয়া দিল বিষাদ আমার!

চতুর্থ দৃশ্য

পর্য্যঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত

সখীগণের গীত

তোমার বাঁশীরে দিব হে গালি
ওহে বংশীবদন বনমালী।
ছিলাম ঘুম ঘোরে ঘরে সঙ্গোপনে
সহসা বাঁশী বাজিল বনে।
আমরা কুলবতী তাই শুনে কুল দিছি জলে জলাঞ্জলি।
লাজ সরম ধরম করম সঁপেছি বাঁশীর সুরে
মনে কি সে মনে বুঝিতে না পারি চলিয়া এসেছি দূরে,
আঁধারে ভয়ে কাঁপিছে অঙ্গ, দেখে বাঁশী তোমার করে হে রঙ্গ,
মরমে পশিয়া হ'ল সে অনল, বাঁশীর একি চতুরালী।

সাত্যকির প্রবেশ

সা। তাইত! প্রভু এখনও নিদ্রিত! এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার ত আমি কখনও দেখিনি! মাথায় একটা অত বড় বিষম ভার, পঞ্চ পাণ্ডবের রক্ষা। নিজেই একপ্রকার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সূচনা ক'রে এলেন। উনি যে রকম উপদেশ ধৌম্য পুরোহিতকে দিয়ে এসেছেন, ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় সেই উপদেশের মত প্রস্তাব ক'র্‌লে, কৌরবেরা কখনই তা'তে সম্মত হবে না। এ সমস্ত জেনে শুনে ঠাকুর কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।

বলদেবের প্রবেশ

বল। কেমন হে সাত্যকি, যা ব'লেছিলুম, তা ক'র্‌লো ত?

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। ব'লেছিলুম দম্ভ দেখিয়ো না। দম্ভ দেখালে সন্ধি হবে না।

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। সে দুর্য্যোধন মানী লোক, সে কি তোদের চাষাগুলিকে

গ্রাহ্য করে ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যার সহায়, চোখ রাঙিয়ে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে আ'নতে গেছেন ! একটু বিনয় ক'রে চাইলে সে তখনি অর্দ্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিত।

সা। আরে গেল, একটু আস্তে কথা কও।

বল। কি ব'লছিস্ ?

সা। বাসুদেব এখনও ঘুমুচ্ছেন।

বল। তা'তে কি হ'য়েছে ! আমার কথা শুনলে না, তেজ দেখাতে গেলে—এই বারে মর।

সা। আরে গেল, চেঁচাচ্ছ কেন, দেখছ না ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন।

বল। ঘুমুবে না ত ক'রবে কি ! কাজ যা ক'রবার তাতো শেষ ক'রে দিয়েছে।

সা। তা দিক, তুমি চুপ কর। ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ ক'র না।

বল। দূর শালা ! তবে ত গুরুকে খুব বুঝেছিস্। তোর গুরু যখন ঘুমোয়, সে ঘুম কি চিৎকার গোলমালে কেউ ভাঙ্গাতে পারে ! যদি তোর গুরু না জাগতে চায়, তাহ'লে পৃথিবীর পাহাড় এক সঙ্গে ভেঙ্গে শব্দ তুললেও তাকে জাগাতে পারবে না। আবার হয়ত জগতের এক প্রান্তে একটি দীনের নীরব আহ্বানেও ব্যাকুল হয়ে জেগে ওঠে।

সা। গুরুকে তুমিই বুঝেছ, তুমিই বোঝ। আমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি মেরে ফেলতে ইচ্ছা কর, আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু গুরুকে বুঝতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ ক'র না।

বল। দেখ সাত্যকি, এই গুণেই তোকে আমি বড় ভালবাসি। আমি মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে তোর কাছ থেকে একটু কৃষ্ণভক্তিরস আদায় করে নিই। কিন্তু হ'লে কি হবে তাই, আর বেশি দিন তোর কাছে রস আদায় করা হ'ল না। তোকে ম'রতে হ'ল।

সা। কে মা'রবে ?

বল। তখন ব'ললুম হতভাগা, একটু বিনয় দেখিয়ে সন্ধি কর। কৃষ্ণ

দেখাতে যেমন গেলি, দুর্যোধনও তেমনি দন্ত দেখিয়ে তোদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্যোধন ব'লেছে বিনাযুদ্ধে রাজ্য দেব না।

সা। মা'র্‌বে কে?

বল। তোর শত্রুই তোকে মা'র্‌বে, আবার কে! আর তোকে কে মা'র্‌তে পারে?

সা। যাও, যাও—মাতলামী ক'র না। রাত্রে বুঝি একটু বেশি হ'য়েছিল?

বল। আচ্ছা, এখনি বুঝতে পার্‌বি রে শালা! দুর্যোধন কৃষ্ণকে বরণ ক'র্‌তে আগে এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

সা। বল কি?

বল। ইতিমধ্যে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ ক'রেছে। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, জয়দ্রথ, শল্য প্রভৃতি সব বড় বড় রাজাকে হাত ক'রেছে। যুধিষ্ঠির সাত অক্ষৌহিণীর বেশী সৈন্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পারে নি। তার উপরে যার সাহসে সে যুদ্ধ ক'র্‌তে চেয়েছিল, তাও আজ গেল। দুর্যোধনই আগে দ্বারকায় পেঁ।ছেছে।

সা। তা হ'তেই পারে না।

বল। আর হ'তেই পারে না। ওই রাজা দুর্যোধন আসছে।

সা। তাই ত এ কি হ'ল? হে জনার্দ্দন এ কি ক'র্‌লে?

বল। জনার্দ্দন যা ক'র্‌বার ক'রেছেন, তোমার আমার বুঝতে যাবার বিড়ম্বনায় দরকার কি ভাই! এই ত ব'ল্‌লি সাত্যকি, এই যে শত্রুকে বোঝবার আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌লি! যাও, এখনও আক্ষেপ রাখ. রেখে শান্তভাবে অভ্যাগতের সম্মান রক্ষা কর। দেখ, যেন মনের আবেগে যাদবের মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। এখন চ'ল্‌লুম, কেশবের সঙ্গে [illegible] সাক্ষাৎ কার্য্য সম্পন্ন হ'লে আমি আবার ফিরে আস্‌ছি।

বলদেবের প্রস্থান

সা। তাই ত, এ কি বিভীষিকা দেখাচ্ছ জনার্দ্দন! পাণ্ডব-পক্ষ ছেড়ে

তুমি কুরু-পক্ষ অবলম্বন ক'র্বে। তাহ'লে পৃথিবীর থাক্‌বারই আর প্রয়োজন কি! অথচ যা ঘটনার সমাবেশ দেখছি, তাতে কুরু-পক্ষ অবলম্বন ছাড়া তোমার অন্য উপায় নাই।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যোধন। কই সাত্যকি, কেশব কই?

সা। আসুন মহারাজ, জনার্দ্দন এখনও নিদ্রিত!

দু। এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রিত! ব্যাপারখানা কি! বিরাট ভবনে বিবাহোৎসবে কেশব কি এতই রাত্রি জাগরণ ক'রেছেন যে দ্বারকাতে এসেও ঘুমের জের মিটছে না!

সা। ওই ত দেখতেই পাচ্ছেন! এখন উপবেশন করুন মহারাজ! বাসুদেবের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করুন।

দু। ব'সছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ব'লে রাখছি, তোমাকে যুদ্ধে আমার সহায় হ'তে হবে।

সা। সে উত্তর ত এখন আমি দিতে পা'র্‌ব না মহারাজ। আমাদের ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বাসুদেব যেখানে, আমরাও সেখানে।

দু। তা কি আর বুঝি না, তবে বাসুদেব যখন আমার হ'চ্ছেন, তখন তোমরাও আমার না হ'য়ে ত থা'ক্‌তে পা'র্‌বে না।

সা। তাতে আর সন্দেহ নাই মহারাজ!

শ্রীকৃষ্ণের শয্যার শিরোদেশে দুর্য্যোধনের উপবেশন

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অ। কি সাত্যকি, সখা কই?

সা। আর সখা! বিলম্বে সব নষ্ট ক'র্‌লেন!

অ। কেন হে কিসে নষ্ট হ'ল?

সা। কিসে হ'ল আমি আর মুখে ব'ল্‌তে পা'র্‌ছি না। আপনি দেখুন।

অ। তাই ত' দুর্য্যোধন আগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সা। আপনাদের কার্য্য-শৈথিল্যে দুর্য্যোধন কিনা বাসুদেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হ'ল! কি ক'রলেন তৃতীয় পাণ্ডব?

অ। তাতে আক্ষেপ কেন সাত্যকি! রাজা দুর্য্যোধন কি আমার আত্মীয় ন'ন? তবে তিনি যদি বাসুদেবের আশ্রয় পা'ন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে! দুর্য্যোধনের যদি সে সৌভাগ্যই হয়, তাহ'লে মহারাজ যুধিষ্ঠির আবার আমাদের চার ভাই আর দ্রৌপদীকে নিয়ে চিরজীবনের জন্য বনে যেতে প্রস্তুত আছেন!

শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে অর্জ্জুনের উপবেশন

দু। আর মিছে বসা কেন পার্থ! এই সময়টা আরও দু'চার যায়গা ঘুরতে পারলে দুই চার জন রাজার সাহায্য পেতে পা'রতে।

অ। তবু একটু ব'সে, কৃষ্ণের মুখের কথাটা শুনে যাই।

দু। পায়ের তলাতেই বস আর যাই কর, তোমাদের কৃষ্ণকে এবার আয়ত্ত ক'রেছি।

অ। তা যদি ক'রতে পার, সে ত সুখেরই কথা ভাই।

দু। বিরাটের সভায় নাচ-ওয়ালী হয়েছিলে নাকি?

অ। সবই ত তুমি জান!

দু। ছি ছি! পুরুষত্বের অভিমান কর, কিন্তু ধরা প'ড়বার ভয়ে মেয়ে মানুষ সাজলে হে!

অ। ঘোষযাত্রার সময়ে, গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কৌরব-বীরের পুরুষত্ব দেখে, দিন কয়েকের জন্য মেয়ে সেজে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নিলুম।

শ্রীকৃষ্ণের উত্থান ও মুদ্রিত নয়নে আঁখি সংযোজন

কৃষ্ণ। হে জনার্দ্দন জাগো! জগতের জীবকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও,—অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে গোবিন্দ উঠ, হে গরুড়ধ্বজ উঠ, হে কমলাকান্ত

উঠ; ত্রিলোকের মঙ্গল কর!—কেও তৃতীয় পাণ্ডব! কতক্ষণ! ছি ছি ছি, পায়ের তলায় কেন ব'সেছ ভাই! মাথার কাছে ত আসন রেখেছি!

দু। কেশব!

কৃষ্ণ। কেও, রাজা! আপনি? আপনিও এসেছেন! আপনারা কি জন্য এসেছেন বলুন।

দু। এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান ক'রতে হবে। যদিও আপনার সঙ্গে আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ,...তুল্য সৌহার্দ্দ—তথাপি আমি আগে এসেছি। যিনি প্রথমে আসেন, সাধুরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন করেন। আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। আপনিও সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।

কৃষ্ণ। কুরুবীর! আপনি যে আগে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহই নেই; কিন্তু আমি কুন্তীপুত্রকে আগে দেখেছি। এই জন্য আমি আপনাদের দুজনেরই সাহায্য ক'রব। কিন্তু এ কথাও প্রসিদ্ধ আছে, আগে বালকের বরণ গ্রহণ ক'রবে। অতএব আগে কুন্তীকুমারেরই বরণ গ্রহণ করা উচিত। কৌন্তেয়! আগে তোমার বরণ গ্রহণ ক'রব। সমযোদ্ধা নারায়ণী নামে দশহাজার সেনা একপক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। অন্য পক্ষে আমি। আমি কিন্তু যুদ্ধও ক'রব না, অস্ত্রও ধ'রব না। এ দুই পক্ষের যে পক্ষ তুমি নিতে ইচ্ছা কর গ্রহণ কর।

অ। আমি তোমাকেই নিতে ইচ্ছা করি!

কৃষ্ণ। মহারাজ!

দু। বাসুদেব, আমি আপনার নারায়ণী সেনাই গ্রহণ ক'রলুম!

কৃষ্ণ। সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রহণ ক'রলেন?

দু। সন্তুষ্ট হ'য়েই গ্রহণ ক'রলুম। সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র আপনাকে গ্রহণ ক'রে আমার লাভ কি?

কৃষ্ণ। তা হ'লে আসুন মহারাজ, নারায়ণী সেনা আপনার সঙ্গে

দিতে কৃতবর্ম্মাকে আদেশ ক'রে আসি। এস সখা! এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধ'র্‌ব না, তোমার রথের সারথ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান

বলদেবের প্রবেশ

সা। লীলাময়! তোমাকে যে যুদ্ধেতে যাবার অহঙ্কার ক'রে তার মত মূর্খ আর নেই! মহারাজ! যাবেন না—যাবেন না! আমাদের আর এক জন আছেন। যিনি যাদবশ্রেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ আপনার গুরু। তিনি আ'সছেন, তাঁকে সর্ব্বপ্রথমে বরণ করুন।

দু। ঠিক ব'লেছ সাত্যকি! গুরুদেব! আমি আপনাকে যুদ্ধে আমার সহায় হবার জন্য বরণ ক'রছি।

বল। কৃষ্ণ?

দু। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ক'রেছেন! আমাকে দশ সহস্র নারায়ণী সেনা দান ক'রেছেন।

বল। চক্রী তোমাকে ছলনা ক'রেছে মহারাজ।

দু। নারায়ণী সেনা কি কেশব আমাকে দেবেন না?

বল। সে কি কুরুরাজ, বাসুদেব প্রতিশ্রুতি পালন ক'র্‌বেন না?

দু। নারায়ণী সেনা কি অকর্ম্মণ্য?

বল। তোমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে তাদের তুল্য বীর নাই। তারা কেশবের সমযোদ্ধা।

দু। তা হ'লে আমি কৃষ্ণকে চাই না, আমাকে নারায়ণী সেনাই প্রদান করুন।

সা। সকলেই ত আর তোমার মত বোকা নয়! তোমার মত বুদ্ধি হ'লে মহারাজ দুর্য্যোধনকে আর পৃথিবীপতি হ'তে হ'ত না।

দু। এই বারে আপনি আমাকে কৃপা করুন।

সা। এই বারে আসল কথা। যাও, আর্য্য, মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগ দাও।

বল। তাই ত মহারাজ !

সা। আবার তাই ত কেন—

বল। তুই থাম্ !

সা। আপনি ওঁকে ছা'ড়বেন না। উনি যুদ্ধ ক'রলে, আমি নিশ্চয় ব'লছি মহারাজ, আমি ওঁর রথের সারথী হ'ব।

বল। মহারাজ, কৃষ্ণকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে আমার সামর্থ্য নেই। তবে আমি বল্‌ছি, এ যুদ্ধে অর্জ্জুন কিংবা তুমি—কারও পক্ষ আমি অবলম্বন ক'রব না। অতএব প্রস্থান কর। তুমি সকল-পার্থিব-পূজিত ভারতবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর।

দু। যথা আজ্ঞা !

দুর্য্যোধনের প্রস্থান

সা। কি আর্য্য ! মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন কেন ?

বল। তাইত সাত্যকি, হতভাগ্য এতই মদান্ধ, আমার সম্মুখে বল্‌লে, কৃষ্ণকে চাই না !

সা। ফল ?

বল। ধ্বংস।

সা। তাই বল—দাঁড়াও—শ্রীচরণের ধূলোটা একবার দাও। ক'দিন ধ'রে তোমার সঙ্গে কেবল কলহ ক'রছি।

পঞ্চম দৃশ্য

নিদুরের গৃহ

ভীষ্ম ও বিদুর

ভীষ্ম। হে বিদুর ! মৃত্যুমূর্ত্তি দেখিনু বালকে।
গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া স্বপ্নোথিত মত
চাহিল শিখণ্ডী মোর পানে।
নয়নের পলকে পলকে

দহিতে আমারে যেন
ছুটিয়া আসিল বহ্নিশিখা।
মরম বেদনা মম
সঙ্গে তার জাগিয়া উঠিল।
তথাপি এখনো বুঝা বোঝেনি স্বরূপ।
কেবা সে, কেন সে হেথা,
কোন্ রাজ্যে ছিল তার ঘর,
নারী কিম্বা নর—
কি সম্বন্ধ ছিল তার গাঙ্গেয়ের সনে।
দেখিয়া জাগিল স্মৃতি
তৃণ হ'তে যেন হুতাশন।
মুহূর্ত্তে জ্বলিল, তৃণ ভস্ম হ'ল
অনুতাপে দগ্ধ হ'ল পাঞ্চাল-নন্দন।
কিন্তু হে বিদুর!
অভিমান-সাগরের জলে
তীব্র হলাহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে
অতিক্ষীণ স্মৃতির পরশে
বিক্ষুব্ধ হয়েছে একবার।
কি বিক্ষোভ, সাক্ষী তুমি তার।
পুনঃ দরশনে স্মৃতি জাগিবে যখন,
সমুত্থিত সে ভীম তরঙ্গ
আর কি স্থির হবে?
এ শৈল না চূর্ণ করি আর কি মিলাবে!

বিদু। বিচিত্র স্পন্দন-ক্ষত হৌক তাহি পিতা।
মৃগশিশু কাঁদিয়া কহিল
জীবন আশঙ্কা আজি করে মৃগপতি

ভীষ্ম। এ সংসারে বিচিত্র
কিছুই নাহি তাত!
কাল জয়ী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা
মৃগ মরে কালের প্রহারে
মৃগ দেখে সিংহ মূর্ত্তি তার।
সিংহ মরে যবে ব্যাধজালে,
মৃগমূর্ত্তি কারণ তাহার।
জগতে অজেয় আমি
ইচ্ছামৃত্যু শান্তনু-নন্দন।
আমার এ ভাগ্য-কথা
স্বকর্ণে শুনেছে দেবগণ।
আনন্দে আশীষরূপে
শিরোপরি পুষ্পবৃষ্টি ক'রেছে সকলে।
তারা জানে ভীষ্ম-হত্যাকারী নহে তারা।
ইচ্ছা তার মরণের বাণ।
স্বজীবনে ইচ্ছা যদি করেছে সন্ধান
তবেই গাঙ্গেয় হত হইবে সময়ে।
তথাপি বালক দেখে হয়েছি চিন্তিত,
নহি ভীত হে বিদুর—
শিখণ্ডীর মূর্ত্তি হেরি পুলকিত আমি।

বিদু। বিচিত্র কাহিনী!
এই ক্ষুদ্র বালকের সনে
মহামতি শান্তনু-নন্দনে
কি বিচিত্র কর্ম্মের বন্ধন
জানিতে বাসনা জাগে মনে।
ধর্ম্ম অব্যাহতে যদি

শুনিবার হই অধিকারী,—
এ বিচিত্র ইতিহাস, দয়া ক'রে
শুনাও আমারে প্রভু।

ভীষ্ম। শুনিবার তুমি অধিকারী
হে ধর্ম্মজ্ঞ! অবকাশে শুনাব সমস্ত কথা।
এখনো মৃত্যুর ইচ্ছা জাগেনি আমার
বালকে দেখিয়া শুধু
মৃত্যু কথা উঠেছিল মনে।
এইমাত্র শুনে রাখ জন্মান্তর হতে
অনুসৃতি করিছে সে যথার্থ আমার।
পূর্ব্বে নারী, এ জনমে নর।
নর হয়ে জন্ম যদি বৃথা জন্ম তার,
বধিতে সে নারিবে আমারে।
যদি নারী হয়ে হয় নর
শুনহে বিদুর, মৃত্যুশর সে আমার।

শিখণ্ডীর প্রবেশ

শি। হা হা হা। চিনেছি তোমারে।
দরশন মাত্র মনে যে স্মৃতি জাগিল,
আর না মিলাল,—কল্কারে কল্কারে
মুহূর্ত্তে সে পরিণত হইল ভয়পে,
মর্ম্ম ইতিহাস কথা শুনা'ল আমায়।
হে গাঙ্গেয়, চিনিতে কি পার মোরে?

ভীষ্ম। তুমি নিজে বল,
কেবা তুমি যুবা।

শি। কেবা আমি? কেবা আমি!

জন্মের মমতা মোরে ধীরে ধীরে বলে
বংশের দুলাল তুমি ;
হে শিখণ্ডী পাঞ্চাল-নন্দন !
দীর্ঘবর্ষ প্রায়োপবেশনে
তব পিতা শিব আরাধনে
করেছে যে তপস্যা সম্বল
তুমি তার ফল—
দ্রুপদ দ্রুপদ-পত্নী নয়নের মণি ।
কিন্তু জাগে ওই দূরে
মৃত্যুর প্রাকার পারে,
প্রজ্বলিত চিতানল পাশে !—
ওই দূরে, বিমূঢ়া তটিনী তীরে—
নিশ্চল-স্তিমিত নেত্রা !—
অন্ধকার প্রাচীর বেষ্টনে
ঘন-কৃষ্ণ নভঃ আচ্ছাদনে
মাঝে মাঝে রহস্যকারিণী
ওই হাসে সৌদামিনী !
নররূপধারী, কিন্তু হায়
এখনো হৃদয় মোর নারী !
বড় জ্বালা—বড় জ্বালা
হে গাঙ্গেয় ! আর আমি বলিতে না পারি ।

ভীষ্ম । বলিবার যদি থাকে প্রয়োজন
নির্ভয়ে শুনাও তাই !

শি । কি বলিব ?—
ইচ্ছা-মৃত্যু শান্তনুনন্দন !
পূর্ব্ব কথা করহ স্মরণ ।

রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা,
পার হয়ে বৈতরণী এসেছে হেথায়।
ত্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জ্বালা,
হে কৌরব, সেই জ্বালা
সর্ব্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান।
রামজয়ী ভুবনে অজেয় ব্রহ্মচারী!
কুরু পাণ্ডবের রণে, তোমার নিধনে—
শুনে রাখ, একমাত্র মৃত্যুশর আমি।

ভীষ্ম। যতক্ষণ রব অস্ত্রধারী
প্রতিদ্বন্দ্বী যদ্যপি সংহারী নিজে আসে
তারো সাধ্য নাই বৎস, বধে মোরে রণে।

শি। বৃথা তবে মম আগমন?

ভীষ্ম। বৃথা তব আগমন।

শি। শিব বাক্য হইবে লঙ্ঘন?

ভীষ্ম। কভু না কভু না যুবা,
চির সত্য শঙ্কর বচন।

শি। তোমার মরণ বর
দিয়াছেন শঙ্কর আমারে।

ভীষ্ম। তবে তুমি নররূপে নারী?

শি। পূর্ব্বে ছিনু, আর নারী নহি নরবর
জন্মিয়াছি নারীরূপে। মহান্ শঙ্কর
করুণা করিয়া মোরে করেছেন নর।

ভীষ্ম। চলে যাও সম্মুখ হইতে নারী।

আমি চির ব্রহ্মচারী,
মাতা মম দেবতা জাহ্নবী। তব মুখে
হেরিনু মানবী-মুখ প্রথম জীবনে।
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে
মৃত্যু ইচ্ছা জেগেছে আমার!
চলে যাও শিখণ্ডিনী।
হে বিদুর! সযতনে
স্বদেশে বালারে তুমি দাও পাঠাইয়া
হও নর শংকরের বরে, তবু তুমি
নারী ভিন্ন নহ অন্য আমার নয়নে।

শি। জেগেছে জেগেছে দেবব্রত?
স্বয়ম্বর সভামধ্যে
আচম্বিতে উপনীত তরুণ তপন!
যে প্রচণ্ড হুতাশন জেলেছিলে হৃদয়ে আমার,
একজন্ম-অশ্রুজলে হ'ল না নির্ব্বাণ।
ক্রোধ কেন হে মহান্?
কাশীরাজ গৃহ হ'তে যাচিকা হইয়া
এ ব্রহ্মচারীরে তার মুখ দেখাইতে
পশে নাই তব গৃহে কাশীরাজসুতা।
আজি আমি অজ্ঞ অন্ধ দ্রুপদ-নন্দন
বিধাতা প্রেরিত হয়ে আসিয়াছি তোমার সদন।
বিধির ইচ্ছায়, মুহূর্ত্তে হইনু জাতিস্মর—
পূর্ব্বজন্ম—বিগত-কল্যের মত উঠিল জাগিয়া।
জেগেছে যখন, কর আকর্ণন
তোমারে ফিরা'য়ে দিব
তোমার সমস্ত জন্মা অভিশাপী রবি!

বি। চলে এস পাঞ্চাল নন্দন!
এ তরুণ দেহকান্তি
সংগোপনে লুকায়েছে নিয়তির হাসি।
বিশ্ব যাঁর চরণে লুটায়,
মায়া যাঁরে হেরে ভয়ে সুদূরে পালায়,
রে শিশু! তুই কি তারে করিবি সংহার?
হে বিশ্ব জননী মায়া!—এ কি তব রহস্য দারুণ?

শিখণ্ডী ও বিদুরের প্রস্থান

ভীষ্ম। স্মিতাননে, মধুরতা চারু আস্তরণে,
রে নিয়তি আমারে বধিতে
গোপনে করিলি তীব্র বাণের সন্ধান?
চলে যা বিষাদ রাশি—
চলে যা জীবনে ইচ্ছা
নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার!
দুর্বহ কর্ম্মের ভার পীড়নে পীড়নে
সমুত্যক্ত করেছে আমারে।

দুর্যোধন ও রাজন্যগণের প্রবেশ

দু। পিতামহ!

ভীষ্ম। এস ভাই। আসুন নৃপতিবর্গ।

দু। আমাদের উভয় যুধিষ্ঠিরের মনোমত হয়নি। তিনি কৃষ্ণের পরামর্শে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে তারা পিপীলিকাগণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন না হয় তাই এই সমস্ত নৃপতি-সঙ্গে আপনার কাছে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি কি ক'র্‌বো কুরুরাজ, আমাকে আদেশ কর।

দু। যাঁরা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, তাঁরাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পিতামহ! আপনি অসুর গুরু শুক্রের তুল্য নিষ্পাপ, আমার চিরহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ। জগতে এমন কোন বীর নাই যে আপনাকে সংহার কর্‌তে সমর্থ! এই রাজন্যগণের অভিপ্রায় মত আপনাকে নিবেদন করি যে, আপনি এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি হউন।

ভীষ্ম। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সকলে। সর্ব্ববাদী সম্মত।

ভীষ্ম। শুন দুর্য্যোধন, আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে তোমার সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও শুনে রাখ, নৃপতিগণ আপনারাও শুনুন, কৌরবের ন্যায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তারা যদি পরামর্শ নিতে আসে, তাদের সৎ পরামর্শ প্রদান করাও আমার কর্ত্তব্য। যদি সম্মত হও, তবে আমাকে সেনাপতিরূপে বরণ কর।

দু। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, পিতামহ।

১ম রা। এসব সাধুযোগ্য কথায় কোন ক্ষত্রিয়ই প্রতিবাদ কর্‌বে না।

ভীষ্ম। কেশব, বলদেব কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেছেন দুর্য্যোধন!

দু। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন কর্‌বেন না। কেশব পাণ্ডবপক্ষে, তবে তিনি অস্ত্র ধরবেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ভীষ্ম। তা'হলে আরও শোন, পাণ্ডবপক্ষে এক মহাবীর অর্জ্জুন ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। তবে সে প্রকাশ্যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে না। আমি অস্ত্রবলে সুর অসুর গন্ধর্ব্ব রাক্ষস পরিপূর্ণ বিশ্বকে প্রাণিশূন্য কর্‌তে পারি। আমি পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করব, এমন কি কেশব অস্ত্র ধরলে তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ কর্‌বে, কেবল একজনের সঙ্গে করব না।

দু। কে সে পিতামহ ?

ভীষ্ম। তিনি দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী।

দু। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কেন ?

ভীষ্ম। কেন, সময়ান্তরে বলব।

১ম রা। শিখণ্ডী। সেই বালিকামুখ বালক ? হে নারায়ণ, তার সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তাকে আমরা পথের মাঝেই শেষ করে দেব।

ভীষ্ম। আমি বলছি, যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তা হ'লে আমি প্রতিদিন দশ হাজার ক'রে সৈন্য সংহার করব। শুন দুর্য্যোধন এই আমার পণ।

দু। যথেষ্ট পিতামহ,—যথেষ্ট।

১ম রা। যথেষ্ট। আপনি দশ সহস্র করে সংহার করবেন, অবশিষ্ট আমরা ধ্বংস করব।

দু। দু'শো পাঁচশো যা পারি! আপনি দশ সহস্র ক'রে সংহার করলে আমরাও আপনাকে বেশী দিন ক্লেশ স্বীকার করতে দেব না! তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দামামা দিই ?

ভীষ্ম। যাও, ঘোষণা কর, আমি অকপটে বিনা কার্পণ্যে যত দিন জীবিত থাকব, তোমার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ ক'রব।

ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভীষ্ম। ধন্য তুমি কর্ম্মভূমি!

ধন্য তব তমুক্ষেত্র উদ্ভব মহিমা!

হে পাণ্ডব, চির প্রিয় হৃদয়ের ধন,

প্রয়োজন ধর্ম্ম অর্জ্জন—

দেখিতে ব্যাকুল হেয়ে বসেছিনু আমি।

কুরুকুল জয়লাভী পাঞ্চালীর সনে

যদি তাই এলি স্বজনে,

কি মমতা লভিবারে পিতামহ পাশে ?
হে প্রিয়, হে শিশু, পিতৃহীন—
আলিঙ্গন প্রার্থী ওই মুক্ত ভুজদলে
অজস্র অজস্র তীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধান
দিবে কিনা পিতামহ স্নেহ উপহার।
হে বিশ্ব-জননী মায়া !
এতদিনে বুঝিয়াছি করুণা তোমার।
মৃত্যু নহে শিখণ্ডিনী—পদছায়া তব
হে অজ্ঞাত দেবতা বান্ধব !
রাম সনে রণে সমর-প্রাঙ্গণে,
আমারে পতন হ'তে ধ'রেছিলে সবে।
যদি এখনো থাকে সে করুণা, যদি থাকে
এখনো তাদৃশ সূত্রে প্রীতির বন্ধন
অদ্য রাত্রে বার্ত্তা মোরে করহ প্রেরণ।
জীবন-সন্ধ্যায়, আলোকিত সুবর্ণ কান্তারে
দেখাও আমারে দেব,—দয়া করে দেখাও আমারে
আমার গন্তব্য কোথা স্থান !
একি ! একি ! সুপ্ত স্মৃতি জাগয়ে আমার !
উল্লাসে সহস্র রন্ধ্রে উঠেছে ঝঙ্কার,
কম্পিতা মেদিনী পদতলে,
স্তব্ধ বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে, কে যেন, কি যেন কথা বলে !
বুঝিতে না পারি, এস ধীরে, ধীরে এস নারী
শুনে রাখ পণবদ্ধ ব্রহ্মচারী আমি।

মূর্ত্তির প্রবেশ

মূর্ত্তি। নহি নারী আমি নরোত্তম !
মৃত্তিকা-পিঞ্জরে নহে আমার জনম।

কারায় হইয়া বদ্ধ ত্যজেছ আপন।
তাই, আজি কালবশে তোমার সকাশে
বার্ত্তারূপে মম আগমন।
আকাশ হইতে আজি নারীরূপ ধরে
তোমারে শুনাতে বার্ত্তা আসিয়াছি স্বামী।

ভীষ্ম। স্বামী!

দ্যুতি। স্বামী! সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব দাসী।
হে ধরাপ্রবাসী! অভিশাপে
নররূপে জনম তোমার
সপ্তবসু সপ্তস্বরে সপ্তদিকে তুলিয়াছে গান,
সপ্তদেবী তাদের রাগিণী।
অষ্টমী নীরব বহুদিন!
অষ্টম অভাবে অশ্রুজলে
দিগন্ত তাসাই ব'সে আমি বিরহিণী।

ভীষ্ম। হয়েছে স্মরণ,
তথাপি গো যতক্ষণ এ দেহ ধারণ
আমি নর, তুমি দেবী নমস্য আমার!
দাঁড়ায়োনা আর, মন হয়েছে যাব ফিরে।
অবশিষ্ট মাত্র দরশন, একমুখে নর-নারায়ণ।
যাও দ্যুতি! কহ গিয়া প্রিয় ভ্রাতৃগণে
মিলিব তাদের সনে উত্তর অয়নে।

ভীষ্মের প্রস্থান

দ্যুতির গীত

সেই দিন শেষ রবির রেখে
মোর পানে তুমি ছিলে গো।
অনন্ত সরণে রেখেছি স্মরণে
তুমি যে দিয়েছ ভুলে গো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র

শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন ও রাজগণ

নেপথ্যে। জয় কৌরবের জয়! জয় মামা শকুনির জয়!

শ। ওহে এ কি হ'ল? যুদ্ধের প্রারম্ভেই জয়ের নাম করতেই শিয়াল চেঁচায় কেন?

কর্ণ। চেঁচাবে না? মহারাজ বেছে বেছে এক অতি বৃদ্ধকে সেনাপতি ক'রলেন, তা'তে শৃগালের উল্লাস হবে না ত কা'র হবে?

শ। তাইত হে, এ কি হ'ল, বুক যে ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌তে লাগল!

দুঃ। ও মামা! শুধু শিয়াল নয়, তোমার নামের ওই পাখীগুলোও যে আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের সৈন্যের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে! চা'রিদিকে অমঙ্গল চিহ্ন! মেঘ-শূন্য আকাশ থেকে অনবরত কর্দ্দম ও রুধির বৃষ্টি হ'চ্ছে! এ কি?

শ। তাই ত অঙ্গরাজ, এ সব কি হচ্ছে! যুদ্ধের প্রারম্ভে এ কি সব অমঙ্গল-চিহ্ন! দেখ দেখ, আকাশে অগণ্য উল্কা বৃষ্টি।

কর্ণ। ও সব আমার পূর্ব্বে থেকেই অনুমানে দেখা আছে। মাতুল! ও সব তুমি দেখ। দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃদ্ধ পিতামহ কিম্বা বৃদ্ধ দ্রোণের ক্ষমতা নয়। অর্জ্জুনকে সংহার ক'রবার একমাত্র যোগ্য রথী আমি। মহর্ষি জামদগ্ন্যের কাছে যখন আমি শিক্ষা শেষ করি, সেই সময় তিনি আমায় বলেছিলেন—কর্ণ! তুমি আমার সমান যোদ্ধা হ'লে। সুতরাং শোন মাতুল, আমার তুল্য যোদ্ধা দ্বিতীয় নাই।

দুঃ। যা' হবার তা হ'য়ে গেছে। অঙ্গরাজ এখন অনুশোচনা বৃথা। এখন যাতে আমার দাদার মঙ্গল হয়, তার উপায় বিধান কর।

কর্ণ। সে বিষয়ে আমাকে আর বিশেষ ক'রে ব'লছ কেন ভাই মহারাজ দুর্য্যোধন আমার সখা। তার মঙ্গলে আমার মঙ্গল জেনে রাখ। যে কয়দিন বৃদ্ধ যুদ্ধ ক'রতে পারেন করুন, তার পর আমি আছি। দুঃশাসন! আমার কাছে এক অস্ত্র আছে। এই দেখ, এর নাম একঘ্নী। এই অস্ত্রে এক জন মাত্র নিহত হবে। এ যার প্রতি প্রয়োগ ক'র্‌বে, সে অমর হলেও প্রাণে বাঁচবে না। দেবরাজ ইন্দ্রকে কবচ কুণ্ডল ভিক্ষা দিয়ে আমি এই অস্ত্র লাভ ক'রেছি। অর্জ্জুনকে সংহার ক'রবার জন্য তুলে রেখেছি। অর্জ্জুনের সংহার হ'লে আর কি পাণ্ডব কুরুসৈন্যকে পরাস্ত ক'র্‌তে পার্‌বে? অর্জ্জুনের মৃত্যুবাণ আমার হাতে। ভয় কি দুঃশাসন।

দুঃ। তবে আর কি? তবে আর আমাদের যুদ্ধজয় কে রোধ করে? ডাকুক শৃগাল, পড়ুক বজ্র, বর্‌ষুক রক্তবৃষ্টি—এ যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের জয়। অর্জ্জুন ম'লে পাণ্ডবেরা সবংশে ধ্বংস হ'বে—এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কর্ণ। অর্জ্জুনকে একবার মার্‌তে পার্‌লে, বাদ বাকী চার ভাইকে চার দিনে সংহার ক'রব।

শ। অঙ্গরাজ! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ।

ক। কি মাতুল?

শ। উৎপাত-চিহ্ন দেখলুম কেন, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারলুম।

ক। কি কারণ মাতুল?

শ। ওই দেখ—ওই দেখ—যুধিষ্ঠির রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দীনবেশে আমাদের দিকে আস্‌ছে।

দুঃ। তাইত—তাইত—মামা, এ কি! এত দম্ভ ক'রে পাণ্ডব যুদ্ধ-ঘোষণা ক'র্‌লে, এখন রথ ছেড়ে—অস্ত্র ছেড়ে আমাদের কটকের দিকে আসছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব—ওই তাদের পশ্চাতে দুরে রুক্ষ। ব্যাপার কি অঙ্গরাজ?

কর্ণ। ব্যাপার আর যুদ্ধে কি বাকী থাকে দুঃশাসন? যুধিষ্ঠির মনে ক'রেছিল, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে রাজ্যের অংশ গ্রহণ ক'রবে। যখন দেখলে আমরা ভয় পেলুম না এক সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁকে দান ক'রলুম না, তখন কি করে, মানের দায়ে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। এখন আমাদের সৈন্য-সমাবেশ দেখে ভয়ে বোধ হয় সন্ধি ক'রতে আসছে।

দুঃ। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় তাই। কারও হাতে অস্ত্র নেই, আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন?

১ম রা। ঠিক দেখতে পাচ্ছি। রাজা যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন।

দুঃ। ওই দেখ ভীমার্জুন সম্মুখে এসে তার পথ রোধ ক'রেছে।

কর্ণ। তারা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আসতে দিচ্ছে না।

শ। ঠিক ব'লেছ অঙ্গরাজ, রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধি ক'রতে আসছে।

কর্ণ। কৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ধি ক'রতে আসছে। ভাইদের ইচ্ছা নয়। ওই দেখ চতুর চূড়ামণি দূরে দূরে আসছে। ভীমার্জুনকে লুকিয়ে আসছে।

সকলে। সন্ধি ক'রতে আসছে—সন্ধি ক'রতে আসছে। জয় রাজা দুর্য্যোধনের জয়।

দুঃ। আপনারা যত শীঘ্র পারেন নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে অবস্থান করুন। কি ঘটনা ঘটে আপনারা সকলে সত্বরেই জানতে পারবেন।

রাজাদের প্রস্থান

কর্ণ। ও মাতুল, নিকটে থাকতে দেখার মজা হবে না। এস একটু দূরে স'রে পাণ্ডবদের কার্য্যকলাপ দেখি।

শ। ঠিক ব'লেছ—কিন্তু বড়ভাগ্নের যে দুই একটা মিষ্টি কথা শুনোতে হবে, তার কি?

কর্ণ। ঠিক শোনাবো, যথাসময়ে শোনাবো মামা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।

সকলের প্রস্থান

যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ

অর্জ্জুন। সপ্ত অক্ষৌহিণী আপনার আদেশের অপেক্ষায় অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে এ আপনি কি ক'রেছেন দাদা?

ভীম। দাদা, আমাকে আগে হত্যা কর। জীবন থা'ক্‌তে আমি তোমাকে আর এক পাও এ মুখে এগুতে দেব না। তুমি কি আমাদের সমস্ত নষ্ট ক'র্‌বে? রাজ্য নষ্ট ক'রেছ, মান নষ্ট ক'রেছ, পাঞ্চালীকে রাজ-সভায় দাসীর বেশে আনিয়ে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রেছ। এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি ধর্ম্মরাজ? যুদ্ধ ক'রে সুখে ক্ষত্রিয়ের মরণ ম'র্‌ব, তাতেও তুমি বাদ সাধছ?

নকুল। শত্রু দূরে দাঁড়িয়ে আপনার আচরণ দেখে হাস্‌ছে।

সহ। দোহাই প্রভু, যাওয়া যদি আপনি বন্ধ না করেন, অন্ততঃ একবার বলুন, কেন আপনি এই দীনবেশে কৌরব-শিবিরাভিমুখে চ'লেছেন?

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃ। হাঁ, হাঁ, বাধা দিও না ভীমসেন; বাধা দিও না ধনঞ্জয়! পথ ছাড়—ধর্ম্মরাজকে নির্ব্বিঘ্নে পথ চ'ল্‌তে দাও।

ভী। এ কি ব'লছ কৃষ্ণ?

কৃ। ঠিক ব'লছি—বাধা দিও না।

অ। একটা কথা শুন্‌তেও কি আমাদের অধিকার নেই!

কৃ। না। থাক্‌লে, ধর্ম্মরাজ ব'ল্‌তেন।

ভী। যাও, তবে কোথায় যাবে যাও। ওই পাপিষ্ঠ দুঃশাসন, ওই দুরাত্মা কর্ণ, ওই মহাপাপ শকুনি—হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের দিকে আস্‌ছে।

কৃ। আসুক।

ভী। এখনি বাক্যবাণে আমাকে জর্জ্জরিত ক'র্‌বে।

কৃ। করুক।

ভীম। আমি চ'ল্লুম।

কৃ। না, যেতে পাবে না। চা'র ভাইকেই ধর্ম্মরাজের সঙ্গে যেতে হবে।

দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

শ। বা! ধর্ম্মরাজ বা!—

কর্ণ। অদ্ভুত বীরত্ব দেখাচ্ছ ধনঞ্জয়!

দু। কি ভীমসেন—(বক্ষঃ দেখাইয়া) এটাকে চিরে রক্ত খাবার প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে না!

কৃ। চলুন মহারাজ, আমরা আপনার অনুসরণ করি।

দুঃ। শুধু পাঁচ ভাই কেন হে?—পঞ্চবীরের প্রাণপুত্তলি পাঞ্চালী কই? তাকে সঙ্গে আন্‌লেই ভাল হ'ত।

শ। আমরা মাতুলের জা'ত—আমরা চোখ বুজে থাক্‌ব—সঙ্গে নিয়ে এস যুধিষ্ঠির, পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে এস। অনেক কষ্টে তা'কে উপার্জ্জন ক'রেছিলুম হে—পাশা ফেল্‌তে হাতের নড়া ব্যথা হ'য়েছিল, নিয়ে এস ভীমসেন!

দুঃ। তোমার দাঁত কিড়িমিড়ি রোজই দেখ্‌ছি। একবার পাঞ্চালীকে দেখাও। আমার বুক, দাদার উরু,—পাঞ্চালী কই—পাঞ্চালী কই?

যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

কর্ণ। এখন কি কর্ত্তব্য মাতুল?

দুঃ। আবার কর্ত্তব্য কি। চল, আমরা দাদাকে এ সংবাদ দিয়ে আসি—আর ব'লে আসি, কোন রকমে যেন সন্ধি না করেন।

কর্ণ। সন্ধি প্রাণান্তেও ক'র্‌তে দেব না। প্রথমেই আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ ক'রেছিলুম, তা' যখন সে শোনেনি, যখন স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেছে, তখন কখনই সন্ধি হ'তে দেব না। পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল না ক'রে আর আমরা নিবৃত্ত হব না।

দ। তাহ'লে দুঃশাসন যা' ব'ল্‌লে, তাই করি এস। এস দুঃশাসন,
ব'লে আগে থাকতে সাবধান ক'রে রাখি।

কর্ণ। তাই চল—বিনা রক্তপাতে এ বিবাদের মীমাংসা হ'তে দেব
না। না, না, একি হ'ল? সকলে মিলে পিতামহের শিবিরাভিমুখে
চ'লেছে যে!

দু। যেখানেই যাক্, সন্ধি হ'তে দেব না। দুরাত্মা ভীম আমার
বক্ষ-রক্ত পান ক'র্‌বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, দাদার উরু-ভঙ্গের বিভীষিকা
দেখিয়েছে। ঐ দুরাত্মাকে বিনাশ ক'র্‌তে না পা'র্‌লে কিছুতেই আমার
রাগ যাবে না।

কর্ণ। কারও যাবে না। আমিও যতক্ষণ অর্জ্জুনকে বিনাশ ক'র্‌তে
না পার্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আর নিদ্রা হবে না। যুদ্ধ চাই—রক্ত
চাই—পাণ্ডব-শোণিতে তৃষিতা ধরণীর তৃপ্তি চাই।

দু। পিতামহকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তিনি আমাদের চেয়েও
পাণ্ডবদের ভালবাসেন। আমাদের কৌশলে, বড় অনিচ্ছায় তিনি
আমাদের পক্ষাবলম্বন ক'রেছেন। চল, আগে থাক্‌তেই আমরা দুন্দুভি-
ধ্বনিতে ও মাগধীদের রণ-সঙ্গীতে যুদ্ধের ঘোষণা ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র

রণ-সঙ্গীত

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি

যুধি। হে দুর্দ্ধর্ষ পিতামহ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ ক'র্‌তে
এসেছি। আপনার সঙ্গে সংগ্রাম ক'র্‌ব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যুদ্ধের
অনুমতি দান করুন, আর আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। রাজন্! তুমি যদি আমার কাছে অনুমতি গ্রহণ কর্‌তে না
আস্‌তে, তা'হ'লে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতুম—তোমার পরাজয়

হ'ক। এখন আমি তোমার প্রতি প্রীতি হ'য়েছি। তুমি বর গ্রহণ কর। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার নিবেদন শোন। আমি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ ক'রব ব'লে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'য়েছি। সুতরাং তোমার হ'য়ে আমি কোনমতেই যুদ্ধ ক'রতে পারব না। তুমি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।

যুধি। পিতামহ! আপনি কৌরব-পক্ষের হ'য়ে যুদ্ধ করুন, আর আমার হিতার্থী হ'য়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন। আমি এই বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। তথাস্তু।

যুধি। আপনি অপরাজেয়।

ভীষ্ম। আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রতে পারে, এমন ব্যক্তি আমি দেখিনি। ইন্দ্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এলে, তিনিও আমাকে পরাজয় ক'রতে পারেন না।

যুধি। তা'হ'লে আপনি কেমন ক'রে যুদ্ধে নিহত হবেন, সেই উপায় আমাকে ব'লে দিন্।

ভীষ্ম। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজ!

যুধি। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে আমার পক্ষের মঙ্গল কামনায় এই প্রশ্ন ক'রছি।

ভীষ্ম। অস্ত্র হাতে থাক্‌লে আমার পরাজয়ের ত কোনও উপায় দেখ্‌তে পাই না, মহারাজ!

যুধি। তবে কি বাতাহত মেঘের ন্যায় আমার সমস্ত সৈন্য আপনার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হবে?

ভীষ্ম। মহারাজ! এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি, সুতরাং এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না।

কৃষ্ণ। প্রয়োজন নেই—উত্তর আপনি পেয়েছেন ধর্ম্মরাজ! এখন পিতামহকে প্রণাম ক'রে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীষ্ম। এই যে কেশব তোমার সঙ্গে র'য়েছেন। তবে আর জয়ের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছ কেন? যাও, তোমরা ধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমার আদেশের অপেক্ষা ক'র্ছে।

অর্জ্জুন। পিতামহ! আপনার অঙ্গে আমি কেমন ক'রে অস্ত্র নিক্ষেপ ক'র্ব?

ভীষ্ম। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকেই জানে। তখন সে তার অন্য সমস্ত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়। তুমি শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাক্‌তে; আমি অতি কষ্টে তোমাকে বুঝিয়েছিলুম যে, আমি তোমার পিতামহ। সে আদরের নিধি তুমি—সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ধনঞ্জয়! আমিই বা তোমার অঙ্গে কেমন ক'রে বাণ নিক্ষেপ ক'র্ব? যাও, এই মোহকর দুর্ব্বলতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম থেকে যেন কোনও রকমে বিচ্যুত হ'য়ো না।

যুধি। তবে অনুমতি করুন, আমরা শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আমরা বালক—যুদ্ধের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা ক'র্তে অক্ষম! আপনি বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, তপস্বি-প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। এমন কথা বলুন, যা' স্মরণ ক'র্লে এই ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের জয় হয়।

ভীষ্ম। কেশব! আমি মহাত্মাদের মুখে এই আপ্ত বাক্য শুনেছি,—যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়।

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

হে পাণ্ডুপুত্রগণ! শুন, তোমাদের জয় কা'রও আশীর্ব্বাদ-বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমি প্রাণ-পণ ক'রে দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ ক'র্ব। সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অব্যাহত রেখে আশীর্ব্বাদ করি—এই যুদ্ধে তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম।

যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দু। পিতামহ! প্রণাম করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব্বাকাশে অরুণাগম সূর্য্যোদয়ের সূচনা ক'র্‌ছে। ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে এই শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধারম্ভ ক'র্‌তে রথিগণকে আদেশ কর।

দু। তাতো ক'র্‌ব, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটা বিষম সংশয় উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীষ্ম। কি সংশয়, বল?

দু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি পাণ্ডবের বিপক্ষে কৃপালু হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌বেন—আপনি আমার হ'য়ে মনোযোগ-সহকারে যুদ্ধ ক'র্‌বেন না।

ভীষ্ম। মনে তোমার সহসা এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল কেন?

দু। শুধু আমার নয় পিতামহ, আমার প্রিয়সখা অঙ্গরাজেরও মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তুমি এই নীচজাতি সূতপুত্র কর্ণের কথায় সহসা এরূপ উত্তেজিত হ'য়ো না।

কর্ণ। দেখুন পিতামহ! আপনি আমাকে এরূপ অযথা তিরস্কার ক'র্‌বেন না। আপনি যখনই অবকাশ পান, তখনই আমার প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করেন।

সূতো বা সূতপুত্রো বা যোঽহং সোঽহং ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্॥

সূতই হই, সূতপুত্রই হই, আমি যে হই না কেন, আমি স্বধর্ম্ম কখন পরিত্যাগ করি না! আমি দৈবাধীন কৌলীন্য গর্ব্ব না ক'রে নিজের পৌরুষের গর্ব্ব করি। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের শ্রেষ্ঠ-হিতৈষী ব'লেই নিজেকে মনে করি।

দু। রাজা যুধিষ্ঠির আপনার কাছে এসেছিলেন কেন ?

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ ব'লে এসেছিলেন। আমি গুরুজন, এই জন্য ধর্ম্মানুসারে তিনি আমার কাছে যুদ্ধের অনুমতি নিতে এসেছিলেন।

দু। বেশ, তা আসুন তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। এখন আমি আপনাকে যা' নিবেদন ক'র্‌তে এসেছি, তা' শুনুন। আপনি কৌরবসৈন্যের সেনাপতি ! সুতরাং আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন ক'র্‌তে আমার অধিকার আছে।

ভীষ্ম। শুধু প্রশ্ন কেন কুরুরাজ, আমার প্রতি আদেশ ক'র্‌তেও অধিকার আছে।

দু। তা'হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কতদিনে পাণ্ডবকে সসৈন্যে সংহার ক'র্‌তে পার্‌বেন ? আচার্য্য মহামতি দ্রোণকে আমি এই প্রশ্ন ক'রেছিলাম। তিনি অকপটে আমাকে ব'লেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ ক্ষীণপ্রায়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যদি আমার মৃত্যু না হয় তা'হলে আমি একমাসে পাণ্ডবদের সসৈন্যে সংহার ক'র্‌ব।"

ভীষ্ম। আমিও অতি বৃদ্ধ, তার উপর আচার্য্য দ্রোণের অপেক্ষা অধিক বীরত্বের গৌরব করি না। আমি বল্‌ছি, যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা'হলে একমাসের মধ্যে সসৈন্যে পাণ্ডবকে সংহার ক'র্‌ব।

কর্ণ। তবে ত তারি যুদ্ধ ক'র্‌বেন পিতামহ ! প্রবল একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হয়ে দুর্ব্বল সপ্ত অক্ষৌহিণীকে একমাসে ধ্বংস ক'র্‌বেন, রাম-বিজয়ীর এ গর্ব্ব না করাই ছিল ভাল। মহারাজ, আমি পাঁচদিনে সংহার ক'র্‌ব।

ভীষ্ম। রাধেয় ! তুমি জাতির অনুরূপ গর্ব্ব ক'রছ। তুমি অর্জ্জুনকে কখন বাসুদেবের সঙ্গে এক রথে দেখনি, তাই এই বালকোচিত মতিহীনের মত কথা কইতে সাহস ক'র্‌লে। সূতপুত্র ! একবার সে যুগল মূর্ত্তি একরথে দেখ্‌লে, আর তোমার মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য নির্গত হবে না।

কর্ণ। সে আপনি বাস থাকেন ধ'রে দেখুন।

ভীষ্ম। একক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধেই তোমাদের বীরত্বের মূল্য তোমরা বুঝতে পেরেছ। গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে যখন দুর্য্যোধনের স্ত্রীপুত্রদিগকে গন্ধর্বেরা কেড়ে নিয়েছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? বিরাটরাজ্যে গোধন-হরণ কালে যখন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদিকে নিদ্রিত ক'রে তাদের বস্ত্রহরণ ক'রেছিল, তখনই বা তুমি সে প্রান্তরের কোন্ তরুতলে নিদ্রিত ছিলে?

কর্ণ। তিরস্কার শুনতে আসিনি পিতামহ, আমি রাজা দুর্য্যোধনের মঙ্গলার্থী হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি পাণ্ডবনিধনে কার্পণ্য করেন, তা'হলে এখনও সময় থাকতে সগৌরবে যুদ্ধ হ'তে অবসর গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। সেনাপতি হবে কে?—তুমি?

কর্ণ। আমিই সেনাপতি হব।

ভীষ্ম। তুমি! তবে কিছু অপ্রিয় সত্য শুন রাধেয়! আচার্য্য দ্রোণ অতিরথ। কৌরবপক্ষে আমি ভিন্ন তাঁর সমতুল্য যোদ্ধা আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া আমাদের বীরগণের মধ্যে অনেক রথী আছেন। দুর্য্যোধন রথী, দুঃশাসন রথী, এমন কি এই নীচ সুবলনন্দন শকুনি, তাতেও রথীদের অনেক লক্ষণ আছে। কিন্তু রাধেয়! তোমাতে তা' নেই। সহজাত কবচ-কুণ্ডল-হীন, প্রতারণায় ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষাকারী দাম্ভিক অঙ্গরাজ, তুমি অর্দ্ধরথী। পাঁচদিনে তুমি পাণ্ডবীকে সংহার ক'রবে! পাঁচদণ্ড তার বাণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার তোমার শক্তি নাই।

কর্ণ। তবে শুন রাজা দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রলুম, এই আত্মশ্লাঘাকারী বৃদ্ধ পরশুরামের কৃপায় পরশুরাম-বিজয়ী এই কুরুবৃদ্ধ যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধ'রব না। বৃদ্ধ ম'লে, আমি আবার অস্ত্র ধ'রে তোমার হ'য়ে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার ক'রব।

কর্ণের প্রস্থান

দু। কি করলেন পিতামহ! আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ সখা, সর্ব্বদা আমার হিতৈষী কর্ণের সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রলেন!

ভীষ্ম। সে তোমার হিতৈষী? না দুর্য্যোধন! মুখে কার্য্যে অপরাজ তোমার হিতৈষিতা করে বটে, কিন্তু ফলে সে হিতৈষী নয়। মূর্খ রাজা, শুনলে না—সত্যবাদী কর্ণ আমার মৃত্যু ঘোষণা ক'রে গেল! যাও, যে সঙ্কল্প ক'রে অস্ত্র ধ'রেছি, যতদিন পর্য্যন্ত অস্ত্র ধরতে অসমর্থ না হ'ব, ততদিন পর্য্যন্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করব না। প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রব। যতদিন যুদ্ধ ক'রব, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে কৃপণতা ক'রব না। পাণ্ডবদিগের সংহার করা যদি আমার সাধ্য হয়, তাদের সংহার ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রব না।

দু। পিতামহ! এ হ'তে করুণার কথা আমি প্রত্যাশা করিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রে যুদ্ধারম্ভ করুন।

দুর্য্যোধনাদির প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—সন্ধ্যা

বলদেব ও সাত্যকি

বল। কি রে সাত্যকি, কি রে ভাই, মুখ বিবর্ণ করে দাঁড়িয়ে কেন?

সা। যাও, যাও—তোমার ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেছে।

বল। আরে দূর, ও কথা কি বলতে আছে রে ছোঁড়া! কেশব আমার চরণে মাথা নোয়ায়, আর তুই কি না বল্‌লি, অশ্রদ্ধা হ'য়েছে। কেন্ন ব'ল্লে তোর কাণ মলে দেব। শালা, ও কথা ব'ল্লে কেশবের অমর্য্যাদা হয়, তা' জানিস?

সা। তুমি যে বলালে, তা'হলে ব'লব না কেন?

বল। আমি কি বলালুম?

সা। যেদিন রাজা দুর্য্যোধন তোমাদের দুই ভাইকে বরণ করতে যায়, সেদিন তুমি কি বলেছিলে?

বল। কি বলেছিলুম?

সা। এইত, চব্বিশ ঘণ্টাই মধুপানে মত্ত—তোমাতে কি পদার্থ আছে?

বল। সে কি রে সাত্যকি আমাতে পদার্থ নেই?

সা। কই দেখতে ত পাচ্ছি না!

বল। দূর মূর্খ! আজও পর্য্যন্ত তুই আমাকে চিনতে পারলিনি! তা'হ'লে তোর কৃষ্ণভক্তির বহর কৈ?

সা। কেন, তুমি কি?

বল। আমি কি? আমি কি? হাঁরে শালা, আমি কি! আবার কি? আমি হলধর, আমি বলদেব—আমি সঙ্কর্ষণ—আমি আছি তাই তোমাদের কেশব আছে। কেশবের ওই দেহ কি মাটিতে গড়া রে হতভাগা! তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চূড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্য্যন্ত সমস্তই চিন্ময়! চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। আমি হলধর। চিন্ময় বাসুদেবের চিত্রক্ষেত্রে দিবারাত্র বিশ্রামশূন্য হ'য়ে হলচালনা ক'রছি। সেই জন্যই না তোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীলা কে দেখাত রে? আমি সঙ্কর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আকর্ষণ ক'রেছি, তার চিন্ময় দেহকে মৃন্ময়ের আভাষ দিয়েছি। ওরে ভাই সে কি অল্প অবতার কাজ! তাই আমি বলিশ্রেষ্ঠ বলদেব। মুনি ঋষি ধ্যান ক'রে যা'কে ধ'রতে পারে না, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ যার কাছে পৌঁছিতে পারে না, তোরা তাকে নিত্য চোখের উপর দেখছিস্—দেখে কখন আনন্দ, কখন অভিমান করছিস্! মা যশোদা তাকে একদিন দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, রাখাল বালকেরা তার ঘাড়ে পিঠে চেপেছিল রে! আমি যদি এক মুহূর্ত্তের আকর্ষণ ছেড়ে দিই, তা'হ'লে বাসুদেব যে বিরাট্—আবার সেই বিরাট্। তবে ভাব দেখি ভাই, আমাতে কত বল। দিবারাত্রি মধুপান করি কেন, তা বুঝলি?

সা। গায়ের ব্যথা যায় !

বল। ব্যথা যাবে কিরে শালা ! আমার কি গা আছে যে, তাতে ব্যথা লাগবে ? আমি মধুপানে সমস্ত মত্ততা আমার কাছে ধ'রে রেখে দিয়েছি। তাই বাসুদেব দিবানিশি অপ্রমত্ত।

সা। তা এ মত্ততা তোমার বাসুদেবকে দেখাও আর্য্য, আমার আজ আর তা দেখবার হৃদয়-বল নেই।

বল। কেন সাত্যকি ?

সা। আজ অষ্টাহ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে তা' জান ?

বল। তা আর জানতে হবে কেন সাত্যকি ! সে ত দেখতেই পাচ্ছি—প্রকৃতির আকারে দেখতে পাচ্ছি, ইঙ্গিতে দেখতে পাচ্ছি। অসংখ্য বীরের দেহে প্রান্তর আচ্ছন্ন হ'য়েছে, তাতো বুঝতে পারছি ভাই !

সা। এ সব নরদেহ কা'দের বুঝতে পেরেছো ?

বল। কাদের ?

সা। সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের দেহ।

বল। সমস্ত ?

সা। সমস্ত। কুরুপক্ষীয় অতি অল্প সৈন্যই হত হ'য়েছে। কুরুপক্ষের সেনাপতি স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম। তিনি এমন বীরত্বের সহিত,—এমন রণকৌশলের সহিত কৌরবদিগকে রক্ষা ক'রে যুদ্ধ ক'রছেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোনও বীর, তাঁর সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রতে পারছে না।

বল। সেই জন্যই কি তুমি বিমর্ষ ?

সা। সে জন্য তত নয়, কেননা রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ—ক্ষত্রিয়ের এর চেয়ে গৌরবের মরণ আর কি আছে ? বিমর্ষ তোমার জন্য। আর্য্য, তোমার বাক্য মিথ্যা হ'ল ?

বল। আমি কি ব'লেছি ?

সা। তাই ত বলি, তুমি সদা প্রমত্ত—কথায় কথায় আত্মবিস্মৃত—তোমার কথার মূল্য কি ?

বল। আরে ময়ূ—বল না? সত্য্ ক'রে মনে করি।

সা। দুর্য্যোধন ব'লেছিল কৃষ্ণকে চাই না! তাই শুনে তুমি ব'লেছিলে, এমন কথা যে দুর্ম্মতি বলে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কেমন, মনে ক'রে দেখ দেখি, একথা তুমি বলনি?

বল। একথা বল্‌তে পারি, ভাই! কিন্তু দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দিই নি। সে শিষ্য, তা'কে অভিশাপ দেওয়া ত সম্ভব নয়। যা বলি, যা করি সাত্যকি, দুর্য্যোধনের উপর আমার স্বাভাবিক একটা মমতা আছে।

সা। তা হ'লেই ত তোমার কথা মিথ্যা হ'ল।

বল। দেখ্ সাত্যকি, যে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে, তার ধ্বংস ভিন্ন ত অন্য গতি নাই! তার পরিণাম ত অন্যের কথার অপেক্ষা রাখে না।

সা। শুধু কি চাইনি ব'লে সে কেশবের অপমান ক'রেছে? সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কেশব কুরু-সভায় গমন করেছিলেন। পাণ্ডব কৌরব সন্ধি করা দূরে থাক্, কেশবকে অসহায় মনে ক'রে তাঁকে বাঁধতে এসেছিল।

বল। সাত্যকি আর বলিস্‌নি! আমি তোর মনের কথা বুঝেছি। তুই দুর্য্যোধনের উপর আমার প্রচণ্ড ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টায় আছিস্। কিন্তু সাত্যকি, কেশব যখন পাণ্ডবকে অবলম্বন করেছেন, তখন কৌরবের ধ্বংসে আমার ক্রোধের প্রয়োজন হবে না। আমি এই জন্যই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে নির্লিপ্ত! আমি এসেছি কেন জানিস্? শুনেছি, শান্তনু-নন্দন এমন অদ্ভুত যুদ্ধ ক'রেছেন যে, তাতে কেশবকে পর্য্যন্ত বিব্রত হ'তে হ'য়েছে।

সা। এমন যুদ্ধ দেবতা-গন্ধর্ব্বে দেখেনি। অষ্টাহ যুদ্ধ হয়ে গেছে এই অষ্ট দিবসে ভীষ্ম প্রতি রণ-দেবে দশ সহস্র ক'রে সৈন্য সংহার করেছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র ক'রে সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে বিনাশ করবেন।

বল। দেখ্ শালা, আমি মাতাল—না তুই মাতাল? সত্যব্রত শান্তনু-নন্দন কখন এমন প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারেন না!

সা। ক'রেছেন—আর পারেন না!

দ। কেন বল্লে তোকে মেরে ফেল্বে। সত্যব্রত ভীষ্ম জানেন, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষে জয়। এ ক্ষেত্রেও কি তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ প্রতিজ্ঞা ক'রতে পারেন ?

মা। তাল, আজও ত যুদ্ধের অবসান হ'ল—সত্য কি মিথ্যা এখনি ধর্ম্মরাজের কাছে শুনতে পাবে। (নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি) ওই শুন, কৌরব পক্ষের উল্লাস—আজিও বুঝি ভীষ্ম রণাবসানে দশ সহস্র পাণ্ডবসৈন্য সংহার ক'রলেন। তাই ত আর্য্য একি হ'ল? যে রথে নারায়ণ সারথি, নর রথী, সে রথ নিত্য নিত্য পরাজয়ের অপমান সহন ক'রে ফিরে আসবে। পাণ্ডবদের জন্য এখন যত চিন্তা না হ'ক, তোমাদের মর্য্যাদার জন্য যে আমি ব্যাকুল হলুম !

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

অ। একি হ'ল বাসুদেব? প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, পিতামহকে আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য অবসর দেব না। তুমি সাক্ষ্য, সকাল থেকে যুদ্ধারম্ভ ক'রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম বাণ নিক্ষেপ ক'রেছি। সব্যসাচী আমি—যুদ্ধে উভয় হস্তই আমার সমভাবে কার্য্য করে। সেই দুই হস্ত সমভাবে পিতামহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ ক'রেছে। সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আজ আর পিতামহকে কোনও ক্রমে সৈন্য সংহার ক'রতে দেব না। তবু পিতামহকে নিবৃত্ত ক'রতে পারলুম না! কেন পা'রলুম না, আর কোন্ সময়ে পা'রলুম না—আমাকে বল!

কৃষ্ণ। পিতামহ যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হন নি, কিন্তু সখা, তুমি হ'য়েছিলে, এক লহমার জন্য তুমি একবার মাথার ঘাম মুছেছিলে। সেই অবকাশে বৃদ্ধ তোমার দশ সহস্র সৈন্য নিধন ক'রেছেন।

অ। কেশব! শুনে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! আমি আজ জগতে এমন বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে বীর চক্ষের পলক প'ড়তে যত সময় লাগে, সেই সময়ের জন্য আমি একটু

অন্যমনস্ক হ'য়েছি ব'লে—আমার দশ সহস্র সৈন্য সংহার করলেন! কেশব! তুমি আদেশ কর, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করি। মেদিনী ত সামান্য ভূমি—আমাদের এই তুচ্ছ স্বার্থ—এর জন্য মেদিনীকে এমন অমূল্য নিধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে! রাজ্য চাই না, ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য কামনা করি না তুমি আমার এমন অমূল্য পিতামহকে জীবিত রাখ।

বল। ঠিক ব'লেছ ধনঞ্জয়, তোমার মহত্ত্বেরই অনুরূপ কথা ব'লেছ।

গোবিন্দ। পিতামহকে জীবিত রাখ।

কৃষ্ণ। একি দাদা! আপনি এখানে কখন এলেন?

বল। এই ক্ষণপূর্ব্বে এসেছি।

কৃষ্ণ। কেন এলেন?

বল। কেন এলুম? একথা জিজ্ঞাসা করলি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না দাদা, এ সময় আপনার এখানে আসা ভাল হয় নি।

বল। কেন?

সা। আবার কেন? কেশব যখন ব'লেছেন ভাল হয়নি, তখন নিশ্চয় ভাল হয়নি।

বল। তুই থাম্। কেন কৃষ্ণ?

সা। কেন, আমি ব'লছি। তোমার আসার মূল্য কি?

বল। সাত্যকি তুই থাম্।

সা। তুমি নিরপেক্ষ! তুমি ত আর আমাদের হ'য়ে যুদ্ধ ক'রবে না।

বল। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। ওই ত সাত্যকি ব'ললে! আপনি নিরপেক্ষ! আপনি এখানে এলে, কৌরবেরা সন্দেহ ক'রতে পারে যে, আপনি আমাদের হিতার্থে এখানে এসেছেন।

বল। তারা আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ ক'রবে?

কৃষ্ণ। সন্দেহ ক'রবার কারণ হবে। আমরা এখনি ভীষ্ম বধের পরামর্শ ক'রব।

বল। কেমন ক'রে ভীষ্মকে বধ ক'র্‌বে? এই ত শুন্‌লুম, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবদের সসৈন্যে বিনাশ ক'র্‌বেন। সে সত্যসন্ধের প্রতিজ্ঞা। তা হ'লে কেমন ক'রে তুমি সমরে সেই অজেয় ব্রহ্মচারীকে বধ ক'র্‌বে?

কৃষ্ণ। ভীষ্ম ত এরূপ প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারেন না দাদা!

বল। কেন, এই ছোঁড়া ত এই কথা ব'ল্‌লে!

সা। শোন, শোন,—আমার দিকে অমন ক'রে কটমট ক'রে চেওনা।

কৃষ্ণ। সাত্যকিও শুনেছে। তবে সে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা শোনেনি। গঙ্গানন্দন ব'লেছেন, "যদি আমি যুদ্ধে হত না হই, তা হ'লে সসৈন্যে পাণ্ডবদের সংহার ক'র্‌ব।"

বল। কিরে শালা?

সা। যাও, যাও—তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে কি আমি ছাড়তুম? আজ যদি কেশব ভীষ্মবধের কথা মুখে না তু'লতেন, তাহ'লে কা'ল প্রাতঃকালে তোমাকে আমি রণক্ষেত্রে দাঁড় করাতুম। বলদেব, তোমাকে দিয়ে আমি কুরুকুল নির্ম্মূল করাতুম।

কৃষ্ণ। দাদা! সেই অজয় ব্রহ্মচারী, সেই নিরপরাধ নির্দ্দোষ, কুরু পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী মহাপুরুষের দেহ নাশের পরামর্শ কর্‌তে হবে। পাপ-সংসর্গে তাঁকেও মলিন হ'তে হয়েছে—তাই দেবব্রত গঙ্গানন্দনকে আমরা বধ ক'রে মুক্তিদান ক'র্‌ব। সুতরাং আপনি আর মুহূর্ত্তের জন্যও এখানে দাঁড়াবেন না!

বল। আমি চ'ললুম। আমি দেখেছি সমস্ত রাজার বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে। এ মাংস-শোণিতময় সংগ্রাম আমি দেখ্‌তে পা'র্‌ব না। পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমার প্রিয়পাত্র! তুমি অর্জ্জুনের প্রতি মমতাবশে তার প্রতি অনুরূপ হয়েছো। অথচ তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে আমি অবলোকন করি না। সুতরাং আর আমি এখানে থাকব না যতদিন না এই যুদ্ধের শেষ হয়, ততদিন আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাত্রা ক'র্‌লুম।

শা। যেখানেই যাও, যে সঙ্কটেই যাও, শুন আর্য্য, আমাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি প্রয়োজন বুঝি, যেখানেই থাক, স্মরণ মাত্রেই তোমাকে আমার কাছে উপস্থিত হ'তে হবে। এই ভীষ্মযুদ্ধে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছ তুমি। যদি অনার্য্যদের সঙ্গে একযোগে উপবিষ্ট হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শত্রুসংহারে অকৃতকার্য্য হন, তাহ'লে বলিশ্রেষ্ঠ তোমাকেই দিয়ে আমি পাণ্ডব-রিপুকুল নির্ম্মূল করাব।

সত্য। সাত্যকি! এই সামান্য মাত্র সময়ের কথোপকথনে কেশবের এক ইঙ্গিতেই বুঝেছি, এ যুদ্ধে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।

অর্জ্জুন। কেশব, শান্ত হও—এরূপ লোক-বিগর্হিত কাজে আর আমাকে উত্তেজিত করো না। মহানুভব গুরুজন গঙ্গানন্দ চিরপবিত্র শান্তনু-নন্দন। তাঁর পিতৃতুল্য স্নেহেই আমি বড় হয়েছি। কেশব! তাঁকে বিনাশ না ক'রে যদি ইহলোকে আমাকে ভিক্ষান্ন ভোজন ক'রতে হয়, তাও শ্রেয়ঃ। এমন পিতামহকে বধ করলে ইহকালেই আমাকে রুধিরাক্ত অন্ন ভোজন করতে হবে।

কৃষ্ণ। যুদ্ধারম্ভে তোমার সমস্ত মোহ দূর ক'রে দিয়েছি। আবার তুমি ক্লীবত্ব অবলম্বন ক'রলে ধনঞ্জয়? হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে ভীষ্মনাশে বদ্ধপরিকর হও।

যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদাদি রাজগণের প্রবেশ

যুধি। কৃষ্ণ! পিতামহের বধোপায় যদি কিছু থাকে, আমাকে বল; যদি না থাকে, তাহ'লেও বল। আমি, চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে আবার বনগমন করি। এরূপ ভাবে স্বজনক্ষয় আর আমি দেখতে পারি না। অর্জ্জুন মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ ক'রছে না। কেবল বৃকোদরের উপর আমার নির্ভর। কিন্তু পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধে একক বৃকোদর আমার কি সাহায্য ক'রবে?

দ্রু। এরূপ যুদ্ধ আর একদিন হ'লে আর পাণ্ডবের যুদ্ধজয়ের আশা থাকবে না।

বিরাট। এরই মধ্যে আমি একরূপ নির্ব্বংশ হ'য়েছি। আমার পুত্র উত্তর ও শ্বেত উভয়েই প্রাণবিসর্জ্জন দিয়েছে। মৎস্যরাজ্যের প্রতিনিধি এখন একরূপ আমি।

দ্রু। যদি বুঝতে পারেন বাসুদেব, ভীষ্মের সংহার হবে না, তা হ'লে এই আত্মীয় রাজাদের বংশলোপ করে ফল কি?

যুধি। বল কৃষ্ণ, শীঘ্র আমাকে ভীষ্ম বধের উপায় বল?

শিখণ্ডীর প্রবেশ

শি। উপায় ত আমি—সর্ব্বদাই আপনাদের সন্নিকটে উপস্থিত রয়েছি মহারাজ। আমি ভিন্ন আর কেউ সে দুর্দ্ধর্ষ বীরকে সংহার ক'রতে পা'রবে না। স্থিরবুদ্ধি বাসুদেব। আপনি আমাকে ভীষ্মবধের আদেশ করুন। এই সমস্ত বীর্য্যাভিমানী রাজার মত. বালক ব'লে আপনিও আমাকে উপেক্ষা করবেন না। আমি ভিন্ন আর কেউ ভীষ্মকে বিনাশ করতে পারবে না।

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর শিখণ্ডী, আমি এখনি তোমার আবেদনের উত্তর দিচ্ছি। সাত্যকি। শীঘ্র ধৌম্য পুরোহিতের শিবিরে যাও। যদি তিনি শিবিরে থাকেন, তাহ'লে তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শিবিরে পদধূলি দিতে বল।

ধৌম্যের প্রবেশ

ধৌম্য। স্মরণমাত্রেই এই যে আমি এসেছি, কেশব।

কৃষ্ণ। গূঢ় সংবাদ যা জানতে গিয়েছিলেন, তা জেনেছেন?

ধৌম্য। জেনেছি, জেনেই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসছি।

কৃষ্ণ। সংবাদ সত্য?

ধৌম্য। সত্য। তিনি প্রথম দিনেই ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। কৌরবেরা অতি যত্নে এ সংবাদ গোপন রেখেছে।

এমন কি দু'একজন আত্মীয় অন্তরঙ্গ ছাড়া, কৌরব-সৈন্যের মধ্যেও কেউ এ রহস্য জানে না।

কৃষ্ণ। সংবাদদানে আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন ব্রাহ্মণ!

অ। এ কা'র কথা বলছ সখা?

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর সখা, এখনি সব জা'নতে পারবে! (ধৌম্যের প্রতি) আমাদের আবেদনটা কি তাকে শুনিয়েছিলেন?

ধৌম্য। শুনিয়েছিলুম। তাতে তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে ব'লেছেন, আপনার আবেদন রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে একবার যখন কৌরবপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তখন তাদের পরিত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করতে পা'রবেন না

অ। এ কোন্ বীরের কথা ব'লছেন তপোধন

ধৌ। মহাবীর কর্ণ। তিনি মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, যতদিন ভীষ্ম এ যুদ্ধের সেনাপতি থাকবেন, ততদিন তিনি অস্ত্র ধরবেন না।

অ। কর্ণকে রণক্ষেত্রে না দেখে পূর্ব্বেই আমি বিস্মিত হ'য়েছিলুম। কিন্তু তার অনুপস্থিতির কারণ বুঝতে পারিনি। মহাবীর কর্ণ কি কৌরব-পক্ষ ত্যাগ ক'রেছেন?

ধৌ। একেবারে ত্যাগ করেন নি। যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি যুদ্ধ করবেন না। যদি ভীষ্মের নিধন হয়, আবার তিনি অস্ত্র গ্রহণ করবেন।

যুধি। তাতে কি হ'ল কৃষ্ণ? ভীষ্ম বধ না হ'লে ত আমরা গেলুম।

কৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত হন মহারাজ! ভীষ্ম-বধের উপায় হ'য়েছে। যাও শিখণ্ডী, শিবিরে অদ্য রাত্রির মত সুখনিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। কা'ল যুদ্ধের সেনাপতি!

শি। যথা আজ্ঞা যাদবেন্দ্র!

কৃষ্ণ। আর সাত্যকি, তুমি শিখণ্ডীর রথের সারথি হও। আমার বোধ হচ্ছে, কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে জগতের লোক এক চিরস্মরণীয় যুদ্ধের আয়োজন দেখবে! এ যুদ্ধের পরিণাম দেখতে সমস্ত গগন দেব-দানব গন্ধর্ব্বে পরিপূর্ণ হবে। সাত্যকি, সে অদ্ভুত যুদ্ধে শিখণ্ডীর রথে সারথ্য করবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তুমি। যাও, তোমরা উভয়েই নিজ নিজ শিবিরে রাত্রির মত বিশ্রাম নাও।

শি।
আমারে এ বিস্মিত নেত্রে কি দেখ সাত্যকি?
আমি পথলগ্ন ক্ষুদ্র বালুকণা।
হে কৃষ্ণ, দেবকী-নন্দন, হে সর্ব্বজ্ঞ বিভু সনাতন!
দীনচক্ষু অশ্রুপূর্ণ আজি—
বলিতে অনেক কথা অবসাদে বাক্যরুদ্ধ মম।
তুমি মহান হইতে মহীয়ান্,
তুমি অণু হ'তে ক্ষুদ্র পরমাণু,
তাই এই ক্ষুদ্র জনে শ্রীচরণ কৃপায় করিলে অংগীকার।

সাত্যকি ও শিখণ্ডীর প্রস্থান

অ। একি বলছ কেশব! পাণ্ডব পক্ষে এত প্রধান রথী বর্ত্তমান থাকতে এই ক্ষুদ্র সমরানভিজ্ঞ বালক সেনাপতি হবে?

কৃষ্ণ। বেশ, আক্ষেপ কেন ধনঞ্জয়? কাল তোমাদের সমস্ত রথীকে সেনাপতিত্বে আহ্বান ক'রছি। কিন্তু যিনি সেনাপতি হবেন, তাঁকে এই সঙ্কল্প ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হ'বে, যেন কল্য সূর্য্যাস্তের পর মহাবীর ভীষ্মকে আর যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধ'রতে না হয়।

যুধি। না কেশব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। মহাবীর শিখণ্ডীই কাল যুদ্ধের সেনাপতি।

কৃষ্ণ। মহারাজ! আপনার ব্যাকুলতাতে আমিও ব্যাকুল হ'য়েছিলুম। কিন্তু আপনার ব্যাকুলতাকে দূর ক'রবার কোন উপায় দেখতে পাইনি। তাই এ কয়দিন নীরবে আপনার সৈন্য সংহার দেখছিলুম।

কোনও প্রতীকার করতে পা'রছিলুম না। তপোধন ধৌম্য আজ আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রেছেন। যখন জানতে পেরেছি মহাবীর কর্ণ কাল যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না, তখন আপনি ভীষ্ম সংহারে নিশ্চিন্ত হন।

যুধি। আসুন রাজন্যগণ, কেশবের কৃপায় আজ আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

দ্রু। তোমাদের মঙ্গলের জন্য রণ-চণ্ডীর মন্দিরে বিরাট তাঁর পুত্রগণকে বলি দিয়েছেন। আমিও দেবার জন্য প্রস্তুত ধর্ম্মরাজ।

ধৌম্য, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অ। বারংবার আমাকে প্রহেলিকা শোনাচ্ছ কেন গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। বিস্মিত হয়ো না সখা, নিশ্চিন্ত হবার কারণ কাল রণক্ষেত্রেই জা'নতে পা'রবে।

অ। দেখ কৃষ্ণ, তুমি যখন পাণ্ডব-সখা, পাণ্ডবের পরাজয় তোমার নামকে আঘাত ক'রবে, তখন কুরুক্ষেত্রে আমার অস্ত্রধরা কেবল উপলক্ষ। পাণ্ডব তোমার, পাণ্ডবের জয় পরাজয় তোমার। পাণ্ডব তোমাকে ছেড়ে যখন একদণ্ডও বেঁচে থাকবে না, তখন তুমি নিজেই যুদ্ধের ব্যবস্থা কর। আমাকে নিস্কৃতি দাও।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ক'র না সখা। বেশ, কারণ শুনতে চাও—শোন। মহারাজ যখন পিতামহের কাছে তাঁর বধোপায় জানতে যান, তখন পিতামহ কি ব'লেছিলেন তোমরা ত শুনেছ। যতক্ষণ তাঁর হাতে অস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ কেউ তাঁকে সমরে পরাজিত ক'রতে পারবে না। সুতরাং কা'ল যেমন ক'রে হ'ক তাঁকে অস্ত্রশূন্য করতে হবে। মহামতি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তোমার অবিদিত নাই। আর শিখণ্ডীরও জন্মবৃত্তান্ত তুমি জেনেছ। কাল তোমার একমাত্র কার্য্য—যে কোন উপায়ে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করা। তাকে দেখবামাত্র পিতামহ অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রবেন! কর্ণ যদি কা'ল যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতেন, তা হ'লে তোমার

সমস্ত অমানুষিক শক্তি একত্র ক'রলেও শিখণ্ডীকে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত ক'রতে পারতে না।

অ। কেন বাসুদেব?

কৃ। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একঘ্নী অস্ত্রের অধিকারী।

অ। কেশব! আমাকে ক্ষমা কর।

কৃ। নাও আজকের মত তুমিও একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রবে এস

ধৌম্য। বাসুদেব! একটু অপেক্ষা। বিশ্রামের একটু বাধা পড়েছে।

কৃষ্ণ। কি প্রভু?

ধৌ। আজও পর্যান্ত ভীষ্ম পাণ্ডবদের একজনকেও সংহার ক'রলেন না দেখে, কৌরবেরা ব্যাকুল হ'য়েছে। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি জানতে পারলুম, কর্ণের অনুরোধে আজ রাত্রেই রাজা দুর্য্যোধন আপনাদের নিধন বর প্রার্থনা ক'রতে ভীষ্মদেবের শিবিরে উপস্থিত হবেন।

কৃষ্ণ। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ শোনালেন প্রভু। এ কথা না শুনলে আমার কালকের ভীষ্মবধের সমস্ত আয়োজন বৃথা হত। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৌ। জয় হ'ক বাসুদেব, তোমার জয় হ'ক।

ধৌম্যের প্রস্থান

কৃষ্ণ। সখা, রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে নাকি একটা বর দিতে চেয়েছিলেন?

অ। চেয়েছিলেন। যেদিন গন্ধর্ব্বযুদ্ধে আমি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত ক'রে কুরু-মহিলাদের সঙ্গে দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধন করি, সেই দিন মনের আবেগে তিনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করিনি। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি গচ্ছিত হ'য়ে ব'লেছিলুম, যদি প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যতে গ্রহণ ক'রব।

কৃষ্ণ। সেই বর গ্রহণ ক'রবার সময় এখন এসেছে।

অ। দুর্য্যোধনের কাছে দীনভাবে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রব?

কৃষ্ণ। আপদ্ধর্ম্ম ভাই, আপদ্ধর্ম্ম। সভামধ্যে পাঞ্চালীর অপমান স্মরণ কর, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অ। কি কর্‌তে হবে?

কৃষ্ণ। চিরবিক্ষোভশূন্য পিতামহ, গ্রহদুর্ব্বিপাকে কর্ণের নাম শোনা মাত্র বিক্ষুব্ধ হন। দুর্য্যোধন তাঁর কাছে কর্ণের নাম করলেই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাবেন। হয় ত তোমাদের পঞ্চভ্রাতার সংহারে প্রতিজ্ঞা ক'রবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভংগ ক'রতে হবে। তোমাদের মৃত্যুর জন্য পঞ্চবাণ কৌশলে হস্তগত ক'র্‌তে হবে। নাও এস। কি কৌশলে হস্তগত করা সম্ভব, তোমাকে বলতে বলতে পিতামহের শিবিরে গমন করি।

অ। তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র,—চল বাসুদেব, চল।

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির—সন্ধ্যা

ভীষ্ম। ক্ষাত্র ধর্ম্মকে ধিক্। প্রভাতের সংগে সংগে যে গুরুর জয় উচ্চারণ ক'রে শয্যাত্যাগ ক'র্‌তে হয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুরোধে আমি সেই গুরুকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছি। দেবর্ষি নারদের আদেশে সমরে চির অজেয় ভার্গব সহাস্য-মুখে অস্ত্রত্যাগ ক'রলেন, কিন্তু আমি সে দেবর্ষির আদেশ রক্ষা ক'রতে পারলুম না। তার ফলে আজ আমার এই দুরবস্থা। সেই রামজয়ী-ক্ষত্রিয় আমি, এই বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্ম্মতি যুবকের অন্নভোক্তা পরান্নভোজীর হীনতায় আজ আমি কতকগুলি স্নেহভাজন বালকের সংগে যুদ্ধ ক'রছি। আমার পঞ্চ প্রাণ, আজ আমার বুকে ব্যাকুল হ'য়েছে। হে ভার্গব! এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে জয় দাও নি। জয়ের নামে চির মর্ম্মভেদী পরাজয় আমাকে প্রদান ক'রেছ।

পরশুরামের প্রবেশ

রাম। দেবব্রত ?

ভীষ্ম। এস গুরু, এস তপোধন !
এ অভাগ্যে আজিও কি রেখেছ স্মরণে ?
অকৃতজ্ঞ শিষ্যে প্রভু
আজিও কি দৃষ্টি কর করুণা নয়নে ?

রাম। তুমি চির ভাগ্যবান্, ব্রহ্মর্ষি সমান—
ভাগ্য নিজে ভাগ্য ধরে তোমারে দেখিয়া।
আক্ষেপ ক'র না মতিমান।
অকৃতজ্ঞ কভু নহ তুমি।
সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী !
তবে শুন অন্তরের কথা !
কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ সন্তান
শম দম শৌচ ক্ষমা ঋজুতা বিজ্ঞান—
স্বধর্ম্ম করিয়া পরিহার,
ত্যাগ করি তপস্যা আচার,
ধ'রেছিল ক্ষত্রিয়ের ব্রত।
কার্য্য ছিল ক্ষত্র সনে রণ।
নিহত করিয়া ছিল ক্ষত্র অগণিত
সে কার্য্য করিল সমাপন।
তথাপি মোহের বশে
ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত্যজিতে নারিল।
সত্য বলে বলীয়ান বীর !
তোমার পবিত্র-কর-বিনিক্ষিপ্ত বাণে
তাহার ক্ষত্রিয় তনু
বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার বিপ্র দেহ হ'তে

হে গাঙ্গের, তোমার কৃপায়
ধন্য আমি—মুক্ত আমি। সমর শিক্ষায়
জীবমুক্তি মোরে তুমি দিয়েছ দীক্ষা।
অকস্মাৎ মম আগমন
শুন তবে হেথা কি কারণ।
ব'সেছিনু যোগাসনে সরস্বতী-তীরে
সহসা আকাশ বাণী পশিল শ্রবণে।
বিষাদে গাহিল সরস্বতী
"কাঁদলো প্রকৃতি! কুরুক্ষেত্র রণে
ভীম যুদ্ধে পাণ্ডবের সনে
গাঙ্গেয়ের হইবে পতন।
কাঁদো বসুমতি!
যে পবিত্র পদস্পর্শে
এতকাল ছিলে ভাগ্যবতী,
ভাগ্য ঘুচিল তব।
দেহ ফেলে রণস্থলে,
স্বরাজ্যে চলিল দেবব্রত।"
শুনিমাত্র ব্যাকুল অন্তরে
যোগভঙ্গে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে।
এসেছি দেখিতে,
হেন শক্তিধর কেবা এসেছে ধরায়,
ভাগ[illegible] যিনি
তাঁহারে করিবে পরাজয়!

ভীষ্ম। দেখিতে হবে না প্রভু,
একবার কৃপাদৃষ্টে দেখেছিলে তারে,
কোন দূর অতীত দিবসে!

তারি বলে বলিয়ান্
সে আজ ভীষ্মের প্রাণ বধিতে এসেছে।

রাম। কে সে দেবব্রত ?

ভীষ্ম। অম্বা।

রাম। সে কি কথা,
অম্বা যে ম'রেছে বহুদিন ?

ভীষ্ম। হে সর্ব্বজ্ঞ, জান ত হে তুমি
জীব নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ, কভু নাহি মরে,
চিরদিন লীলায় বিচরে ধরাধামে।
জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু পরে পুনর্জ্জন্ম তার!
এই প্রভু জীবের সংসার।
কালি অম্বা, শিখণ্ডী সে আজি।

রাম। বুঝিয়াছি। হে গাঙ্গের, বধ্য তুমি তার!

ভীষ্ম। এই লিপি বিধাতার।

রাম। সে ত নারী হয়ে নর!
ক্লীব-হস্তে নিহত হইবে তুমি ?
জানি আমি প্রতিজ্ঞা তোমার—
ক্লীবের সমরে তুমি অস্ত্র না ধরিবে।
তাই বলে, নিরস্ত্র তোমারে
বাণাঘাতে সে বালক করিবে সংহার ?
এই কিহে লিপি বিধাতার ?
না, না—সম্মুখে তোমার বিধি আমি,
তুমি শিষ্য আমি গুরু—শুন দেবব্রত,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপি বিঁধে শিখণ্ডীর বাণে,
সাধ্য নাই সে তোমারে মৃত্যু করে দান।
সমরে পড়িবে—ধরে

মরুরূপী শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী—
অথবা মুরারি—অথবা ত্রিশূলী শম্ভু—
কিম্বা কালরূপা মহাকালী—
সমরে পড়িবে, যখন তাঁদের কেহ
অস্ত্র-বিদ্ধ করিবে তোমারে।
শুন, এই মম শুভ আশীর্ব্বাদ।

ভীষ্ম। ধন্য আমি! মরণের আশীর্ব্বাদে
অমরত্ব মোরে গুরু করিলে প্রদান।

রাম। আরো শুন—হরি-শয্যা যথা মহোদধি
হর-শয্যা তুঙ্গ হিমালয়,
সেইমত তোমার শয়ন
শর-শয্যা অভিধানে
বিদিত হইবে ত্রিভুবনে।
সেই শয্যা পাশে
তীর্থস্পর্শলাভ অভিলাষে
দেবর্ষি মহর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ
দেবতা শঙ্কর নারায়ণ—
হে আদর্শ ব্রহ্মচারী!—
সকলে করিবে আগমন।

ভীষ্ম। সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ মোর, লহ প্রণিপাত।
অনুমতি কর গুরু,
কল্য আমি আনন্দে প্রবেশি রণাঙ্গনে।

রাম। যাও বীর—যাও বীরমান্,
অপূর্ব্ব সমর কা'ল দেখাও জগতে।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। এই বেলা বল—সাহস ক'রে বল। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ ক'র্‌বেন, আর বলা হবে না।

দু। যদি পিতামহ ক্রুদ্ধ হন?

কর্ণ। তাই ত আমি চাই। পিতামহ ক্রুদ্ধ হ'লেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। শোন সখা, এরূপ ভাবে যুদ্ধ চ'ল্‌লে একমাস কেন, এক বৎসরেও পাণ্ডবের ধ্বংস হবে না। শান্তনু-নন্দন সত্বর এই মহাসমর থেকে অপসৃত হউন। আমি শপথ করছি, পিতামহ অস্ত্রত্যাগ ক'রে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেই, আমি তাঁরই সম্মুখে সমুদয় পাণ্ডব ও পাণ্ডব সহায়কে সংহার ক'রব। শান্তনু-নন্দন কেবল শ্লাঘাভিমানী। তাঁর সেরূপ ক্ষমতা নাই। তিনি কেমন ক'রে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত ক'র্‌বেন? যাও সখা, আমি অন্তরালে দাঁড়াই। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ না ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁকে ডাক, ডেকে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ কর। কর্ণের প্রস্থান

দু। পিতামহ!

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। কেও, মহারাজ দুর্য্যোধন? কেন ভাই, এরূপ অসময়ে এরূপ ব্যাকুলভাবে এলে?

দু। পিতামহ, আপনাকে আমি কিছু কঠোর বাক্য ব'ল্‌তে এসেছি।

ভীষ্ম। সর্ব্বদা সব কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত আছি, বল মহারাজ, বল?

দু। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দয়া ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌ছেন। আপনি তাদের বধ ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না।

ভীষ্ম। আমি ত তোমাকে বারংবার ব'লেছি দুর্য্যোধন যে, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদিরও অজেয়।

দু। অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তবে এ সেনাপতিত্ব গ্রহণের কি

প্রয়োজন ছিল পিতামহ ? দেখুন, আপনার জন্যই আমার চিরবৈরী কর্ণ অস্ত্রত্যাগ ক'রে নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থিত ক'রছেন। আপনার কঠোর বাক্য প্রয়োগের জন্যই আমি সেই মহাবীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পাণ্ডবকে অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তা'হলে আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডব যদি না ম'ল, তাহ'লে নিত্য দশসহস্র ক'রে কতকগুলো ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণিবধে আমার প্রয়োজন নাই।

ভীষ্ম। মহারাজ! আমি নিজের জীবনে মমতাশূন্য হ'য়ে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ক'রছি, তথাপি তুমি আমাকে কঠোর—অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ ক'রলে! মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানরহিত হয়েছ।

দু। আমি ত আপনার আদেশ নিয়েই ব'লেছি পিতামহ! পাণ্ডবদের আজও পর্য্যন্ত পরাজয় হ'ল না দেখে আমি উন্মনা হ'য়েছি। তাই আমি সানুনয়ে আপনাকে নিবেদন ক'রছি, যদি পাণ্ডববধ আপনার সাধ্য হয়, তা'হলে আপনি অননুরূপ বীর্য্য-সহকারে যুদ্ধ করুন। যদি অসাধ্য হয়, তা'হলে কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সংহার ক'রবেন।

ভীষ্ম। (নীরবে পরিভ্রমণ ও অন্তরালে অবস্থিত কর্ণকে দর্শন) যাও মহারাজ, শিবিরে ফিরে যাও—নিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'রব না।

দু। নিদ্রা যাব পিতামহ ?

ভীষ্ম। যাও। কা'ল আমি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। হয় আমার নিধন, নয় সবান্ধবে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার।

দু। পিতামহ—চির সত্যাশ্রয়ী পিতামহ! আমি এখনও জেগে আছি, না ঘোর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? আমি যে মাথা ঠিক রাখতে পা'রছি না।

ভীষ্ম। যদি না মরি' তা হ'লে (অন্তরালে রক্ষিত তূণ হইতে বাণগ্রহণ) তা হ'লে দুর্য্যোধন—চেয়ে দেখ—এই মন্ত্রপূত পঞ্চবাণ—শোন, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, এই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ গ্রহণ ক'রব।

দু। কষ্ট ব'লেছি পিতামহ, আমাকে চরণাশ্রয় দিয়ে অভয় প্রদান করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—আমার হাতে অস্ত্র থাক্‌লে, আমি দেবাসুরেরও অজেয়, অবধ্য। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে ব'লেছি, এখনও ব'লছি, শিখণ্ডী যদি প্রতিযোদ্ধা হ'য়ে আমার সম্মুখে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রব। যাও, তোমার সমস্ত কৌরব-বীর একত্র হয়ে যাতে শিখণ্ডী আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পারে, তার উপায় বিধান কর।

দু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শিখণ্ডীকে যদি আমরা বাধা দিতে না পারি, তা হ'লে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভীষ্ম। যাও—রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর। শুন মহারাজ, কা'ল আমি যে যুদ্ধ ক'রব, যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে, ততদিন লোকে আমার সেই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন ক'র্‌বে।

দু। তা হ'লে আজ আর নিদ্রা যাব না পিতামহ। পাণ্ডবের নিধন দেখে আমরা শতভ্রাতায় আপনার চরণ-বন্দনা ক'রে আপনার পদপ্রান্তেই মাথা দিয়ে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব (ভীষ্মের প্রস্থান) সখা—সখা অঙ্গরাজ!

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। কি হ'ল সখা?

দু। তোমার আর অর্জ্জুন-বধের অপেক্ষা রইল না।

কর্ণ এ কি সত্য ব'লছ মহারাজ?

দু। পিতামহ প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, কা'ল পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবকে বধ ক'র্‌বেন।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কৌরব শিবির

শকুনি ও দুঃশাসন

দুঃ। তাই ত মামা! আজ ত আর মুহূর্ত্তের জন্যও চোখে নিদ্রা আসবে না! কি করি?

শ। আজ কোনও রকমে রাত্রি যাপন কর। উল্লাস যা' ক'র্‌বার তা কা'ল—পাণ্ডব নিধনের পর।

দুঃ। আরে রেখে দাও মামা—'কাল'! এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! মেদিনী উল্টে যাবে, তবু সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। মামা, ভীম আমার বুক চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। যদিও জানি, সে পারবে না, তবু মনে হ'লেই বুকের রক্তটা জল হ'য়ে যেত। কাল্‌কে ত ভীমের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে পাঞ্চালীর হাত ধ'রে তাণ্ডব নাচের আমোদ ক'র্‌ব। আজও মামা, আজও আমোদের ব্যবস্থা কর—আমোদের ব্যবস্থা কর।

শ। ব্যাকুল হ'য়ো না দুঃশাসন!

দুঃ। ব্যবস্থা কর মামা—ব্যবস্থা কর।

রাজন্যগণের প্রবেশ

১ম রা। কি শুন্‌ছি মামা? কাল নাকি পঞ্চ পাণ্ডবের জবলীলা সাঙ্গ হ'বার ব্যবস্থা হ'য়েছে?

দুঃ। ঠিক শুনেছেন—সমরে অজেয় পিতামহ কাল পাণ্ডব-সংহারের প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।

১ম রা। তবে আর কি! পাণ্ডব ধ্বংস হ'ল!

দুঃ। উল্লাস ক'র্‌বার ব্যবস্থা কর মাতুল—এ রাত্রিতে আমরা

আর কেউ নিদ্রা যায় না। নট নর্ত্তকী মাগধী—সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য সাগর প্রমাণ সুরার ব্যবস্থা কর।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। অপেক্ষা কর, এখনও পর্য্যন্ত সে উল্লাসের সময় আসে নি।

দুঃ। তুমি কি মনে ক'রেছ, পিতামহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রবেন ?

কর্ণ। জীবনে শান্তনু-নন্দন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নি। জীবন থাকতে কা'ল তিনি পাণ্ডব-নিধন না ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে আসবেন না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে পিতামহের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সাহায্য ক'রতে তোমাদেরও কতকগুলো কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য শেষ না ক'রে, তোমরা কেহ উল্লাস ক'রতে পারবে না।

দুঃ। কি কর্ত্তব্য অঙ্গরাজ ?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

কর্ণ। সংবাদ শুভ মহারাজ ?

দুঃ। শুভ।

কর্ণ। সকলকে অবস্থার কথা ব'লেছ ?

দু। সকলকেই বলেছি—কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা—সমস্ত মহারথী প্রাণপণে সাহায্যের অঙ্গীকার ক'রেছেন।

দুঃ। কি অঙ্গরাজ, এই ত শুনলে ? এখনও কি আমাদের উল্লাস ক'রতে নিষেধ কর ?

দু। রাজন্যবর্গ, আপনারা শুনুন। মহাবীর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, কা'ল তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় জয়াভিলাষী সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার ক'রবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, যেন কোনও মতে দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত না হয়। সুতরাং আমরা যদি সকলে একত্র হ'য়ে শিখণ্ডীকে বিনাশ অথবা আবদ্ধ ক'রতে পারি, তা'

হ'লেই কাল রণক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডবের নাশ বিধাতা পর্য্যন্ত রোধ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

দুঃ। এই তুচ্ছ কার্য্যও যদি ক'র্‌তে পার্‌বো না, তবে আমাদের জীবনের মূল্য কি?—মামা! উল্লাস—? (শকুনির ইঙ্গিত)

সকলে। নিশ্চয় বিনাশ করব।

কর্ণ। আচার্য্য? আচার্য্য কি ব'ল্‌লেন মহারাজ?

দু। আচার্য্য ব'ল্লেন,—সেনাপতির আদেশ ব্যতিরেকে স্থানত্যাগ ক'র্‌তে আমার অধিকার নাই। তবে আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যদি শিখণ্ডী আমার সম্মুখে পতিত হয়, জীবন থাক্‌তে তা'কে আমি অতিক্রম ক'র্‌তে দেব না।

দুঃ। প্রয়োজন নেই—শিখণ্ডীকে রোধ ক'র্‌তে আচার্য্য দ্রোণের প্রয়োজন নেই। মামা! (শকুনির ইঙ্গিত)

১ম ভ্রা। আমরা এক এক জনেই যথেষ্ট।

কর্ণ। না দুঃশাসন, না ভাই—ভগবৎকৃপা ভোগের আগে অপব্যয় ক'র না। পাণ্ডব-বধের অপেক্ষা কর।

দু। কেন সখা, তুমি কি আমার সৌভাগ্যে সন্দেহ ক'র্‌ছ?

কর্ণ। নিজের অপরাধে সন্দেহ করছি সখা! মহাত্মা পিতামহের উপর ক্রোধ ক'রে আমি যে অস্ত্র ত্যাগ ক'রেছি? (অস্ত্র দেখাইয়া) আমার হাতে একমাত্র, আর আমি অকর্ম্মণ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি রণক্ষেত্রে থাক্‌লে শিখণ্ডীকে বাধা দিতে অন্য অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হ'ত না।

দুঃ। আমরা এত রথী একত্র হ'য়েও সেই ক্ষুদ্র বালকটাকে বাধা দিতে পারিব না?

কর্ণ। তাই জন্যই ত বল্‌ছি ভাই, কা'ল পাণ্ডব-নিধনের পর উল্লাস ক'র।

দূ। মহারাজ! জনার্দ্দন তোমার শিবিরাভিমুখে আগমন ক'র্‌ছেন।

দু। ধনঞ্জয়! আপনার দৃষ্টিভ্রম নয় ত?

শ। না মহারাজ, ঠিক দেখ্‌ছি।

কর্ণ। তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে! সমাগত রাজগণ, আমরা রাত্রির মত নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। তৃতীয় পাণ্ডবের কুরু শিবিরে আগমন, এর চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য আর নেই। আমাদের এখানে অবস্থান কর্ত্তব্য নয়।

কর্ণ ও রাজন্যের প্রস্থান

দু। যাও দুঃশাসন, শীঘ্র যাও—তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে, সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে এস। মাতুল! শীঘ্র তৃতীয় পাণ্ডবের অভ্যর্থনার সম্যক্ আয়োজন করুন। দেখ্‌বেন, যেন মর্য্যাদার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়। (শকুনির প্রস্থান) অর্জ্জুন আমার কাছে? চক্ষে দেখেও কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তাই ত, তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে!

দুঃশাসন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

দু। সুস্বাগত, সুস্বাগত, ধনঞ্জয়! এস ভাই এস। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়ের সম্বর্দ্ধনা) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনাময়? ভীমসেন, নকুল, সহদেব—তোমাদের পুত্র আত্মীয় এরাও সকলে কুশলে আছেন? এস ভাই, উপবেশন ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর।

অর্জ্জুনাদির উপবেশন

বালকবালিকাদের সহ চন্দ্রকাদি লইয়া প্রবেশ, ভীম ও অর্জ্জুনকে প্রণাম

অ। মহারাজ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি।

দু। কি প্রয়োজনে এসেছ, বল ভাই?

অ। গন্ধর্ব্বযুদ্ধের সময়ে আপনি আমাকে এক বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি সে সময় কর্ত্তব্য ক'রেছিলুম মনে ক'রে, বর গ্রহণ ক'র্‌তে চাইনি। তথাপি আপনি আমাকে বর দিতে একান্ত অনুরোধ করেন। আপনার আগ্রহাতিশয্যে আমি ব'লেছিলুম, আমি প্রয়োজন মত ভবিষ্যতে বর গ্রহণ ক'র্‌ব। মহারাজ! আপনার কি তা স্মরণ আছে?

দু। তোমার সে আচরণ যে চিরস্মরণীয় ভাই

অ। সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত আমি আজ বর গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছি।

দু। ধনঞ্জয়! তোমারই বাহুবলে সেদিন অভিমানী দুর্য্যোধনের মর্য্যাদা রক্ষা হ'য়েছিল। সেই একদিনের আচরণেই তুমি আমার সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়। একদিন গন্ধর্ব্বেরা বুঝেছিল, যখন মর্য্যাদা বিপন্ন হয়, সেই মর্য্যাদা রাখতে কুরু ও পাণ্ডবে একশো পাঁচ সহোদর। তুমি আমার সেই সব সহোদরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ধনঞ্জয়! কি বর গ্রহণ ক'রবে কর। চাইতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। যদি রাজ্য গ্রহণ করতে চাও, বল? আমি এখনি সমস্ত রাজ্য তোমাকে অর্পণ ক'রে বনগমন করি।

অ। না মহারাজ, রাজ্য চাই না। যথারীতি যুদ্ধে রাজ্য যদি আমাদের প্রাপ্তব্য হয়, তা'হলেই তা গ্রহণ ক'রব! মহারাজ! আপনি বাগ্দান করেছিলেন। কিছু না নিলে ঋণে আবদ্ধ থাকবেন। আমার সেটা কর্ত্তব্য নয়। তাই আমি আপনার নিকটে এসেছি। আপনি আপনার মুকুট আমাকে প্রদান করুন।

মুকুট দান, অর্জ্জুনের গ্রহণ, অভিবাদন ও প্রস্থান

দুঃ। এ কি রকম হ'ল দাদা বুঝতে পারলুম না যে!

দু। বোঝবার প্রয়োজন নেই! সাবধান, জনপ্রাণী যেন পার্থের অনুসরণ না করে। যে যার শিবিরে সকলে আবদ্ধ থাক। প্রাতঃকালেই মহাযুদ্ধের সূচনা। দুঃশাসন! পিতামহ ব'লেছেন, কা'ল তিনি যা' যুদ্ধ ক'রবেন, যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন লোকে সে যুদ্ধের কীর্ত্তন ক'রবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কা'লকে যা যুদ্ধ হবে তা দেব-গন্ধর্ব্বেরও কখন নয়নগোচর হয় নি! আজ রাত্রিতে সংযত হ'য়ে সে যুদ্ধ দর্শনের প্রতীক্ষা কর।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভীষ্মের শিবির

ভীষ্ম

ভীষ্ম। স্বেচ্ছাবশে দাসত্ব করিয়া অঙ্গীকার,
কি প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি?
আমা হ'তে পাণ্ডব নিধন?
রণ-যজ্ঞে ক্ষাত্র-অভিমানে
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রাণ আহুতি আমার?
আর নয়!—জরা-জর্জ্জরিত বুদ্ধি,
পাপসঙ্গে চিত্ত কলুষিত—আর নয়
পিতা, পিতা—মহাত্মা শান্তনু!
এতকাল পরে
তব বর মৃত্যুশররূপে
কালানল-জ্বালা ল'য়ে বিঁধিল আমারে!
স্বহস্তে রচিনু যে কানন,
আমিই করিব ধ্বংস তার?
দেবতার লোভনীয় পবিত্র সুন্দর
সেই পঞ্চ দেবতরু,
তার মাঝে আপনি যে রোপিনু যতনে,
হৃদয়ের রক্তবিন্দু করিয়া মোক্ষণ
সেচনে যাদের আমি করেছি বর্দ্ধন,
নিজে আমি হানিব কুঠার মূলে তার?
বাল্য হ'তে শিক্ষিত অস্ত্র!
বার্দ্ধক্য বিদায়-মুখে
ভুলে না যে মর্য্যাদা আপন।

এই ক্ষাত্র ব্রত—এই তার পুণ্য উদ্‌যাপন।
চির ধৈর্য্য হোমানল
মণিশ্রেষ্ঠ তার মুখে জলন্ত অঞ্জলি।
নিষ্প্রভ হ'য়েছে দীপ্ত-শিখা,
আলোক হ'য়েছে বিমলিন,
এরা কি চিত্তের প্রতিচ্ছবি ?
কোথা, কোথা বাসুদেব ! পাণ্ডব জীবন !
পরীক্ষায় ফেল'না আমারে
তুমি সত্য—আমি চির-সত্যব্রতধারী।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। পিতামহ !

ভীষ্ম। কেও—আবার ! আবার কেন এসে মহারাজ ? সমস্ত প্রয়োজন ত তোমার সাধন হ'য়েছে। সন্দেহ কর্‌ছ, আমি পাণ্ডবকে নিধন ক'র্‌তে পারব না ? না মহারাজ, সন্দেহ ক'র না—এই আমার পঞ্চ প্রাণনাশী পঞ্চাস্ত্র। আমি সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। পাছে কাল রণযাত্রায় গ্রহণ ক'র্‌তে ভুলে যাই, পাছে মায়াবশে ফেলে যাই, পাছে চোরে অপহরণ করে, তাই বিনিদ্র হ'য়ে ধরে আছি। যাও রাজা, সন্দেহ ক'র না! সাবধান ! তৃতীয়বার এলে এই পঞ্চের সঙ্গে আর একবাণ আমার তূণ থেকে উত্থিত হবে। তা'হলে কুরুপাণ্ডব দুই কুলই নিম্মূল হ'য়ে যাবে ! যাও—চ'লে যাও।

অর্জ্জুন। পিতামহ ! আমার বড় ইচ্ছা হ'য়েছে আমি ওই পঞ্চ-বাণে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার করি। আমাকে দয়া ক'রে ওই পাঁচটি বাণ ভিক্ষা দিন্ !

ভীষ্ম। আমাকে আবার লোক-চক্ষে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করতে চাও ? বেশ, যাও। এই পঞ্চবাণ প্রয়োগে তুমি পাণ্ডব নিধন ক'র্‌লে জগতে কেউ বিশ্বাস ক'র্‌বে না—পঞ্চপাণ্ডবের সংহর্ত্তা তুমি। লোকে বল্‌বে,

দুর্ব্বল ভীষ্ম নিজে সংহার ক'র্‌তে লাঞ্ছিত হ'য়ে দুর্য্যোধনের হাতে বাণ দিয়ে, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে, পাণ্ডব-সংহার ক'রেছে।

অর্জ্জুন। তা' বলুক, আমি ছুঁড়লে ম'র্‌বে ত?

ভীষ্ম। নিশ্চয়। তুমি কেন দুর্য্যোধন, ক্ষুদ্র বালকেও যদি পাণ্ডবের অঙ্গে এই বাণ নিক্ষেপ করে, তা'হ'লেও তাদের মৃত্যু।

অর্জ্জুন। পিতামহ! তা' হলে প্রণাম। আর আমি শিবিরে এসে আপনাকে জ্বালাতন ক'র্‌ব না!

অর্জ্জুনের প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। যদি একটু আধটু জ্বালাতন করি, তা সখ্যক্ষেত্রেই ক'র্‌বে পিতামহ!

ভীষ্ম। কে তুমি? তুমি! বাসুদেব! পাণ্ডব-সখা—তুমি? আমি যে বহুদিন স্বপ্ন পরিহার ক'রেছি বাসুদেব! অথচ আমি তোমাকে দেখছি! বল কৃষ্ণ, বল—তুমি এসেছ?

কৃষ্ণ। লোভে এসেছি পিতামহ! আপনার চিরপ্রিয় পাণ্ডব আপনার কাছে পঞ্চ আশীর্ব্বাদ-পুষ্প উপহার পেলে! আমি কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমি একটাও পেলুম না! হাঁ পিতামহ! আমি কি তোমার কেউ নই?

ভীষ্ম। তুমি যে আমার সব বাসুদেব! আমার সত্য, আমার ধর্ম্ম, আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি। তা'হলে আমার বাণ নিয়ে গেল কে?

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়!

ভীষ্ম। আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করালে?

কৃষ্ণ। শুধু পঞ্চভ্রাতৃনাশের প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেন কেন পিতামহ? যে রথের রথীকে আপনি বিনাশ ক'র্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছেন, একবার ভেবে দেখলেন না কেন, সে রথের সারথী আমি?

ভীষ্ম। তাও কি ভাবিনি বাসুদেব! পঞ্চবাণ উত্তোলনের সঙ্গে

সঙ্গেই আমি তোমার ওই শ্যামরূপ স্মরণ ক'রেছি, নইলে তোমার সাধ্য কি দেবকীনন্দন তুমি আজ আমার শিবিরে প্রবেশ কর!

কৃষ্ণ। স্মরণ ক'রবার সময়ে এটাও স্মরণ ক'র্‌লেন না কেন, পাণ্ডব না থাক্‌লে আমি কি নিয়ে পৃথিবীতে থাক্‌ব? বলুন, পিতামহ বলুন—পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ধরণী থেকে বিদায় দেবেন, আমি এখনি পঞ্চবাণ ফিরিয়ে এনে আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।

ভীষ্ম। পাণ্ডবসখা! তুমি শুধু পাণ্ডবদের রক্ষা করনি! আমি ক্রোধের বশে আত্মহারা হয়ে ধর্ম্মরাজকে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলুম, সুতরাং তুমি আমাকেও রক্ষা ক'রেছ।

কিন্তু বাসুদেব,
জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হ'ল পণ।
জীবনে প্রথম, দেবদত্ত আশীষ-বচন
ভীষ্ম নাম আহত আমার! নাম গেল—
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন।
এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিলে তুমি।
হে চক্রী, তোমারি গর্ব্ব হৃদয়-আসনে
এতকাল অতিযত্নে ধ'রেছিনু আমি।
সে গর্ব্ব ভাঙ্গিয়া, শুভ্র সত্য নীলাঙ্গে ঢাকিয়া
আমারে ছলিয়া যাবে, ভেবনাকো মনে।
নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্বলন!
শুন মোর পণ, কাল রণাঙ্গনে
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ চারণ-সম্মুখে
আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব তোমার!
যাও—যুদ্ধ হ'তে অতিবৃদ্ধ হে চির কিশোর!
সঙ্গোপনে পাইয়াছি, নহ শক্তি মোর!

কৃষ্ণ। আমিও প্রণতি করি সত্যব্রত ভীষ্মের চরণে! প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

শিখণ্ডী ও সাত্যকি

সা। ভাগ্যবান্ পাঞ্চাল নন্দন!
করো আকর্ণন,
আজি এই কুরুক্ষেত্রে,
নব সূর্য্যোদয়ে
সমরের দশম দিবসে
যে প্রচণ্ড হইবে সংগ্রাম,
সে সমরে তুমি সেনাপতি।
আজ তুমি অগণিত নৃপগণ মাঝে
শ্রেষ্ঠ-রথী পূজ্যরথী। মহত্ব গৌরবে
গাণ্ডীবী করিলা তব পূজা!
বহু পুণ্য পূর্ব্ব জন্মে ক'রেছ সঞ্চিত,
তাই আজি পুণ্যক্ষেত্রে
পুণ্যময় কেশব সম্মুখে,
জগতে অজেয় রথী
গাঙ্গেয়ের প্রতিদ্বন্দী তুমি!

শি। সত্য হে ধীমান্, যথার্থ-ই আমি
পূর্ব্বজন্মে বহুপুণ্য ক'রেছি সঞ্চয়!
সেই হেতু আজি মহারণে
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথী বিদ্যমানে
আমি সেনাপতি!—

সমরের অভিজ্ঞতা
বর্ষ পূর্ব্বে কিছু মাত্র ছিল না আমার।
বর্ষ পূর্ব্বে সমরের ক্ষীণ আবাহনে
প্রবল কম্পনে
ব্যাকুল হইত মম হিয়া।
সেই আমি বর্ষ পরে
ক্ষত্রধ্বংসী ভীষণ সমরে
শ্রেষ্ঠ রথে পদ দাঁপিয়াছি।
যাহার সারথ্য কর্ম্ম
আপনি যাচেন নারায়ণ—
হেন বীর সাত্যকীরে সারথি ক'রেছি—
চ'লেছি উল্লাসে মহারণে।
পূর্ব্বজন্মে পূণ্যরাশি সত্য হে ধীমান!
আছে জ্ঞান।

সা। আছে জ্ঞান!

শি। বর্ণে বর্ণে আছে জ্ঞান!
কোথা ছিল অবস্থান,
প্রতি পদক্ষেপে জাগিছে স্মরণে।
কোথা হ'তে কোথায় প্রয়াণ, আছে জ্ঞান।

সা। কেবা তুমি মহাত্মন?

শি। কেবা আমি? প্রশ্ন তুচ্ছ, উত্তর কঠিন—
চিরদিন মীমাংসার পারে।
জগতের সৃষ্টিকাল হ'তে
এক ওই মহাপ্রশ্ন ভেসেছে আকাশে!
তরঙ্গের প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে
উঠিতেছে উত্তর তাহার।

উত্তরের প্রহারে প্রহারে
আহত হইয়া প্রশ্ন
সমস্যায় হ'য়েছে আবৃত।
কেবা আমি ?—আগে বল কেবা তুমি ?
হে কেশব-চিরাশ্রমী পাণ্ডবীর প্রিয়,
পার কি বলিতে, কেবা তুমি ?
যার সনে রণে ডরে অশরীরী অরি,
সে আজ আমার রথে অশ্বরজ্জুধারী।
হে সাত্যকি, এ দুর্ভাগ্য কি হেতু তোমার ?

সা। দুর্ভাগ্য—এ কথা তোমা কে ব'লেছে বীর ?

শি। (হাস্য) বীর ? কি বলিলে মহাভাগ !
বীর কি আমার বিশেষণ ? তাই হবে—
নহে, কেশব-প্রেরিত হ'য়ে
এ প্রচণ্ড সমর-সাগরে
পাণ্ডবের অদৃষ্ট-তরণী পরে
কেন করে ধর্ম্মরাজ কর্ণধার মোরে ?
এত সৈন্য অগণন,
এত অশ্ব এত গজ—
অগণিত বিচিত্র স্যন্দন—
নিদ্রাবশে স্বপ্নদেশে দেখি নাই কভু।
আজ আমি সে রণে সেনানী।
কেবা আমি শিনি-বংশধর ?
আমি—আমি। কালস্রোতে কর্ম্মের বুদ্বুদ্,
ক্ষুদ্র বিম্ব বিস্মৃত আকার—আমি
ক্ষণ তরে ভাসিয়াছি ভীষ্মের সংহারে।

সা। অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা !

এ কি শুনি তব মুখে—
হে বালক পাঞ্চাল নন্দন ?

শি। কোথা পাব জ্ঞান ?
না সাত্যকি ! জ্ঞানশূন্য আমি।
যুগব্যাপী ব্রতের সাধনা—
একপদে করিয়াছি শিব আরাধনা।
সমীর আহার,
কভু, বিগলিত পক্কপত্র সার,
অপূর্ব্ব সুন্দর তনু
কঙ্কালে ক'রেছি পরিণত।
অর্দ্ধ অঙ্গ মগ্ন আমি করিয়াছি জলে।
সে এবে কুম্ভীরপূর্ণা কুটিলা তটিনী
তটভঙ্গে নৃত্যরঙ্গে চলে।
গঙ্গা এলো ভুলাতে আমারে,
এলো ঋষি সর্ব্বসিদ্ধি করে,
মুক্তি আসি আমারে সাধিল।
সে সমস্ত করি পরিহার,
শঙ্করে চাহিনু বর ভীষ্মের সংহার।
শূলী দিলা আশীর্ব্বাদ—ভীষ্মের সংহার
ভীষ্মের সংহার চিন্তা সার অন্যচিন্তা পশেনা হৃদয়ে
রুদ্ধ দ্বার—
সর্ব্বজ্ঞান করেছি দাহন চিন্তানলে।
ওই উঠে তীব্র ধ্বনি—সমর-আহ্বান,
মহোত্থিত রথিবৃন্দ প্রাণ,
ওই শুন দেব-কণ্ঠে সকরুণ গীতি,
শুন হে বান্ধব,

আজ রণশেষে শমন বিবরে
আবরিয়া মোর শরজালে,
ভীষ্ম-নাম কুরু-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে।

নেপথ্যে দুন্দুভি

সা। একি শিখণ্ডী? যুদ্ধের প্রারম্ভেই সমস্ত কৌরব রথী আমাদের কটক লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে কেন?

শি। কেন, বুঝতে পারছ না? অন্তরাত্মার প্রেরণা। কৌরব শুনেছে, আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যের সেনাপতি। কৌরব বুঝেছে, আজ যুদ্ধে গঙ্গানন্দনের জীবন সংশয়। এইজন্য আমিই আজ সকল কৌরবের লক্ষ্যস্থল। চল সাত্যকি, রথে আরোহণ ক'রে আমরাও ওই রথীদের সম্মুখীন হই। ওকি বীর, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সা। দাঁড়িয়েছি বটে কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট নই! আমি ভাবছি। দেখ দেখি পিতামহ কোথায়?

শি। ওই দুর্য্যোধনকে দেখ্‌ছি, দুঃশাসনকেও দেখছি—ওই অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জয়দ্রথ—ওই দূরে আচার্য্য দ্রোণ—রথ দেখে অনুমান ক'রছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু কই, পিতামহকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

সা। তাঁকে আজ সহজে দেখ্‌তে পাব না। তাঁকে কৌরব আজ একাদশ অক্ষৌহিণীর প্রাচীরে বেষ্টন ক'রেছে। তাই ভাবছি। ভাবছি শিখণ্ডী, পাণ্ডবপক্ষে অগণ্য যোগ্যব্যক্তি থাক্‌তে আমাকে তোমার রথের সারথি হ'তে গুরু আদেশ কর্‌লেন কেন?

শি। দাঁড়ায়ে ভাবতে ভাবতে যে ওরা ঘিরে ফেল্লে!

সা। না শিখণ্ডী, ওরা ঘির্‌বে না—তোমাকে ঘির্‌তে পার্‌বে না—এখনি আমি ওদের স্কন্ধে ভাবনার সমস্ত ভার দিয়ে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে অন্তর্হিত হ'চ্ছি! বুঝতে পারছ, ভীষ্মের সম্মুখে তোমার রথ উপস্থিত করাই আজকের যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

শি। এ ভাবের রণকৌশল আর অধিকক্ষণ দেখিয়ো না সাত্যকি ! কৌরব এলো !

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। সাত্যকি, শিখণ্ডীকে নিয়ে শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথের অনুগমন কর। সাবধান, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। সমস্ত কৌরব সেনানী তোমাদের আবদ্ধ করবার উদ্‌যোগ করছে, সাবধান, সে জালের মধ্যে যেন রথ নিক্ষেপ ক'র না। আর কোনও মতে আচার্য্যের কটককে স্পর্শ ক'র না। শুনে রাখ—মহারাজের এই আদেশ। যাও, আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব ক'র না ! দুর্য্যোধন এই দিকে আসছে, আমি তাকে বাধা দিতে চ'ললুম।

সা। এস শিখণ্ডী। কি কৌশলে এই সৈন্যসাগর ভেদ ক'রে অক্ষত শরীরে তোমাকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করি, দেখবে এস।

শি। সে আমার দেখা আছে !

সা। দেখা আছে !

শি। কৌশলের অহঙ্কার ক'র না যাদব ! কাষ্ঠের সারথি পেলেও আমি আজ ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হব।

সা। অজ্ঞ যুবক, কৃষ্ণের আদেশ না হ'লে, তুমি কি মনে করেছ, আমি এই হীন রথীর সারথ্যের অঙ্গীকার করতুম ?

শি। কৃষ্ণ আদেশ করতে বাধ্য। কি সাত্যকি, কথা শুনে মনে ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছে নাকি ?

সা। যদি না বুঝতুম মূর্খে কথা কচ্ছে, তাহলে ক্রোধ হ'ত।

শি। মূর্খ তুমি।

সা। কেশবের অনুজ্ঞা কেশবের কাছে ফিরে যাক্ ! আমি তোকেই সংহার করি।

অস্ত্র লইয়া আক্রমণ, শিখণ্ডীর আত্মরক্ষা

শি। কি বীর, বুঝলে ?

সা। বুঝলুম!

শি। না, এখনও বোঝনি তোমার মুখ দেখে আমি তা' বুঝতে পারছি। শুন সাত্যকি, শুনে বোঝ! আমি রণকৌশল কিছু জানি না। যিনি সর্ব্বকৌশল জানেন, সেই ইচ্ছাময় আজ আমার ভিতর দিয়ে কার্য্য ক'রছেন। [illegible] দেহ এক চতুর্দ্দশ ভুবন-জয়ী নারীর তপস্যায় রচিত হ'য়েছে। আমিও ভীষ্মবধের সঙ্কল্পে যুগব্যাপী তপস্যা ক'রেছি। সেই বিরাট তপস্যা আজ আমার ক্ষুদ্র তপস্যাকে সাহায্য ক'রতে এসেছে। বিধি বাধা দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ ক'রতে পারবে না। সাত্যকি আমার মুখপানে চেয়ো না। আমি ভীষ্মকে বধ ক'রব না। বধ ক'রবে—আমার তপস্যা। জেনে ক্ষুদ্র অভিমান ত্যাগ কর। কা'রও সাহায্যের অপেক্ষা রেখো না। দাও আমাকে রথে তুলে দিয়ে এই কুরুসৈন্যসাগরে ঝাঁপ দাও। এস সারথি, একবার দেখি কে আমাদের গতি রোধ করে!

সা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার রথের সারথ্যকর্ম্ম ক'রে আমি ধন্য। দাও, চল!

উভয়ের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

কৃষ্ণ। অকুতো সাহসে শিখণ্ডী সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, অকুতো-সাহসে সাত্যকি সেই পথ ভেদ ক'রে চ'লেছে। দেখছ কি গাণ্ডীবী, এখন তোমার আর কোন কার্য্য নেই। তুমি যে কোন উপায়ে পার, শিখণ্ডীকে রক্ষা কর। ভীমসেন [illegible] যুদ্ধারম্ভ ক'রেছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হ'য়েছে। কিন্তু অপরাজেয় ভীষ্মের গতিরোধ ক'রতে কেউ নেই। সমস্ত কৌরববীর তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা ক'রছে, আর ভীষ্ম কালান্তকের ন্যায় বাণে বাণে পাণ্ডব-সৈন্যদের নিহত

হ'য়েছেন। অন্য ক্ষুদ্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সময় নষ্ট ক'র না। এই সৈন্য-সাগর ভেদ ক'রে অগ্রসর হও, শিখণ্ডীকে যে কোন উপায়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত কর।

অ। কিন্তু কেশব, আমি যে পিতামহকে দেখতে পাচ্ছি না!

কৃষ্ণ। আক্ষেপ ক'র না সখা; নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে পিতামহকে দেখতে হবে না। পিতামহই তোমাকে দেখবেন। মনে রেখো, আজ পিতামহের সংহার-মূর্ত্তি! ভীষ্মের যুদ্ধে কার্পণ্য নেই। আর এও মনে রেখো, আদর্শ ক্ষত্রিয় জানেন, তোমাকে পরাজিত না ক'রতে পারলে কৌরবপক্ষের জয় হবে না।

অ। কেশব, কেশব! সম্মুখে পিতামহ।

কৃ। সম্মুখে পিতামহ—শিখণ্ডীকে গোপন ক'রে পিতামহ তোমাকে আক্রমণ করতে আসছেন। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ভীষ্মের এখানে আগমন আজ রোধ হ'ত না; ধনঞ্জয় আজ তা'হ'লে ভীষ্মের ভীষত্ব নষ্ট হ'য়ে যেত। অতি সাবধানে তুমি পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। এতক্ষণে ধরেছি দু'জনে
একরথে নর-নারায়ণ!
এতদিন পরে বাণ-পুষ্প উপহারে
জীবন ধারণ ব্রত করিব সাধন।
এই লও—যুদ্ধ পিতামহ ক'রে ঘোরে
দিয়াছ আমারে
শত্রুমাত্র আশীষের শ্রিয় অধিকার।
এই লও (বাণক্ষেপ করিয়া) পুষ্প উপহার।

অ। ধর ধর পিতামহ!
আমিও অঞ্জলি করি দান। (বাণক্ষেপ)

ভীষ্ম। তারপর শুন ধনঞ্জয়!
ডাক বিশ্বে কে আছে কোথায়?
দেবেন্দ্রে আহ্বান কর,
কোটীযক্ষে কর আবাহন।
আসুক দানবজয়ী কে কোথা দেবতা।
আসুন ত্রিশূলী
ভীষ্ম-অস্ত্র পাশুপত-দাতা।
সবারে শুনায়ে আজি
বিশ্বম্ভরে দিগ্বিদারে হানিলাম বাণ।
শক্তি থাকে রক্ষা কর তুমি।

বাণযুদ্ধ

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর পার্থ!
কাট বাণে গাঙ্গেয়ের শর
বিদ্ধ হ'ল কলেবর।
ভীষ্ম। জীবধ্বংসে করেছ সূচনা!
সামান্য যাতনা ভোগে
কাতর কি হেতু জনার্দন?
এই লও পুনঃ পুনঃ করহ গ্রহণ।
কৃষ্ণ। কি কর, কি কর ধনঞ্জয়? পিতামহ
তীব্রশরে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিছে আমারে।
অ। হানিতেছি শর,
যথাশক্তি বাণের প্রহারে
নিবারণ করিতেছি, পিতামহ শরে
তথাপি কেমনে বিদ্ধ তুমি
হে কেশব বুঝিতে না পারি!

ভীষ্ম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী
ভীমা-রক্তভীর মন্দিরে
বলি দিতে এনেছ নির্দ্দয় !
বালক অর্জ্জুন-রথে করি আরোহণ
অশ্ব-রজ্জু করিয়া ধারণ
হাস্যমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি ?
এই লও পূর্ণ উপহার !
কোমলাঙ্গঃ বিঁধিয়া তোমার
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা
প্রতিলোমরূপে, তোমারে করাব আমি পান ।

কৃষ্ণ। হে বিজয়, কোথায় সে প্রতিজ্ঞা তোমার ?
সভায় সম্মুখে, সমস্ত নৃপতি সাক্ষী ক'রে
তুমি না করেছিলে পণ
একদিনে করিবে হে ভীষ্মের নিধন ?
কোথা তব সে প্রতিজ্ঞা ?
এই মৃদু রণ দেখাইতে
আমারে করিলে তুমি রথের সারথি ?

অ। জানি বিশ্বে পিতামহ শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ।
জেনেও কেশব আমি করেছিনু পণ,
তুমি হে কারণ । তব প্রেম মুহূর্ত্ত স্মরণে
ভেবেছিনু সর্ব্বত্র জয়ের আমি রণে ।
যদি আমি করে থাকি পণ
হে চির পাণ্ডব-সখা অপরাধী তুমি ।

কৃষ্ণ। আর আমি সহিতে না পারি—
বাণে বাণে সর্ব্ব অঙ্গ বিক্ষত আমার ।
আর না, সংহার সংহার—

হে চক্র প্রবৃদ্ধ হও—
আবৃত্ত হও হে ধনঞ্জয়—
আমিই করিব আজি ভীষ্মের নিধন।

রথ হইতে অবতরণ

অ। কর কি, কর কি, জনার্দ্দন ?
ভঙ্গ হ'ল পণ।

কৃ। হ'ক ভঙ্গ পণ—
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মের নিধন—
তার পর ত্বণ সম
সমস্ত কৌরবগণে কাটি' সুদর্শনে
নিষ্কণ্টক করিব ধরণী।
মুহূর্ত্তের ভীষণ আহবে।
চিন্তাশূন্য করিব পাণ্ডবে।

কৃষ্ণ পদ গমন ও অর্জ্জুনের ধারণ

ভীষ্ম। সার্থক জীবন—
দেবদেব কমললয়ন—হান সুদর্শন
বধ মোরে—ক'র না হে চক্রের সংহার।
সর্ব্বগতি আয়ত্ত আমার—
নয়নেহে আজি ধন্য আমি।
ত্রৈলোক্য-সম্মান, দেবকণ্ঠে উঠিয়াছে গান,
ধরণী কম্পনে হের প্রকাশে উল্লাস !
শুন শ্রীনিবাস,
ধর্ম্মক্ষেত্রে রাতুল চরণ করি দান
ধরিত্রীর রাখিলে সম্মান তুমি।
রণেন্দ্রিয়ে চরণ পরশে তব
মুক্ত হ'ল ধরণীনিবাসী।

অ। চ'লে এস জনার্দন!

ধরি শ্রীচরণ, শীঘ্র কর চক্রের সংহার!

প্রতিজ্ঞা আমার

আজি আমি পিতামহে বধিব জীবনে।

শিখণ্ডীর প্রবেশ কৃষ্ণের রথারোহণ

শি। আপনি কি হেতু ধনঞ্জয়—

পিতামহে সংহারিব আমি।

ভীষ্ম। কার্য্য শেষ। এই লও ধনঞ্জয়—

অস্ত্রত্যাগ করিলাম আমি।

করিতে আমারে জয়

লইয়াছ ক্লীবের আশ্রয়?

এই আমি জীবনে প্রথম

রণস্থলে করিলাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

চালাও সারথি রথ—

দিব্যনেত্রে দেখিতেছি আমি—

ওই দূরে জননী আমার

একান্তে বসিয়া নিজ তীরে

সন্তানের শেষ ক্ষণ করিয়া স্মরণ

আনতবদনে, অবিশ্রাম অশ্রু বরিষণে,

আপনি আপন জলে

রচিছেন তীব্র প্রবাহিণী।

এ দৃশ্য দেখিতে নারি!

সম্মুখে চালাও রথ—

যতক্ষণ জীবনের না হবে বিরাম

রণক্ষেত্রে দেখাও আমারে।

কৃষ্ণ। শিখণ্ডী সত্বর যাও—
শীঘ্র কর বানের সন্ধান—

শিখণ্ডীর প্রস্থান

রথে ব'সে কি চিন্তা করিছ সখা ?
সঙ্গে সঙ্গে চালাব স্যন্দন,
তুমি শুধু শিখণ্ডীরে কর আবরণ
পিতামহ মরিবেনা শিখণ্ডীর বাণে।
শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া
মৃত্যুবাণ তোমারে হানিতে হবে।

পট পরিবর্ত্তন

শর-শয্যায় ভীষ্ম। পার্শ্বে পরশুরাম

রাম। বসুমতী হতেছে কম্পিত,
দেবসঙ্ঘ মর্ম্মাহত,
মরম-পীড়িতা গঙ্গা হিমাদ্রি-নন্দিনী।
ত্রিলোকে উঠেছে ধ্বনি
ভীষ্মের সমরাঙ্গনে হইল পতন।
মহাত্মন্! আছ কি জীবিত ?

ভীষ্ম। আছি।

রাম। আছ ?

ভীষ্ম। এখনও আছি। আছি বিপ্র,
জননীর আশীর্ব্বাদ আশে।

রাম। নিশ্চয় করিলে তুমি।
বোধ তব ধ্বনিত মরণ
মানস বিলাসী জীবন তব অবেষণে

হংসরূপে চলেছে দক্ষিণে।
করে রবি দক্ষিণে গমন। হে গঙ্গা-নন্দন!
এ হেন দারুণ দিন শেষে
বিদ্ধ তুমি সর্ব্ব কলেবরে!
মৃত্যু এসে দাঁড়াল দুয়ারে।
তাই আমি আসিয়াছি জাহ্নবী আজ্ঞায়,
সুধাতে তোমায়,
হে মহর্ষি, জগতের ভয় কর দূর—
মৃত্যুরে আদেশ কর ফিরিতে পশ্চাতে।
যতদিন নাহি ফিরে
দিবাকর উত্তর অয়নে,
দেবতা গন্তব্য পথ
যতদিন মুক্ত নাহি হয়,
ততদিন রহ শুয়ে এ শর-শয্যায়।
নহে তব তীব্র তপস্যায়
সুরক্ষিত পুণ্যময়ী এই আর্য্য ভূমি
কলির প্রহার বশে, রসাতলে করিবে প্রবেশ।
উদ্ধারের আর তার না রবে উপায়।

ভীষ্ম। কে আপনি?

হাস। তব সখ্য অভিলাষ, মানস প্রবাসী
ঋষিগণ-প্রতিনিধি আমরা হাস।
সে সবে আশ্বাস দাও, মানসে শুনাও—
বল তুমি রবেছ জীবিত!
ব্যাকুল মহর্ষিগণে আন ফিরাইয়া।

ভীষ্ম। সর্ব্ব অঙ্গ বিদ্ধ মোর,
ভূমি স্পর্শে বদ্ধ মম কর,

হে মহর্ষি, বাক্যে আমি করিনু প্রণাম।
কহ গিয়া জননীরে, আশ্বস্ত করহ ঋষিগণে।
যতদিন উত্তরে না ফিরিবে তপন,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, পুণ্যরণে ব্রতী মহাজন
যতদিন আত্ম বলিদানে
রক্তের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে
ধৌত না করিবে কুরু সমর-প্রাঙ্গণ,
ততদিন রাখিব জীবন।
আশ্বস্ত হও মা বসুন্ধরে!
রণাঙ্গনে তব বক্ষে করিয়াছি দান
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ অভয়-চরণ!
পুণ্য বাণী করহ শ্রবণ,
দেখিতে দুষ্কৃতধ্বংস, সাধু পরিত্রাণ,
দেখিতে এ আর্য্যভূমে ধর্ম্মের স্থাপন,
সাক্ষিরূপে থ'রে আমি রাখিনু জীবন!

রাম। হে ত্যাগের একাদর্শ পুরুষ প্রধান!
কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য অবসান—আর কি বলিব আমি!
ধর্ম্ম তুমি, মর্ম্ম ধরণীর,
আত্মা তুমি সর্ব্ব মহর্ষির।
বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে, এক বিন্দু মুক্ত অশ্রুনীর
এই পুণ্য শয্যাতলে দিলাম অঞ্জলি।

রামের প্রস্থান

যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

সকলে নতজানু হইয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন

ভীষ্ম। এস মহারথগণ, এস। আমি তোমাদের দেখে পরম সন্তুষ্ট হলুম। হস্তপদ বদ্ধ—হাত তুলতে পারলুম না। তোমরা সকলে আমার

বাক্যের আলম্বন গ্রহণ কর। তাই সব, আমার মাথাটা ঝু'লছে, তোমাদের মুখ আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা উপাধান দাও। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বালিশ প্রদান) না ভাই, এ উপাধান ত শরশয্যার যোগ্য নয়। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—কোথায় ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

অর্জ্জুন। এই আপনার ভৃত্য পিতামহ! কি করতে হবে দাসকে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মাথাটা ঝুলছে—একটা উপাধান দিয়ে মাথাটা তুলে দাও। (অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের মস্তক তুলিয়া দিলেন।) হাঁ—এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধনঞ্জয়, তুমি যদি আজ আমাকে আমার মনোমত উপাধান না দিতে পারতে, আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে শাপ দিতুম। ধনঞ্জয়—ভাই! শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ ক'রেছ, তাতে আমার শরীর দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। মর্ম্মস্থান সকল ছিন্ন ভিন্ন—মুখ শুষ্ক—আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি—বড় পিপাসা।

দুর্য্যো। (পানীয় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ! এই সুশীতল জল এনেছি পান করুন।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পা'রছ না। আমার এ জীবন আর ইহলোকের জীবন নয়। আমি শরশয্যায় শুয়ে মনুষ্যলোকের বাইরে চ'লে এসেছি। যে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃ[illegible]। নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—শীঘ্র আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর। (অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ভূমি হইতে জল উত্থান)

অ। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে আপনার তর্পণের জন্য উত্থিত হ'য়েছেন—পান করুন।

ভীষ্ম। আঃ! কি তৃপ্তি! দুর্য্যোধন দেখ, তোমার সহায়তার জন্য যে সমস্ত রাজা এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁরাও দেখুন—অর্জ্জুনের

এই অলৌকিক শক্তি। তাই বলি, আমার শেষ অনুরোধ শোন, কেশব-সখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান কর।

দুর্য্যো। পিতামহ! যখন আপনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন, তখন আমাদের অনুমতি করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! আমি আনন্দে অনুমতি দিচ্ছি! পদতলে তুমি কে হে?

কর্ণ। যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হ'ত, আর আপনি যাকে সর্ব্বদা দ্বেষ ক'র্‌তেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম। পদতলে নয়—তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে এস। শোন কর্ণ, এইবার আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে কখন দ্বেষ করিনি। কুরুপাণ্ডবকে যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ ভালবাসি। কেন ভালবাসি,—তাইবলি, কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তরালে গমন কর। (সকলের প্রস্থান) কর্ণ! তুমি রাধা-নন্দন নও—কুন্তীনন্দন।

কর্ণ। পিতামহ—পিতামহ! আপনি শরশয্যায়—অন্তসময় মুখে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এ বিস্ময়কর মূর্ত্তির বিকাশে আমার মস্তিষ্ক বিচলিত ক'র্‌বেন না। দুর্য্যোধনের সাহায্য কর্‌বার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। রক্ষা করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলে। তোমার জগৎপতি নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু এই অপূর্ব্ব পুষ্পমাল্যটি পেয়েও দুষ্টসঙ্গে তোমার প্রভা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। জানি, তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না। তাই কুলক্ষয় ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কটুবাক্য প্রয়োগ ক'র্‌তুম। শুনে রাখ আদিত্য-নন্দন! কেশব ধনঞ্জয়ের ন্যায় আমি তোমাকেও অন্তরে শ্রদ্ধা করি।

কর্ণ। এর চেয়ে যে আপনার তিরস্কার ভাল ছিল পিতামহ! এ মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি শেল বিঁধলেন কেন? মহাত্মন্! আমি যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ততদিন মনে রাখব, আপনার কঠোর বাক্যে মূর্খের মতন আত্মহারা হ'য়ে অস্ত্রত্যাগ ক'রে, আমি আপনাকে হত্যা ক'রেছি। নইলে ভোগবতীর জল এনে তৃতীয় পাণ্ডবকে আজ আপনার তর্পণ ক'র্‌তে হ'ত না!

ভীষ্ম। যাও ভাই! যখন কিছুতেই তুমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে নিরস্ত হবে না, তখন তোমাকে বলি, অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ বীরত্ব অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর। তোমার মঙ্গল হ'ক।

কর্ণের প্রস্থান

কৃষ্ণের প্রবেশ ও ভীষ্মের পদতলে উপবেশন

ভীষ্ম। পদতলে তুমি আবার কে হে! কোমল কর-পল্লবে আমার চরণ স্পর্শ ক'রে সর্ব্বশরীরে শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলে, তুমি কে হে?

কৃষ্ণ। পিতামহ! সকলের সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন, আমি কি অপরাধ ক'রেছি যে আমাকে দেখ্‌তে চাইলেন না।

ভীষ্ম। কেও? কেশব! তুমি বাইরে! আমি যে তোমাকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র দেখছি! তুমি বাইরে কেমন ক'রে এলে। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রে বাইরে চ'লে এসেছ? হাত ধর কৃষ্ণ, হাত ধর—অনন্ত কাল-ব্যাপী জীবন-যুদ্ধে আমি ক্লান্ত হ'য়েছি! হাত ধর, আমি তোমার নামের উপর বিশ্রাম করি। না না—এই যে অন্তরে বাইরে তুমি। এই যে তরুলতায় তুমি, ধরণীর প্রতি পরমাণুতে তুমি—স্থলে তুমি, জলে তুমি, অনলে তুমি, অনিলে তুমি। প্রতি পরমাণুতে তুমি অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই যে আমার সর্ব্বদেহ আবৃত ক'রে অবস্থান ক'র্‌ছ। বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব—আমাকে বিশ্রাম দাও—বিশ্রাম দাও।